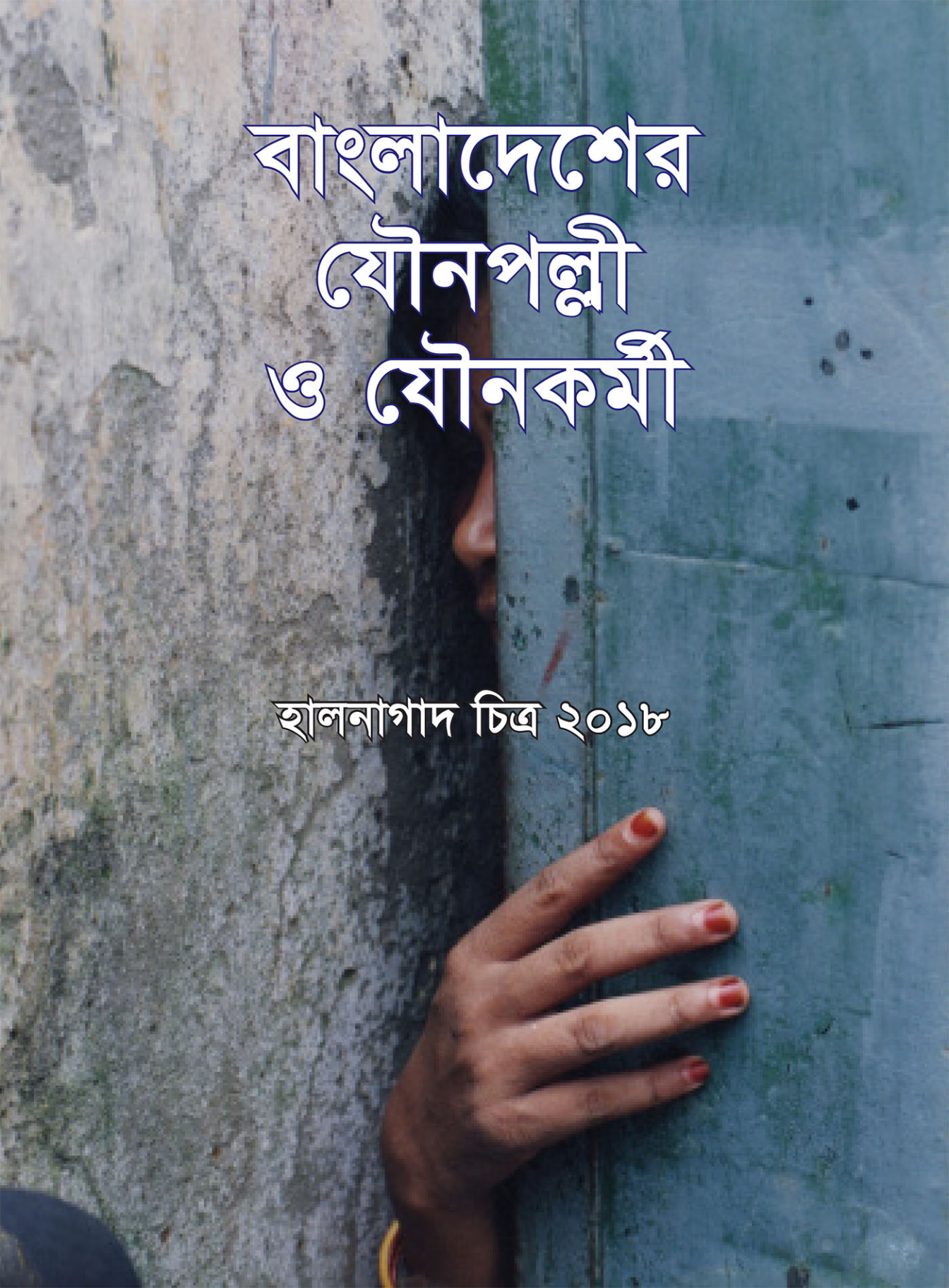
বাংলাদেশের
যৌনপল্লী
ও যৌনকর্মী
হালনাগাদ চিত্র ২০১৮

বাংলাদেশের যৌনপল্লী ও যৌনকর্মী

হালনাগাদ চিত্র ২০১৮

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

২০১৯

বাংলাদেশের যৌনপল্লী ও যৌনকর্মী
হালনাগাদ চিত্র ২০১৮

লেখা
ফিলিপ গাইন, জেমস সুজিত মালো,
আলেয়া আক্তার লিলি এবং রবিউল্লাহ

ছবি ও প্রচ্ছদ
ফিলিপ গাইন

কম্পোজ এবং পৃষ্ঠাসজ্জা
প্রসাদ সরকার ও বর্ষা চিরান

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১৪৭/১, গ্রীন ভ্যালী, ফ্ল্যাট নং: ২এ (৩য় তলা)
গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

প্রকাশকাল: ২০১৯
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৪৩৩৯-৩-৪
ISBN: 978-984-94339-3-4
মুদ্রক: জাহান ট্রেডার্স
মূল্য: ১০০ টাকা US$5

স্বত্ব: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমন্টে (সেড)

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশন-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর নয়।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্য আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে সংরক্ষণ বা প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

Bangladesher Jounapalli O Jounakarmi, Halnagad Chitro 2018 (Brothels and sex workers in Bangladesh, an update 2018) is a report about the sex workers in Bangladesh. The report compiles updates on 11 brothels in Bangladesh and finds of a survey on individual sex workers. The report also provides information on sex workers' organizations and international and local non-government organizations working with the sex workers. This report is for use of researchers, educationists, journalists, human rights defenders and anyone interested about the sex workers and sex slavery in Bangladesh.

সূচি

ভূমিকা iv-v

সার-সংক্ষেপ ২-৫

বাংলাদেশের যৌনপল্লীসমূহের অবস্থান ৬-৮

গবেষণা পদ্ধতি ১১-১৩

যৌনপল্লী: হালনাগাদ চিত্র ২০১৮ ১৪-৩৪

ময়মনসিংহ যৌনপল্লী: মদ, প্রতারণা, লাঞ্ছনা এবং মর্যাদাহীন জীবনের গল্প ৩৫-৩৯
—ফিলিপ গাইন

জরিপ রিপোর্ট: যৌনকর্মী ও তাদের জীবন-জীবিকা ৪০-৬৩

সমস্যা বিশ্লেষণ, প্রয়োজন এবং করণীয় ৬৪-৬৯

যৌনকর্মীদের নেটওয়ার্ক ও তাদের নিজস্ব সংগঠন ৭০-৮৪

যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ৮৫-৯৫

টীকা-টিপ্পনী ৯৮

যৌনকর্মীদের মুখে নিজেদের কথা

বংশপরম্পরায় যৌনপেশা বেছে নেওয়া এক যৌনকর্মী ৪৪

আপনজনই ঠেলে দিয়েছিল যৌনপেশায় ৪৬

সর্দারনির নিষ্ঠুরতার শিকার এক যৌনকর্মীর কাহিনী ৪৯-৫০

দারিদ্র্যের শিকার হয়ে যৌনপেশায় আসা এক ভাসমান যৌনকর্মী ৫৩-৫৪

‘মরলে যেন জানাযা হয়’ ৯৬

একাকিত্বের জীবন আমার ৯৭

ভূমিকা

যৌনকর্মীদের নিয়ে সেড কাজ করে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। তবে ১৯৯৯ সালে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী যৌনপল্লী উচ্ছেদের পর থেকে সেড যৌনপল্লী ও যৌনকর্মীদের বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু করে। সেড অনুসন্ধান ও গবেষণা ফলাফল প্রথম প্রকাশ করে, *বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি: জীবনের দামে কেনা জীবিকা* বই-এ, ২০০০ সালে। এরপর আরো কাজের পর প্রকাশিত হয় বইটির ইংরেজি এবং বর্ধিত সংস্করণ "Sex Workers in Bangladesh, Livelihood: At What Cost", ২০০৪-এ। অনুসন্ধান ও গবেষণার সুবাদে সেড যৌনকর্মীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, তাদের নিয়ে কর্মরত নানা প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ এবং সকল যৌনপল্লীর নানান তথ্যসূত্রের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে এবং বিভিন্ন সময় যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীদের জন্য আয়োজন করে প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং পরামর্শ সভা।

যৌনকর্মীদের নিয়ে সেড-এর বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের পর নানা ঘটনা ঘটে গেছে। কোনো কোনো যৌনপল্লী উচ্ছেদের চেষ্টা হয়েছে এবং কিছু যৌনপল্লী উচ্ছেদও হয়ে গেছে। তবে টাঙ্গাইল শহরে অবস্থিত কান্দাপাড়া যৌনপল্লীটি ২০১৪ সালে উচ্ছেদ হবার পরও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা একটি বিরল ঘটনা। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ টাঙ্গাইল যৌনপল্লীর জমি ও সব বাড়ির মালিক যৌনকর্মীরা নিজেরাই। তাছাড়া টানবাজার যৌনপল্লী উচ্ছেদের পর যৌনকর্মীরা নিজেদের সংগঠনগুলো তৈরি করেছে এবং তাদের একটি নেটওয়ার্ক সক্রিয়। তবে যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহ শুরুর দিকে দাতাদের কাছ থেকে যে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছে তা এখন কমেছে।

আর্থিক সঙ্গতি ও দক্ষ জনবল খুব বেশি না থাকলেও যৌনকর্মীদের কাজের চেষ্টা অব্যাহত থেকেছে এবং এখনও তাদের মনোবল অনেক শক্তিশালী।

যৌনকর্মীদের নিয়ে ২০০৪ সালে ইংরেজি বই প্রকাশের পর সেড যৌনপল্লী, যৌনকর্মী এবং নারী পাচারের উপর খোঁজ-খবর রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সেড ২০১৭ সালে যৌনপল্লী ও যৌনকর্মীদের উপর তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়। সেড ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত "বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ এবং সক্ষমতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি" প্রকল্পের আওতায় যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর কাজ করার সুযোগ পেয়েছে যৌনকর্মীরা তাদের একটি। এই প্রকল্পের মাধ্যমেই যৌনকর্মীদের উপর তথ্য হালনাগাদ করার সুযোগ পাওয়া গেছে।

যৌনকর্মীরা যে ৩১টি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তাদের কর্মকর্তা ও কর্মীরা জরিপ ও গবেষণার সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয়েছেন। তারা একাধিক পরামর্শসভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। এদের মধ্যে ইভান আহমেদ কথা, আলেয়া আক্তার লিলি, চুমকি বেগম, কাজল বেগম, রওশনারা বেগম, রানী বেগম, শাহানাজ বেগম, হাজেরা বেগম, আরিফুর রহমান সবুজ, ফরিদা, রাজিয়া সুলতানা, ফরিদা পারভীন, রোকেয়া বেগম, শিরীন আক্তার, হেনা আক্তার, আয়েশা আক্তার রুমকি, চম্পা বেগম, লাকী বেগম, হাসি বেগম, শাহিনুর আক্তার এবং রাজিয়া বেগম অন্যতম।

প্রকল্পের কর্মী এবং কর্মশালায় যারা প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন এবং যৌনকর্মীদের সাথে নিয়ে

প্রশ্নপত্র তৈরিতে সাহায্য করেছেন ও নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন এবং যারা সরাসরি গবেষণায় অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা, বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক, মর্জিনা বেগম, শিশির মোড়ল, হারুন-অর-রশিদ, সুদীপ্ত আরিকুজ্জামান, মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দিক, যোসেফ হাসদা, আশা অরনাল, সিলভেস্টার টুডু, লিপি রোজারিও, বনানী বিশ্বাস, মো: আশরাফ-উজ্জ-জামান অন্যতম। এরা পেশায় সাংবাদিক, অধিকার ও উন্নয়ন কর্মী এবং উন্নয়ন পরামর্শক।

যেসব প্রতিষ্ঠান (বিশেষ করে যৌনকর্মীদের) তথ্য দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে এবং প্রশ্নপত্র তৈরিতে সহযোগিতা করেছে সেসবের মধ্যে অবহেলিত মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা, অক্ষয় নারী সংঘ, আলোর মিছিল নারী কল্যাণ সংস্থা, আলোর প্রদীপ নারী উন্নয়ন সমিতি, বাধন হিজড়া সংঘ, বঞ্চিতা সমাজকল্যাণ সংস্থা, দিনের আলো হিজড়া সংঘ, দূর্জয় নারী সংঘ, গোমতী নারী কল্যাণ সংঘ, জীবনের অধিকার সংঘ, জীবনের আলো সংঘ, জয় নারী কল্যাণ সংঘ, মেঘলা নারী সংঘ, মুক্তি মহিলা সমিতি, নারী জাগরণী সংঘ, নারী মুক্তি সংঘ, পদ্মা নারী সংঘ, পরশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, সচেতন সমাজসেবা হিজড়া সংঘ, সন্ধি নারী সংঘ, স্বপ্ন নারী উন্নয়ন সংঘ, সেক্স ওয়ার্কার'স নেটওয়ার্ক (এসডব্লিউএন), শক্তি নারী সংঘ, শক্তি উন্নয়ন সংঘ, স্বনির্ভর মহিলা সংস্থা (শো), শুকতারা কল্যাণ সংস্থা, সূর্যের হাসি সমাজকল্যাণ সংগঠন, সুস্থ জীবন, উল্কা নারী সংঘ, শিশুদের জন্য আমরা ও ধূমকেতু নারী কল্যাণ সংঘ অন্যতম।

যৌনপল্লীগুলোতে যারা প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এফজিডি পরিচালনা করেছেন এবং যারা ব্যক্তি যৌনকর্মীদের উপর জরিপ করেছেন তারা হলেন আলেয়া আক্তার লিলি, কাজল বেগম, আশা অরনাল, রাজিয়া সুলতানা, হেনা বেগম, হাজেরা বেগম, আরিফুর রহমান সবুজ, শাহনাজ বেগম, চুমকি বেগম ও দেবপ্রসাদ মল্লিক।

যাদের নাম উপরে উল্লেখ করা গেল তাদের বাইরে আরো অনেকে বিশেষ করে অনেক ব্যক্তি যৌনকর্মী আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আমরা এদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমাদের এ গবেষণা ও অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে দুটো উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশন-এর সহযোগিতায়। আমরা বিদেশী এ দাতা সংস্থা দুটির প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

যৌনপল্লীগুলোর উপর হালনাগাদ মানচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন ড. এস. জি. হোসেন। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে যেসব কর্মশালা ও পরামর্শ সভা হয়েছে সেসবে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বিশেষজ্ঞ মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন এবং গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আমরা তার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

যৌনকর্মীদের নিয়ে সেড-এর মৌলিক গবেষণা গ্রন্থের পাশাপশি তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করে এই প্রকাশনা বাংলাদেশের যৌনপেশায় নিয়োজিত নারীদের ব্যাপারে এবং তাদের নিয়ে কর্মরত কর্মী এবং সংগঠন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ সবার সামনে তুলে ধরবে এমনটাই আশা করি।

ফিলিপ গাইন
টিম লিডার ও মূখ্য গবেষক

১৯৯৯ সালে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার যৌনপল্লী থেকে উচ্ছেদের পর এ মেয়েটির স্থান হয়েছিল ঢাকার নিকটবর্তী একটি আশ্রয়কেন্দ্রে। সেখানে প্রথম রাতেই নির্যাতিত হয়ে তার এ অবস্থা।

বাংলাদেশের যৌনপল্লী ও যৌনকর্মী
হালনাগাদ চিত্র ২০১৮

লেখা

ফিলিপ গাইন, জেমস সুজিত মালো এবং রবিউল্লাহ

জরিপ দল: আলেয়া আক্তার লিলি, কাজল বেগম, দেবপ্রসাদ মল্লিক, রানী বেগম, হাজেরা বেগম, রাজিয়া সুলতানা, হেনা, আরিফুর রহমান সবুজ, শাহনাজ বেগম, চুমকি বেগম, আশা ওরনাল ও প্রবীণ চিসিম। এদের মধ্যে দেবপ্রসাদ মল্লিক, আশা অরনাল ও প্রবীণ চিসিম বাদে সবাই যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠনের কর্মকর্তা ও কর্মী এবং যৌনকর্মীদের সমন্বয়কারী সেক্সওয়ার্কার'স নেটওয়ার্কেরে সাথে যুক্ত।

তথ্য-উপাত্ত পরীক্ষা: ফিলিপ গাইন, আলেয়া আক্তার লিলি, রবিউল্লাহ, জেমস সুজিত মালো ও বর্ষা চিরান।

উপাত্ত এন্ট্রি ও বিশ্লেষণ: তানভির আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন ও প্রসাদ সরকার।

২০১৭ সালের ২০-২২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জরিপের প্রস্তুতি হিসেবে এক কর্মশালা অংশগ্রহণকারীগণ।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীদের মধ্যে যৌনকর্মীরা অন্যতম। এদেশে যৌনকর্ম একটি অসম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত এবং এই পেশার সাথে জড়িত নারীদের অবমাননাকর বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। এসব শব্দের মধ্যে রয়েছে 'পতিতা' ও 'ভ্রষ্টা' এবং আরো অনেক অসম্মানজনক শব্দ। পেশাগত কারণে যৌনকর্মীরা সমাজে নিগৃহীত। পেশাগত স্বীকৃতি না থাকায় তারা নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ২০১৭-২০১৮ সালে দেশের ১১টি যৌনপল্লীর উপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। একই সাথে এসব যৌনপল্লীতে কাজ করছেন, ভাসমান এবং অল্পসংখ্যক হিজড়াসহ ১৩৫ জন যৌনকর্মীর উপর একটি গভীরতাধর্মী জরিপ পরিচালনা করে। দুটি পৃথক জরিপেই উঠে এসেছে যৌনপল্লীর চিত্র, যৌনকর্মীদের ব্যক্তিগত জীবন, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাচিত্র, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, বাসস্থান, সহিংসতা, সমস্যা বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত নানা তথ্য।

দেশের টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট এবং পটুয়াখালী জেলার ১১টি যৌনপল্লীতে বর্তমানে কাজ করছেন ৩,৭২১ জন যৌনকর্মী। এদের মধ্যে স্বাধীন যৌনকর্মী আছেন ৩,০৭৭ জন এবং বাঁধা যৌনকর্মী ৬৪৪ জন। যৌনকর্মীর সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী দৌলতদিয়া। এখানে কাজ করছেন ১৪২০ জন যৌনকর্মী। এরপরে আছে যথাক্রমে টাঙ্গাইল (৬১১ জন), রথখোলা (৫০০ জন), ময়মনসিংহ (৩৫০ জন), জামালপুর (২১০ জন), সিঅ্যান্ডবি ঘাট (২০০ জন), পটুয়াখালী (১৫০ জন), বানিশান্তা (৮০ জন), বাগেরহাট (৬০ জন), যশোরের মাড়ুয়া মন্দির (১০০ জন) ও বাবুবাজার (৪০ জন) যৌনপল্লী। যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের পাশাপাশি নবজাতক, শিশু ও কিশোর-কিশোরী, বাবু বা ভেড়ুয়া, দালাল, সর্দারনি এবং অন্যান্য কিছু মানুষ বাস করে। এগারোটি যৌনপল্লীতে ০-৬ বছরের শিশু আছে ৫৫৩ জন এবং ৬-১৮ বছরের শিশু ও কিশোর-কিশোরী আছে ৫৬১ জন। অর্থ্যাৎ ১১টি যৌনপল্লীতে ১৮ বছরের কম বয়সের শিশু ও কিশোর -কিশোরীর সংখ্যা ১,১১৪ জন। এরপর আছে যথাক্রমে বাবু বা ভেড়ুয়া ২,৬২৮ জন, দালাল ১৯৩ জন, সর্দারনি ২৭৫ জন, এবং অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষ ৪৪৭ জন।

এগারোটি যৌনপল্লী ৩০.০৭ একর জমির উপর অর্থাৎ একটি যৌনপল্লীর গড় আয়তন ২.৭৩ একর। আয়তনের দিক থেকে দৌলতদিয়া সবচেয়ে বড়। এর আয়তন ১২ একর। এরপর রয়েছে মোংলা সমুদ্রবন্দরঘেঁষা বানিশান্তা যৌনপল্লী। এর আয়তন ৭.২৭ একর। এগারোটি যৌনপল্লীতে বাড়ির সংখ্যা ৪২৭ এবং বাড়িগুলোতে কক্ষের সংখ্যা ৪,৩৮৬। কক্ষের সংখ্যার দিক থেকেও দৌলতদিয়া বৃহত্তম। এখানে মোট কক্ষের সংখ্যা ১,৯৬৫। যৌনপল্লীতে যৌনব্যবসার পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসাও আছে। এগারোটি যৌনপল্লীতে সাধারণ দোকানের সংখ্যা ৩৫৫। মদ ও গাঁজার দোকানের সংখ্যা ১২৪। চারটি গাঁজার দোকানের সবগুলোই বানিশান্তায়।

যৌনকর্মীদের আয়ের প্রধান উৎস যৌনকর্ম। তবে তারা অন্যান্য পেশার সাথেও যুক্ত। যৌনপল্লীর ৩,৭২১ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ৩,১৬৫ জনের (৮৫.০৬%) প্রধান ও একমাত্র পেশা যৌনকর্ম। বাকীরা একাধিক পেশার সাথে যুক্ত। এসব পেশার মধ্যে ঘর ভাড়া দেওয়া, ঋণ দেওয়া, দোকান পরিচালনা, মদ ও গাঁজা বিক্রি এবং গৃহকর্মীর কাজ প্রধান।

আয়ের দিক থেকে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা এগিয়ে। তাদের গড় মাসিক আয় ৫০,০০০ টাকা। অন্যদিকে সবচেয়ে কম আয় পাওয়া গেছে বাগেরহাট যৌনপল্লীতে। এখানে একজন যৌনকর্মীর মাসিক আয় ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা। গড় মাসিক আয়ের দিক থেকে ময়মনসিংহের পরে রয়েছে যথাক্রমে টাঙ্গাইল (৩৭,০০০ টাকা), পটুয়াখালী (৩৭,০০০ টাকা) ও যশোরের মাড়ুয়া মন্দির (৩৭,০০০ টাকা), সিঅ্যান্ডবি ঘাট

(২৭,৫০০ টাকা), দৌলতদিয়া (২৫,০০০ টাকা), রথখোলা (২৫,০০০ টাকা), যশোরের বাবুবাজার (২৫,০০০ টাকা), বানিশান্তা (২২,৫০০ টাকা), জামালপুর (২১,০০০ টাকা), এবং বাগেরহাট (১৭,৫০০ টাকা)। যৌনপল্লীর অন্যান্য পেশাজীবীর মধ্যে রয়েছে বাড়ির মালিক, সর্দারনি, ঋণদাতা, গৃহকর্মী ইত্যাদি। সর্দারনির আয় সাধারণ যৌনকর্মীর আয়ের চেয়ে বেশি। আয়ের দিক থেকে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর সর্দারনির আয় সবচেয়ে বেশি। এখানে একজন সর্দারনির মাসিক গড় আয় ১,১০,০০০ টাকা। দশটি যৌনপল্লীর সর্দারনির মাসিক গড় আয় ৬৭,২৫০ টাকা। টাঙ্গাইলে কোন সর্দারনি নেই। দশটি যৌনপল্লীর ২৭৫ জন সর্দারনির মোট বার্ষিক আয় ২৭,৬৯,৩০,০০০ টাকা (সাতাশ কোটি ঊনসত্তর লাখ ত্রিশ হাজার টাকা)।

এগারোটি যৌনপল্লীর সকল যৌনকর্মীর বাৎসরিক আয় ১,৩৩,৮৫,৭০,০০০ (একশ তেত্রিশ কোটি পঁচাশি লাখ সত্তর হাজার) টাকা। এর মধ্যে শুধুমাত্র দৌলতদিয়ায় ১,৪২০ জন যৌনকর্মীর বাৎসরিক আয় ৪২,৬০,০০,০০০ (বিয়াল্লিশ কোটি ষাট লাখ) টাকা। এছাড়াও এগারোটি যৌনপল্লীর মধ্যে যেসব দোকান (মদ ও গাঁজা) রয়েছে সেগুলো থেকে বাৎসরিক মোট আয় ৯,৮৭,৯৬,০০০ (নয় কোটি সাতাশি লাখ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা। অর্থাৎ যৌনকর্ম ও দোকানের (মদ ও গাঁজা) হিসাব মিলিয়ে এগারোটি যৌনপল্লী থেকে বাৎসরিক মোট আয়ের পরিমাণ ১,৪৩,৭৩,৬৬,০০০ (একশ তেতাল্লিশ কোটি তিয়াত্তর লাখ ছিষট্টি হাজার) টাকা। যৌনকর্মীদের ব্যয়ের বিভিন্ন খাতের মধ্যে রয়েছে ঘরভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, গয়না ও প্রসাধনী, চিকিৎসা, বিনোদন এবং অন্যান্য। এসব খাত বিবেচনায় নিলে একজন যৌনকর্মীর মাসিক গড় ব্যয় ২১,৭৮৩ টাকা। এসকল খাতের মধ্যে শুধুমাত্র ঘরভাড়ার জন্য একজনের মাসিক খরচ ৮,৩৬৩ টাকা যা খাতভিত্তিক গড় ব্যয়ের ৩৮.৩৯%।

অধিকাংশ যৌনকর্মীই ঋণগ্রস্ত। এগারোটি যৌনপল্লীতে ঋণ আছে এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ২,০৭৬ জন এবং তাদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ২৩,৯০৯ টাকা। ঋণের বিপরীতে বিভিন্ন সমিতিতে সঞ্চয় আছে ৯৫২ জন যৌনকর্মীর এবং তাদের গড় সঞ্চয় ১৫,৫৭৭ টাকা। এছাড়া ৫৫৪ জন যৌনকর্মীর ব্যাংকে জামানত আছে এবং মাথাপিছু জামানতের পরিমাণ ৬৮,২৭২ টাকা। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৩৮০ জন সিরিয়াল বা লটারি এবং অন্য কোনো মাধ্যমে সঞ্চয় করেন। এসব মাধ্যমে জমানো টাকার পরিমাণ গড়ে ১৫,০৭২ টাকা। সব যৌনপল্লীতে ব্যাংকিং সুবিধা নেই। বাগেরহাট ও বানিশান্তায় কোন সঞ্চয় বা সমিতি করার সুযোগ নেই। আবার টাঙ্গাইল, দৌলতদিয়া, পটুয়াখালী, ও বানিশান্তা যৌনপল্লীতে কোনো সিরিয়াল বা লটারি নেই। অল্পসংখ্যক যৌনকর্মী বিকাশ অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে লেনদেন করে।

এগারোটি যৌনপল্লীর ৩,৭২১ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ৩০৪ (৮.১৭%) জন নিরক্ষর এবং ২,০৬৯ জন (৫৫.৬০%) শুধুমাত্র স্বাক্ষর করতে জানেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ৯৪৬ জন (২৫.৪২%) এবং মাধ্যমিক পাশ করেছেন ৩৭৬ জন (১০.১০%)। এসএসসি পাশ বা সমমান শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন ২৪ জন (০.৬৪%) এবং এইচএসসি বা সমমান বা তার উপরে আছেন ২ জন (০.০৫%)। যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার সুব্যবস্থাও যৌনপল্লীতে নেই। ছয় বছরের উর্ধ্বে যে ১,১১৪ জন শিশু-কিশোর এসব পল্লীতে বসবাস করে তাদের ১৮০ জনই (১৬%) নিরক্ষর এবং স্কুলে যায় না ৩০৫ জন (২৭%)। বাকীদের মধ্যে প্রাথমিক পাশ করেছেন ২৭২ জন (২৫%), মাধ্যমিক পাশ ১৫৬ জন (১৪%), এসএসসি পাশ ৫৯ জন (৫%), এইচএসসি পাশ ৩৭ জন (৩%), এবং স্নাতক বা তার উপরে আছেন ৬৩ জন (৬%)। স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪২ জন (৪%)।

এগারোটি যৌনপল্লীতে যে ৪২৭টি বাড়ি বা ঘর তার মধ্যে ৩৯টি কাঁচা। এর মধ্যে ৩৮টি বানিশান্তা যৌনপল্লীতে। যৌনপল্লীগুলোতে টিনের বেড়া ও টিনের ছাউনি অর্থাৎ টিন সেড-এর ঘর আছে ৯১টি। টিনসেড বাড়িগুলোর অধিকাংশ দৌলতদিয়া, সিঅ্যান্ডবি ঘাট এবং জামালপুর যৌনপল্লীতে। এসব বাড়ির কক্ষের গড় আয়তন ৭৪ বর্গফুট যা অন্যান্য বাড়ির কক্ষের গড় আয়তন থেকে সামান্য কম। আধাপাকা বাড়ি অর্থাৎ পাকা দেয়াল ও টিনের ছাউনির বাড়ির সংখ্যা সব থেকে বেশি (২৬৭টি)।

এগারোটি যৌনপল্লীতে খাবার পানির প্রধান উৎস নলকূপ। তবে যৌনকর্মীরা খাওয়া ও অন্যান্য কাজের জন্য একাধিক উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করেন। যৌনকর্মীদের মধ্যে ২,৬৯৬ জন (৭২.৪৫%) খাওয়ার জন্য নলকূপের পানির ব্যবহার করেন। গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করেন ৪০০ জন (১০.৭৫%) এবং পাইপ লাইনের পানি ব্যবহার করেন ১,০৪২ জন (২৮%)। যৌনপল্লীগুলোর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ যৌনপল্লীতেই পাকা পায়খানা বা স্যানিটারি ল্যাট্রিন আছে। পাকা পায়খানা ব্যবহার করেন এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ২,৮২২ জন (৭৫.৮৪%)। তবে কাঁচা এবং আধাপাকা পায়খানার ব্যবহারও রয়েছে। কাঁচা বা ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করেন এমন যৌনকর্মী আছেন ২২১ জন (৫.৯৪%) এবং রিং স্লাবের তৈরি পায়খানা ব্যবহার করেন ৬৭৮ জন (১৮.২২%)।

যৌনকর্মীদের সম্পদের পরিমাণ সীমিত। তাদের সম্পদের মধ্যে আছে স্বর্ণালঙ্কার, টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন, সাউন্ড বক্স এবং অন্যান্য। এগারোটি যৌনপল্লীতে ২৩১ জন যৌনকর্মীর সাধারণ দোকান এবং ১২৪ জন যৌনকর্মীর মদের দোকান আছে। যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের ৮৮.৮৭ শতাংশ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন।

এগারোটি যৌনপল্লীতে সরকারি নানা নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি থেকে সরাসরি সেবা গ্রহণ করছেন ২৪৩ জন। এদের মধ্যে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় সেবা পান ১৭৪ জন। এদের মধ্যে জামালপুরে ২১ জন, ময়মনসিংহে তিনজন এবং ঈদ উপলক্ষে দৌলতদিয়ায় ১৫০ জন এই সুবিধা পান। বয়স্ক ভাতা পান ১০ জন। এগারোটি যৌনপল্লীর মধ্যে শুধুমাত্র দৌলতদিয়াতেই ভিজিডি বা Vulnerable Group Development সেবার ব্যবস্থা আছে। এখানে ভিজিডি সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১০ জন। জামালপুর, দৌলতদিয়া এবং বানিশান্তায় মোট চারজন মাতৃত্বকালীন ভাতা পায়। দুগ্ধ প্রদানকারী মায়ের ভাতা (Lactating Mothers' Allowance) পায় জামালপুর যৌনপল্লীতে দুইজন ও রথখোলা পল্লীতে ২০ জন। এছাড়াও তিনজন অক্ষমতা ভাতা, একজন বিধবা ভাতা এবং ১০ জন প্রাথমিক বৃত্তি পায়।

সেড ১৩৫ জন ব্যক্তি যৌনকর্মীর উপর জরিপ করে যাদের মধ্যে ১০২ জন (৭৫.৫৬%) ভাসমান। বাকী ৩৩ জন (২৪.৪৪%) যৌনপল্লীতে কাজ করেন। এদের মধ্যে ২৫ জন স্বাধীন এবং বাকী আটজন সর্দারনির অধীনে কাজ করেন। ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে পাঁচজন হিজড়া যৌনকর্মীও আছে। এদের মধ্যে চারজন গুরুর অধীনে কাজ করেন এবং একজন স্বাধীন। যৌনকর্মীদের মধ্যে ১৩০ জনের (৯৬.৩০%) জন্ম যৌনপল্লীর বাইরে বাকী পাঁচজনের (৩.৭০%) জন্ম যৌনপল্লীর ভিতরে। যৌনকর্মীদের অধিকাংশই মুসলমান। তবে অন্য ধর্মের নারীরাও আছে। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১২৯ জন (৯৫.৫৬%) মুসলমান এবং ছয়জন (৪.৪৪%) হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

যৌনকর্মীদের মধ্যে ৯৭ জন (৭১.৮৫%) নিজ গ্রাম বা স্থায়ী ঠিকানা জানাতে ইচ্ছুক। অন্যদিকে গ্রামের ঠিকানা জানাতে চান না এমন যৌনকর্মী আছেন ৩৮ জন (২৮.১৫%)। যারা পরিচয় লুকান তাদের আশঙ্কা, পেশাগত পরিচয় জানাজানি হলে তারা নিজ গ্রাম বা পরিবার হতে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবেন অথবা তাদের পরিবারের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি হবে। আবার যেসকল যৌনকর্মীর সন্তান আছে তাদের কেউ কেউ সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গ্রামের ঠিকানা জানাতে চান না। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৮৮ জনের (৬৫.১৯%) পরিবারের সাথে যোগাযোগ আছে এবং ৪৭ জন (৩৪.৮১%) যৌনকর্মীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ নেই। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৯৩ জনের (৬৮.৮৯%) স্বামী নেই এবং বাকী ৪২ জনের (৩১.১১%) স্বামী আছে। ভাসমান যৌনকর্মীদের অনেকেই স্বামী পরিত্যক্তা আবার কেউ বিধবা। অনেকের স্বামী অন্যত্র বিয়ে করেছে। পছন্দের খদ্দেরকে বিয়ে করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন যৌনকর্মীও আছে। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৯২ জনের (৬৮.১৫%) বাঁধা বাবু বা নিয়মিত খদ্দের নেই। বাকী ৪৩ জনের (৩১.৮৫%) বাঁধা বাবু আছে। স্বাধীন এবং সর্দারনির অধীনস্ত উভয় যৌনকর্মীরই বাঁধা বাবু থাকে।

একশ পঁয়ত্রিশজন যৌনকর্মীর মধ্যে ৯৯ জন (৭৩.৩৩%) দালালের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যৌনতা বিক্রির পেশায় এসেছেন। অন্যদিকে ৩৩ জন (২৪.৪৪%) যৌনকর্মী স্বেচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করেছেন। তিনজন যৌনকর্মী (২.২২%) যৌনপল্লীতে জন্ম নিয়েছেন এবং স্বেচ্ছায় যৌনপেশা গ্রহণ করেছেন। যৌনকর্মীদের অনেকেই দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে যৌনপেশায় আসে। যৌনপেশায় যারা আসে তাদের অনেকেই কম বয়সী অর্থাৎ তাদের বয়স ১৮ বছরের কম। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১৮ বছর বয়স হবার আগেই যৌনপেশায় প্রবেশ করেছেন ১০৪ জন (৭৭.০৪%)। এর বাইরে ১৮-২০ বছর বয়সে যৌনপেশায় প্রবেশ করেছেন ১৮ জন (১৩.৩৩%), ২১-২৩ বছর বয়সে ৬ জন (৪.৪৪%) এবং ২৪-২৬ বছর বয়সে ২ জন (৩.৭১%)।

১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১৩১ জনের (৯৭.০৪%) আয়ের প্রধান উৎস যৌনকর্ম। যৌনকর্মের পাশাপাশি কেউ কেউ অন্য কাজও করে। এদের মধ্যে ১৩ জন (৯.৬৩%) চাকুরি, ৮ জন (৫.৯৩%) ছুকরি খাটানো, ৩ জন (২.২২%) পল্লীর মধ্যে ঘর বা কক্ষ ভাড়া, ৩ জন (২.২২%) মুদি দোকান, ৫ জন (৩.৭ %) সেলাইয়ের কাজ, ৩ জন (২.২২%) নেশা জাতীয় দ্রব্য বা মাদক বিক্রি এবং ২ জন (১.৪৮%) বিউটি পার্লারে কাজ করে উপার্জন করে। এর বাইরেও ৯ জন (৬.৬৭%) যৌনকর্মী অন্যান্য উৎস থেকে উপার্জন করে।

আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, স্বাধীন বা সর্দারনি পর্যায়ের যৌনকর্মীরা দৈনিক কম খদ্দের নেন। জরিপে অংশ নেওয়া যৌনকর্মীদের মধ্যে ১৯ জন (১৪.০৭%) দৈনিক ১-২ জন খদ্দের নেন। অন্যদিকে সাতজন যৌনকর্মী দৈনিক এগারো জন বা তার বেশি খদ্দের নেন। এদের অধিকাংশই ভাসমান যৌনকর্মী। অন্যান্য যৌনকর্মীদের মধ্যে ৫৫ জন দৈনিক তিন থেকে চারজন, ৪৬ জন পাঁচ থেকে ছয়জন, ছয়জন সাত থেকে আটজন এবং দুইজন ৯-১০ জন খদ্দের নেন।

যৌনকর্মীদের অধিকাংশই তাদের জীবদ্দশায় কোনো না কোনো সহিংসতার শিকার হন। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১২৭ জনই (৯৪.০৭%) নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই যৌনকর্মীদের উপর সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৩০৯টি। সহিংসতার শিকার ১২৭ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৫৭ জন (৪৪.৮৮%) এবং সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪১ জন (৩২.২৮%)। এছাড়াও প্রতারণার মাধ্যমে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের শিকার হয়েছেন ৭২ জন (৫৬.৬৯%), অপহরণ হয়েছেন ১৩ জন (১০.২৪%), মাদক সেবনে বাধ্য করা হয়েছে ২২ জনকে (১৭.৩২%), ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন ১৫ জন (১১.৮১%), শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৮২ জন (৬৪.৫৭%) এবং অন্যান্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৭ জন (৫.৫১%)। শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে মারধর, ব্লেড দিয়ে আঘাত এবং অন্যান্য।

যৌনপল্লীভিত্তিক, হোটেলভিত্তিক, বাসাবাড়ি ভিত্তিক এবং ভাসমান যৌনকর্মীদের অধিকাংশই তাদের পেশাগত জীবনে পুলিশ, মাস্তান, খদ্দের, রাস্তার দোকানদারদের হাতে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। যৌনকর্মীদের সন্তানেরাও বঞ্চিত হয় স্বাভাবিক জীবন থেকে। তাদের পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হয়। যৌনকর্মী মায়ের পরিচয়েই তারা বেড়ে ওঠে। যৌনপল্লী বা যৌনপল্লীর বাইরে যৌনকর্মীদের বাসস্থানের সংকট প্রকট। যৌনপল্লীর আলো-বাতাস চলাচলের অনুপযুক্ত ছোট কক্ষেই তারা জীবন পার করেন। যৌনকর্মীর সন্তানেরাও তাদের সাথে থাকে। একই ঘরে চলে যৌনব্যবসা এবং সন্তান লালন-পালন। এছাড়াও যৌনপল্লীগুলোতে খাবার পানির সংকটের পাশাপাশি পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। ড্রেনের ময়লা পানি, দুর্গন্ধ এবং নোংরা পরিবেশের মধ্যেই যৌনকর্মীদের বাস। দীর্ঘদিন অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করার জন্য অনেকেই চুলকানিসহ অন্যান্য চর্ম রোগে ভোগেন। যৌনকর্মীরা যৌনরোগ ও অন্যান্য রোগের কারণে দেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী। মরণব্যাধি এইচআইভি বা এইডস সহ নানা জটিল যৌনরোগে তারা আক্রান্ত হয়। রোগ সম্পর্কে সচেতনতা এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে তাদের ধারণা কম। জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েও অনেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে না। অনেকে রোগের লক্ষণ দেখেও ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় না। দেশে যে এক লাখের মতো যৌনকর্মী আছে তাদের পেশাগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রয়োজন। যৌনকর্মীরা মনে করেন পেশাগত স্বীকৃতি সমাজে একদিকে যেমন তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবে তেমনি তাদের উপর বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়ন কমবে।

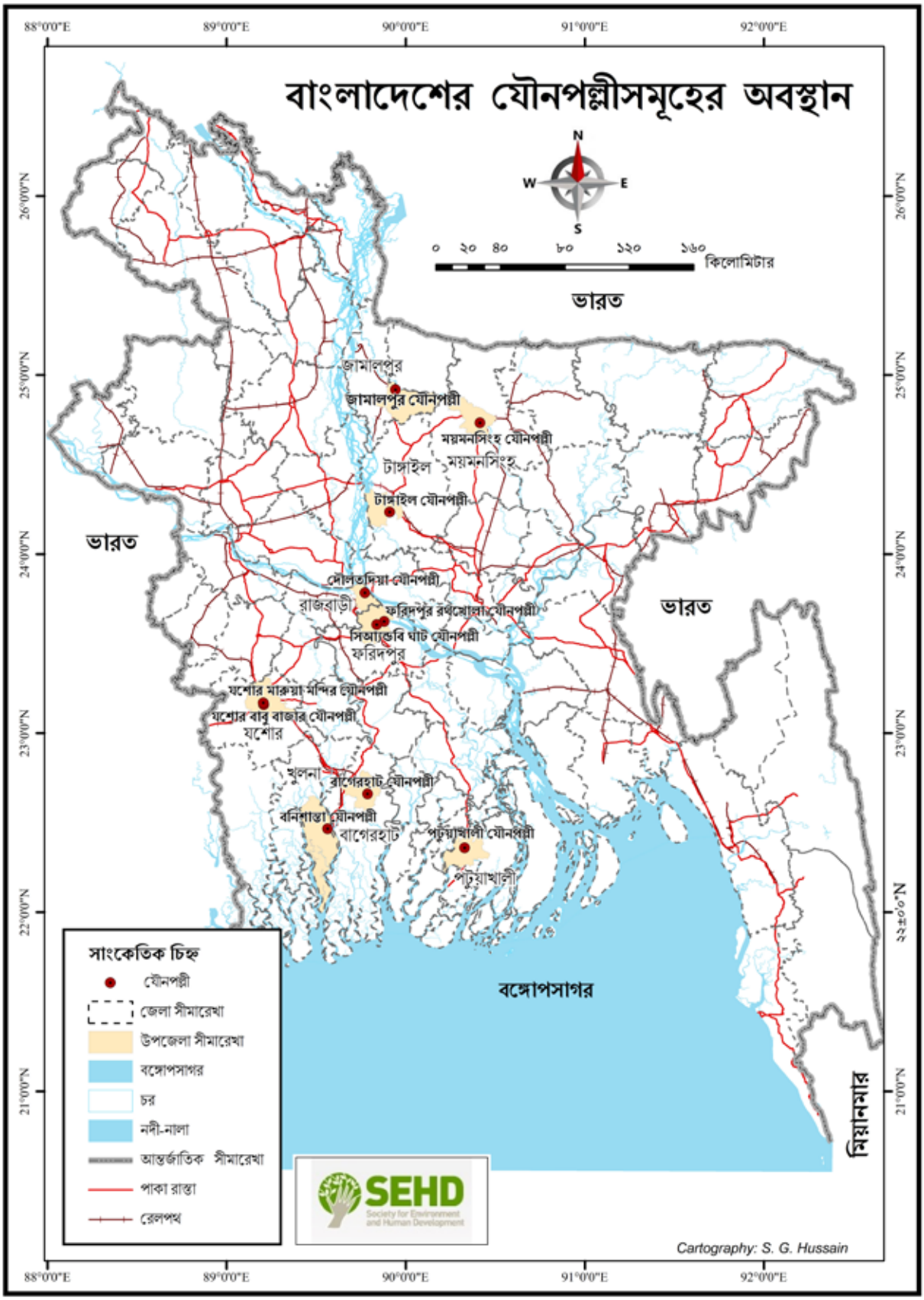

বাংলাদেশের যৌনপল্লীসমূহের অবস্থান
N
W
E
S
০ ২০ ৪০ ৮০ ১২০ ১৬০
কিলোমিটার
ভারত
ভারত
ভারত
জামালপুর
জামালপুর যৌনপল্লী
ময়মনসিংহ যৌনপল্লী
ময়মনসিংহ
টাঙ্গাইল
টাঙ্গাইল যৌনপল্লী
দৌলতদিয়া যৌনপল্লী
রাজবাড়ী
ফরিদপুর রথখোলা যৌনপল্লী
সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী
ফরিদপুর
যশোর মাড়ুয়া মন্দির যৌনপল্লী
যশোর বাবু বাজার যৌনপল্লী
যশোর
খুলনা
বাগেরহাট যৌনপল্লী
বানিশান্তা যৌনপল্লী
বাগেরহাট
পটুয়াখালী যৌনপল্লী
পটুয়াখালী
বঙ্গোপসাগর
মিয়ানমার
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
সাংকেতিক চিহ্ন
যৌনপল্লী
জেলা সীমারেখা
উপজেলা সীমারেখা
বঙ্গোপসাগর
চর
নদী-নালা
আন্তর্জাতিক সীমারেখা
পাকা রাস্তা
রেলপথ
SEHD
Society for Environment and Human Development
Cartography: S. G. Hussain

বাংলাদেশের যৌনপল্লীসমূহের অবস্থান

জামালপুর যৌনপল্লী: দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জামালপুর জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে জামালপুর যৌনপল্লীর অবস্থান। দয়াময়ী মোড় জামালপুর শহরের সুপরিচিত এলাকা। এর ঠিক আগেই রাণীগঞ্জ বাজার। যৌনপল্লীটি রাণীগঞ্জ বাজার, শহীদ মিনার, সিঅ্যান্ডবি বোর্ড ও জনবসতিবেষ্টিত। পৌনে এক একর জমির উপর গড়ে উঠা এ যৌনপল্লীতে কাজ করে ২১০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: দয়াময়ী মোড়, রাণীগঞ্জ বাজার, জামালপুর সদর উপজেলা, জামালপুর।

ময়মনসিংহ যৌনপল্লী: দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন জেলা শহর ময়মনসিংহের ব্যস্ততম বাণিজ্য কেন্দ্র গাঙিনাপাড় এলাকার রমেশ সেন রোডে এই যৌনপল্লীটি অবস্থিত। যৌনপল্লীটি ১৮৯৭ সালে গড়ে উঠে। এটি রমেশ সেন রোড যৌনপল্লী নামেও অনেকের কাছে পরিচিত। পল্লীটির দক্ষিণে আসাদ মার্কেট, বাড়ী প্লাজা, নাজমা বোর্ডিং, উত্তর ও পূর্ব দিকে স্বদেশী বাজার এবং পশ্চিমে পৌর অফিস ও পুরাতন পুলিশ ক্লাব রোড। এর পাশেই শহরের প্রধান পুলিশ ফাঁড়ি। দুই একর জমির উপর গড়ে উঠা এ যৌনপল্লীতে কাজ করে ৩৫০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: গাঙ্গিনাপাড়, রমেশ সেন রোড, ময়মনসিংহ সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ।

টাঙ্গাইল যৌনপল্লী: দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের টাঙ্গাইল জেলা শহরের মাঝখানে কান্দাপাড়া এলাকায় ১৮১৮ সালে এ যৌনপল্লী গড়ে ওঠে। টাঙ্গাইল মডেল থানার দক্ষিণ দিকে যৌনপল্লীটির অবস্থান। এর দক্ষিণে হরিজন পল্লী এবং কেন্দ্রীয় কবরস্থান, পশ্চিমে সাবেক মেয়র শহীদুর রহমান মুক্তি পীর সাহেবের বাড়ি, পূর্ব দিকে রয়েছে আলিয়া মাদ্রাসা। পল্লীটি একসময় বৌষ্টুমী পাড়া নামে পরিচিত ছিল। ৩.১৪ একর জমির উপর গড়ে উঠা এ পল্লীতে কাজ করে ৬১১ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: কান্দাপাড়া, টাঙ্গাইল সদর উপজেলা, টাঙ্গাইল।

দৌলতদিয়া যৌনপল্লী: দেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের উত্তর দৌলতদিয়া এলাকায় যৌনপল্লীটি অবস্থিত। যৌনপল্লীটি ১৯৮৪ সালে পদ্মা নদীর পাড়ে দৌলতদিয়া ঘাটের কাছে গড়ে উঠে। এর উত্তরে রেল স্টেশন, দক্ষিণে ফসলি মাঠ, পূর্বে পদ্মা নদী, পশ্চিমে রেল লাইন ও গ্রাম। ১২ একর জমির ওপর গড়ে উঠা এ পল্লীতে কাজ করে ১,৪২০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: উত্তর দৌলতদিয়া, দৌলতদিয়া ইউনিয়ন, গোয়ালন্দ উপজেলা, রাজবাড়ী।

ফরিদপুর রথখোলা যৌনপল্লী: রথখোলা যৌনপল্লীটি দেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের ফরিদপুর জেলার পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। পল্লীটির অবস্থান রথখোলা এলাকায়। এর পূর্বে কুমার নদী এবং খাঁজা বাবার আস্তানা, পশ্চিমে রেকেস মার্কেট, উত্তরে মাছের বাজার আর দক্ষিণে সাধারণ মানুষের বসবাস। ষাট শতক জমির উপর গড়ে ওঠা এ যৌনপল্লীতে কাজ করে ৫০০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: রথখোলা, ফরিদপুর সদর উপজেলা, ফরিদপুর।

সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী: দেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের ফরিদপুর জেলা সদরের ডিক্রিরচর ইউনিয়নের দীঘিরচর এলাকায় সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী অবস্থিত। যৌনপল্লীটি শহরের বাইরে পদ্মা নদীর তীরে ১৯৮৭ সালে গড়ে উঠেছে। পল্লীর কাছেই টেপাখোলা গরুর হাট। প্রায় এক একর জমির ওপর গড়ে উঠা সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লীতে কাজ করে ২০০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: দীঘিরচর, সিঅ্যান্ডবি ঘাট, ডিক্রিরচর ইউনিয়ন, ফরিদপুর সদর উপজেলা, ফরিদপুর।

পটুয়াখালী যৌনপল্লী: পটুয়াখালী যৌনপল্লীটি পটয়াখালী জেলা সদরের পুরাতন হাসপাতাল রোড এলাকায় অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে এই পল্লীটি গড়ে উঠে। পল্লীটির দক্ষিণে পুরাতন হাসপাতাল রোড যা মুক্তির মোড় নামে পরিচিত। উত্তরে পানাম বোর্ডিং ও আখড়াবাড়ি মন্দির। পূর্ব ও পশ্চিমে সাধারণ মানুষের বাস। এক একর জমির উপর গড়ে উঠা যৌনপল্লীটিতে কাজ করে ১৫০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: পুরাতন হাসপাতাল রোড, পটুয়াখালী সদর উপজেলা, পটুয়াখালী।

বাগেরহাট যৌনপল্লী: দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাগেরহাট জেলা শহরের কচুয়াপট্টি এলাকায় যৌনপল্লীটি অবস্থিত। যৌনপল্লীটির পশ্চিমে কচুয়াপট্টি বাজার, পূর্বে লাইট সিনেমা হল, উত্তরে ঘোষপট্টি এবং দক্ষিণে মিল কলোনি। যৌনপল্লীটি শরই মৌজার ৬নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ১.৩২ একর জমির উপর গড়ে উঠা যৌনপল্লীটিতে কাজ করে ৬০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: কচুয়াপট্টি, বাগেরহাট সদর উপজেলা, বাগেরহাট।

বানিশান্তা যৌনপল্লী: দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নের সাহেব পাড়া এলাকায় যৌনপল্লীটি অবস্থিত। যৌনপল্লীটি পশুর নদীর পশ্চিম পাশে লোকালয়ের বাইরে অবস্থিত। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি। এর দক্ষিণ পার্শ্বে ঢাইংমারী গ্রাম ও সুন্দরবন এবং উত্তর পাশে বানিশান্তা বাজার। ১৯৭৪ সালে ২২ বিঘা সরকারি জমির ওপর বানিশান্তা যৌনপল্লীটি গড়ে উঠেছে। এ যৌনপল্লীতে কাজ করে ৮০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: বানিশান্তা যৌনপল্লী, সাহেব পাড়া, বানিশান্তা ইউনিয়ন, দাকোপ উপজেলা, খুলনা।

যশোর বাবুবাজার যৌনপল্লী: যৌনপল্লীটি যশোর জেলা সদরের হাটখোলা রোডের বাবু বাজার এলাকায় অবস্থিত। যৌনপল্লীটি ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে গড়ে উঠে। বারো শতক জমির উপর গড়ে উঠা এ যৌনপল্লীতে কাজ করে ৪০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: হাটখোলা রোড, যশোর সদর উপজেলা, যশোর।

যশোর মাড়ুয়া মন্দির যৌনপল্লী: যৌনপল্লীটি যশোর জেলা সদরের বাবু বাজার এলাকার মাড়ুয়া মন্দিরের পাশে অবস্থিত। এর পাশেই যশোর কোতোয়ালি মডেল থানা। যৌনপল্লীটি ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে গড়ে উঠে। বিশ শতক জমির উপর গড়ে উঠা এ যৌনপল্লীতে কাজ করে ১০০ জন যৌনকর্মী। ঠিকানা: হাটখোলা রোড, বড় বাজার যশোর সদর উপজেলা, যশোর।

২০১৭ সালের বন্যায় ডুবে যাওয়া ফরিদপুর শহরঘেঁষা সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী। বন্যায় যখন এ যৌনপল্লীটি তলিয়ে যায় তখন এখানকার মেয়েরা খুবই অসহায় হয়ে পড়ে।

পশুর নদীর পাড়ে সুন্দরবনঘেঁষা
বানিশান্তা যৌনপল্লী

বাগেরহাট যৌনপল্লী

(উপরে) ২০১৪ সালে গুঁড়িয়ে দেয়া টাঙ্গাইল যৌনপল্লী। এই পল্লীর ৩.১৪ একর জমি এবং ৪৯টি বাড়ির মালিক যৌনকর্মীরাই। স্থানীয় রাজনৈতিক এবং প্রভাবশালীরা মাত্র দুইদিনেই এই পল্লীটি গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। ভূমি দখলই ছিল এই উচ্ছেদ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য, অভিযোগ যৌনপল্লীটির মেয়েদের। (নীচে) গুঁড়িয়ে দেয়া টাঙ্গাইল যৌনপল্লীর বাড়ি ও জমির মালিকেরা উচ্চ আদালতে আবেদন করলে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেয়। গুঁড়িয়ে দেয়া বাড়িগুলো তারা ধীরে ধীরে পুনঃর্নির্মাণ করেন।

গবেষণা পদ্ধতি

সেড যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে এবং প্রকাশ করেছে গুরুত্বপূর্ণ বই। বিভিন্ন সময় যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ ও তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনা তদন্ত করেছে এবং প্রকাশ করেছে অনেক রিপোর্ট। দেশের সকল যৌনপল্লীতে সেড কর্মীদের যাতায়াত আছে অনেক আগে থেকেই এবং পরিচয় আছে যৌনকর্মীদের সংগঠন এবং যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত নানা সংগঠন এবং কর্মীদের সাথে। কাজেই ২০১৭ সালে যৌনপল্লী ও যৌনকর্মীদের সর্বশেষ অবস্থা বুঝার জন্য সেড যখন আবার অনুসন্ধান, গবেষণা ও জরিপ শুরু করে তখন সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণ অনেকটাই সহজ হয়।

জরিপ-গবেষণার প্রস্তুতি শুরু হয় ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল এক পরামর্শ সভার মাধ্যমে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ পরামর্শ সভায় ২৪ জন অংশগ্রহণ করেন যাদের নয় জন যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত। সেড-এর যেসব কর্মী গবেষণা কাজে যোগ দিবেন তারাও এ পরামর্শ সভায় অংশ নেন।

এ পরামর্শ সভায় যৌনপল্লীগুলো থেকে আগত কর্মী এবং বাংলাদেশ সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্কের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং যৌনপল্লীগুলোর সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে কথা বলেন। যৌনকর্মীরা কী অবস্থায় আছে সে ব্যাপারে তারা কথা বলেন এবং গবেষণা, জরিপ ও অনুসন্ধানে কোন কোন ব্যাপারে বিশেষ নজর দেবার দরকার সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়।

এরপর জরিপ-গবেষণার প্রস্তুতির জন্য খোঁজখবর ও যোগাযোগ চলতে থাকে যৌনকর্মীদের সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট নানা সূত্রের সাথে। ২০১৭ সালের ২০-২২ সেপ্টেম্বর একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অংশ নেন যৌনকর্মীদের সংগঠন এবং তাদের নিয়ে কর্মরত সংগঠনের ২২ জন প্রতিনিধি। যৌনকর্মী ও নারী পাচার নিয়ে দীর্ঘদিন কর্মরত সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা, শিশির মোড়ল, মর্জিনা বেগম, বিনয়কৃষ্ণ মল্লিক ও ফিলিপ গাইন বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিয়ে জরিপ গবেষণার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরিতে সহায়তা করেন। যৌনকর্মীদের সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা কীভাবে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন উন্নয়ন পরামর্শক মো. হারুন-অর-রশীদ।

এ কর্মশালাতেই দেশের এগারোটি যৌনপল্লীর উপর জরিপের জন্য প্রশ্নপত্রের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা হয়। এ কর্মশালার আগে সেড-এর কর্মীরা সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্কের কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন যৌনপল্লীতে গিয়েছেন, কথা বলেছেন সাধারণ যৌনকর্মী ও তাদের নিয়ে কর্মরত কর্মী, সাংবাদিক ও গবেষকদের সাথে। নানান পর্যায়ে আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য ও মতামত প্রশ্নপত্র তৈরিতে সহায়তা করেছে। যৌনপল্লীগুলোর উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য ১২ পৃষ্ঠার একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। এতে চলক ৩৪টি। এসব চলকের মধ্যে যৌনপল্লীর সাধারণ তথ্য, সংখ্যাগত তথ্য, ধর্ম, পেশা, আয়-ব্যয়, শিক্ষা, যৌনকর্মীদের সন্তান, ঘর ও ঘরের অবস্থা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য, রোগ ও চিকিৎসা, ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ, সেবা, আর্থিক অবস্থা, খাবার পানি, বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা জাল কর্মসূচিতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, পরিচয় পত্র ও জন্ম নিবন্ধন, শক্তি-সামর্থ্য, পরিবর্তন, স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সমস্যা বিশ্লেষণ, খদ্দের, এফিডেভিট, প্রয়োজন ও চাহিদা এবং যৌনপল্লী ও যৌনকাজ সংক্রান্ত তথ্য অন্যতম। এসব চলকের উপর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তাদের মতামত দেন। এসব চলক তাদেরই পরামর্শে চূড়ান্ত করা হয়।

কর্মশালায় ব্যক্তি যৌনকর্মীদের উপর জরিপের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রেরও খসড়া তৈরি করা হয়। এ প্রশ্নপত্রের মূল চলক ব্যক্তিগত তথ্য, পরিবার, বিবাহ, সন্তান, নির্যাতন, খদ্দের, আয়-ব্যয়, সম্পদ, স্বাস্থ্য ও রোগবালাই, সমস্যা, প্রয়োজন ও চাহিদা। এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অংশগ্রহণকারীরা। ব্যক্তি যৌনকর্মীদের উপর জরিপের প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনায় সবাই একমত হন যে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি গুণগত তথ্যও সংগ্রহ করতে

হবে। সেজন্য কেসস্টাডি ও রিপোর্ট লেখার কলাকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিভিন্ন অধিবেশনের রিসোর্স পার্সনগণ যারা সেড-এর জন্য গবেষণা করেছেন এবং রিপোর্ট ও বই লিখেছেন। কর্মশালায় কেসস্টাডি লেখার অনুশীলনেই ব্যয় করা হয় একদিনের মতো। অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজেদের জীবনের কাহিনী লিখেন। নিজেদের কথা নিজেরা কীভাবে লিখবেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা, শিশির মোড়ল ও ফিলিপ গাইন। অংশগ্রহণকারীদের লেখা কেসস্টাডি নিয়েও আলোচনা হয়। একে অন্যের লেখা থেকে শেখার সুযোগ পান। যেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সেসব নিয়ে অধিবেশন পরিচালনাকারী অভিজ্ঞ গবেষক, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীগণ আলোচনা করেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদেরকে জরিপ, গবেষণা, প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ এবং এফজিডি পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়। অধিবেশন যারা পরিচালনা করেন এবং অংশগ্রহণকারীগণ যৌনপল্লীগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং তাদের নানা সমস্যা ও বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীতে এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রায় সবাই জরিপ ও গবেষণায় অংশ নেন।

যৌনপল্লীগুলোর উপর জরিপে অংশ নেয় ছোট একটি দল। এ দলের সদস্য অধিকাংশ যৌনপল্লীগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্কের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এদের সাথে সেড-এর কর্মকর্তা এবং কর্মীরাও অংশ নেন। এদেরকে যৌনপল্লীগুলোর সাধারণ যৌনকর্মী, আশেপাশের সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এবং যৌনপল্লীগুলোর মধ্যে কর্মরত সংগঠনসমূহ বিশেষভাবে সহায়তা করেন। যৌনপল্লীগুলোর উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য এ দলটির সদস্যরা এগারোটি যৌনপল্লীর প্রত্যেকটিতে একাধিকবার সফর করেন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে একাধিকবার এফজিডির আয়োজন করেন। এফজিডিতে যেমন অংশগ্রহণ করেছেন যৌনপল্লীতে কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ, তেমনি সাধারণ যৌনকর্মী। যৌনপল্লীগুলোর উপর তথ্যসংগ্রহের সময় প্রতিবার তারা সারাদিন বা দুইদিন সেখানে অবস্থান করেছেন এবং যৌনপল্লীর উপর সাধারণ তথ্য (যেমন, যৌনপল্লীটি কতটুকু জায়গার উপর অবস্থিত, কয়টি বাড়ি ও কক্ষ আছে এবং মদ-গাঁজার দোকান কতগুলো) সংগ্রহের জন্য তারা বাড়ির মালিক, মদ-গাঁজার দোকানদার সবার সাথে কথা বলেছেন। যৌনপল্লীগুলোর উপর চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র নিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলেছে ২৫ অক্টোবর ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে। তবে তথ্য যাচাই বাছাইয়ের জন্য অনেকবার যোগাযোগ করা হয়েছে যৌনপল্লীগুলোর সাথে। কথা বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে।

যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের উপর জরিপ শুরু হয় যৌনপল্লীর উপর জরিপ শুরুর প্রথম থেকেই। যারা যৌনপল্লীগুলোর উপর জরিপ করেছেন তারাই ব্যক্তি যৌনকর্মীর উপর জরিপ করেন। যৌনপল্লীর বাইরে ব্যক্তি যৌনকর্মী বা ভাসমানদের উপর জরিপ শুরু হয় ২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি এবং একই বছর মার্চ মাসের ১৬ তারিখের মধ্যে ব্যক্তি যৌনকর্মীদের উপর জরিপ সম্পন্ন হয়। ব্যক্তি যৌনকর্মীদের উপর জরিপকারী দলে ছিলেন ১০ জন। এদের মধ্যে দু'জন বাদে বাকী সবাই যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠনের কর্মী ও কর্মকর্তা। যে ১৩৫ জন যৌনকর্মীর উপর জরিপ চালানো হয় তাদের মধ্যে ১০২ জন ভাসমান এবং ৩৩ জন কাজ করেন যৌনপল্লীতে।

ব্যক্তি যৌনকর্মীদের উপর জরিপ করার সময় জরিপ দলের সদস্যরা অধিকাংশ যৌনকর্মীর উপর কেসস্টাডিও লিখেন। যৌনপল্লীগুলোর মধ্যে বাড়ি ভাড়া ও মদের দোকান বিচারে ময়মনসিংহ যৌনপল্লী ব্যতিক্রম। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর কক্ষভাড়া আকাশচুম্বী। দেশের অন্যান্য যৌনপল্লীতে আয়তনের দিক থেকে যে কক্ষের ভাড়া সর্বোচ্চ তিনশ টাকা, এ যৌনপল্লীতে সে কক্ষের ভাড়া গড়ে এক হাজার টাকা। আর দেশের ১১টি যৌনপল্লীর মধ্যে মোট ১২৪টি মদের দোকানের মধ্যে ৭২টিই ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে কিছু বাড়তি নজর দেয়া হয়েছে এবং অনুসন্ধান করা হয়েছে বাড়ি ভাড়া ও সাধারণ যৌনকর্মীদের সীমাহীন দুর্ভোগ নিয়ে। এ প্রকাশনায় ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর উপর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছাপা হয়েছে।

এ প্রকাশনায় যেসব ছবি ছাপা হয়েছে তার অধিকাংশ তোলা হয়েছে জরিপ চলাকালীন সময়ে। অধিকাংশ

যৌনপল্লীতে ছবি তোলা অসম্ভব। তবে ফরিদপুরের সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী, বানিশান্তা, বাগেরহাট ও টাঙ্গাইল যৌনপল্লীতে কিছু ছবি তোলা যায়। যৌনপল্লী ও যৌনকর্মীদের উপর ছবি তোলা ও প্রকাশের ব্যাপারে নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত। এ প্রকাশনায় যাদের ছবি ছাপা হয়েছে, তাদের সম্মতি নেয়া হয়েছে। কিছু ছবি ছাপা হলো যৌনকর্মীগুলোর অবস্থা ও অবস্থান দেখানোর জন্য।

যৌনপল্লীগুলোতে কর্মরত যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠন সম্পর্কে তথ্য হালনাগাদ করার জন্য এসব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ করা হয়েছে নিয়মিত।

সীমাবদ্ধতা

১। আমাদের এ জরিপ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য যৌনকর্মীদের একাংশ যারা যৌনপল্লীতে কাজ করেন এবং যারা ভাসমান যৌনকর্মী। আমাদের নমুনা সাইজও ছোট। যৌনপল্লীগুলোতে কাজ করে অনধিক চার হাজার যৌনকর্মী। নব্বই হাজারের অধিক নারী যৌনকর্মীদের বাকীরা ভাসমান, হোটেল ও বাসাবাড়িতে কাজ করে। কাজেই যৌনপল্লীর বাইরে কর্মরত যৌনকর্মীদের সম্পর্কে বিশেষ করে যারা হোটেলে এবং বাসাবাড়িতে কাজ করেন তাদের সম্পর্কে এ রিপোর্টে পরিষ্কার ও পর্যাপ্ত তথ্য নেই। হিজরা যৌনকর্মীদের সম্পর্কেও এ গবেষণায় পর্যাপ্ত নজর দেয়া সম্ভব হয়নি। পুরুষ যৌনকর্মীদের উপর কোনো তথ্য-বিশ্লেষণ নেই এ রিপোর্টে।

২। সকল শ্রেণির যৌনকর্মীদের উপর পূর্ণাঙ্গ জরিপের জন্য আলাদা প্রস্তুতি দরকার। এ জরিপ রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ জরিপ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে পারে।

৩। যেসব ব্যক্তি যৌনকর্মীর উপর জরিপ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আঠারো বছরের আছে মাত্র তিন জন। ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে যাদের বয়স কম তাদের সাথে কথা বলাও সহজ নয়। কাজেই তাদেরকে বাদ রাখতে হয়েছে। যৌনপল্লীগুলোতেও ১৮ বছরের নীচে যৌনকর্মীদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য জোগাড় করা কঠিন।

৪। সময়ের সীমাবদ্ধতা ও পর্যাপ্ত বাজেটের অভাবে যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দাতাদের উপর তথ্য হালনাগাদ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে তাদের সাথে যোগাযোগের সব ঠিকানা এ রিপোর্টে আছে।

বর্ষায় নিমজ্জিত সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী

যৌনপল্লী: হালনাগাদ চিত্র ২০১৮

বাংলাদেশে বর্তমানে ১১টি যৌনপল্লী। এসব যৌনপল্লীতে কাজ করে ৩,৭২১ যৌনকর্মী। ১৯৯৯ সালে দেশের সর্ববৃহৎ যৌনপল্লী—নারায়ণগঞ্জের টানবাজার—উচ্ছেদ করা হয়। ঐ একটি মাত্র যৌনপল্লীতে পাঁচ হাজারের অধিক যৌনকর্মী কাজ করতো। উচ্ছেদের পর তারা অন্যান্য যৌনপল্লী এবং রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। টানবাজার ছাড়াও নারায়ণগঞ্জের নিমতলী, মাদারীপুরে একটি এবং মাগুরার একটি যৌনপল্লী উচ্ছেদ করা হয়। এসব যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরাও অন্যান্য যৌনপল্লী ও রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। কোথায় এসব যৌনপল্লী, কীভাবে চলে এসব যৌনপল্লী, যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের জীবনই বা চলে কীভাবে এসব জানার জন্য, বুঝার জন্য এবং হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা এসব যৌনপল্লীতে জরিপ চালিয়েছি। সেই জরিপ ফলাফল নিয়েই এ রিপোর্ট।

যৌনপল্লীর অবস্থান, আয়তন, বাড়ির সংখ্যা, বাড়ির মালিকানা ও ছোট ব্যবসা

যে ১১টি যৌনপল্লীর উপর জরিপ চালানো হয়েছে সেগুলোর মোট আয়তন ৩০.০৭ একর এবং গড় আয়তন ২.৭৩ একর। আয়তনের দিক থেকে দৌলতদিয়া সবচেয়ে বড়। এর আয়তন প্রায় ১২ একর। এরপর রয়েছে বানিশান্তা। এর আয়তন ৭.২৭ একর। যৌনকর্মীর সংখ্যার দিক থেকেও দৌলতদিয়া সবচেয়ে বড়। এখানে কাজ করছেন ১৪২০ জন যৌনকর্মী। এগারোটি যৌনপল্লীতে বাড়ির সংখ্যা ৪২৭টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাড়ি দৌলতদিয়ায় (২৫৭টি)। এরপর রয়েছে যথাক্রমে টাঙ্গাইল (৪৯টি), বানিশান্তা (৩৮টি), সিঅ্যান্ডবি ঘাট (২৫টি), পটুয়াখালী (১৩টি), ময়মনসিংহ (১২টি) এবং জামালপুর (১১টি)। এসব বাড়িতে মোট কক্ষ আছে ৪,৩৮৬টি। প্রতিটি কক্ষের জন্য যৌনপল্লীভেদে নির্ধারিত দৈনিক বা মাসিক ভাড়া দিতে হয়। কক্ষের সংখ্যার দিক থেকেও দৌলতদিয়া বৃহত্তম। এখানে মোট কক্ষের সংখ্যা ১,৯৬৫টি। কক্ষের সংখ্যার দিক থেকে দৌলতদিয়ার পরে রয়েছে টাঙ্গাইল (৮১৩টি), রথখোলা (৪৫০টি), সিঅ্যান্ডবি ঘাট (২৫০টি), ময়মনসিংহ (২২৪টি) এবং পটুয়াখালী (১৭০টি)।

সারণি ১: যৌনপল্লীর অবস্থান, আয়তন, বাড়ির সংখ্যা, বাড়ির মালিক ও পল্লীর মধ্যে ছোট ব্যবসা

যৌনপল্লী	আয়তন (একরে)	বাড়ির সংখ্যা	কক্ষের সংখ্যা	জমির মালিকের সংখ্যা	বাড়ির মালিক	মোট দোকানের সংখ্যা	মদ ও গাঁজার দোকান
জামালপুর	.৭৫	১১	১৯৫	১৩	১৩	২৫	১
ময়মনসিংহ	২	১২	২২৪	১১	৩০	৭২	৭২
টাঙ্গাইল	৩.১৪	৪৯	৮১৩	৪৯	৪৯	৫৩	০০
দৌলতদিয়া	১২	২৫৭	১,৯৬৫	১৫	২৫০	১০০	২০
রথখোলা	.৬০	৯	৪৫০	৯	৯	২০	৯
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	.৯৯	২৫	২৫০	৩	১৫	৯	০০
পটুয়াখালী	১	১৩	১৭০	১৩	১৩	১৫	০০
বাগেরহাট	১.৩২	৮	৬৯	৮	৮	৫	০০
বানিশান্তা	৭.২৭	৩৮	১৫০	০০	৩৬	৩৮	১৯
বাবুবাজার, যশোর	.৮	২	২৭	৫	৪	৮	০০
মাড়ুয়া মন্দির, যশোর	.২০	৩	৭৩	৩	৪	১০	৩
মোট	**৩০.০৭**	**৪২৭**	**৪,৩৮৬**	**১২৯**	**৪৩১**	**৩৫৫**	**১২৪**

যৌনপল্লীগুলোর মধ্যে বানিশান্তা যৌনপল্লী সরকারি খাস জমির উপর। বাকীগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির উপর। এর মধ্যে টাঙ্গাইল যৌনপল্লীটি ব্যতিক্রম। এখানকার ৪৯টি বাড়ি ও জমির মালিক যৌনকর্মীরাই। সম্ভবত সেকারণেই ২০১৪ সালে টাঙ্গাইল যৌনপল্লীটির সব ঘর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হলেও সেখানকার জমি ও বাড়ির মালিকরা আদালতের রায় নিয়ে আবার নিজ নিজ জমিতে বাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির মালিকের কাছ থেকে লীজ নিয়েও অন্য কেউ বাড়ি করে তা যৌনকর্মীদের কাছে ভাড়া দিয়েছেন। এ বিষয়ে দৌলতদিয়া যৌনপল্লী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে জমির মালিক ১৫ জন কিন্তু বাড়ির মালিক ২৫০ জন। অর্থাৎ এখানে জমির মালিককে বার্ষিক একটি টাকা দিয়ে অনেকে বাড়ি করেছেন এবং তারা বাড়ির মালিক হয়েছেন। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর চিত্র আবার অন্য রকম। এখানে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে কক্ষ লীজ নিয়ে সর্দারনিরা সাধারণ যৌনকর্মীদের কাছে উচ্চমূল্যে ভাড়া দেয়।

যৌনপল্লীগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো মাদকদ্রব্যের (মদ ও গাঁজা) খোলামেলা বেচাকেনা। বেশিরভাগ যৌনপল্লীতেই আছে মদ ও গাঁজার দোকান। তবে এগারোটি যৌনপল্লীর মোট ১২৪টি মদ ও গাঁজার দোকানের ৭২টিই ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে দৌলতদিয়া (২০টি), বানিশান্তা (১৯টি), রথখোলা (৯টি), যশোরের মাড়ুয়া মন্দির (৩টি) এবং জামালপুর (১টি)। চারটি গাঁজার দোকানের সবগুলোই বানিশান্তায়। যৌনপল্লীর জমি ও বাড়ির মালিকেরাই এই দোকানগুলো পরিচালনা করে যা তাদের আয়ের একটি উৎস। কয়েকটি যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীরাই মালিকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি লীজ নেয় এবং বাড়ি নির্মাণ করে। যৌনকর্মীদের কাছে এই বাড়ি বা কক্ষ ভাড়া দিয়ে তারা হয়ে যান বাড়িওয়ালী।

টাঙ্গাইল যৌনপল্লীর ভেতরের অনেক গলির একটি।

যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীর সংখ্যা

এগারোটি যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীর সংখ্যা ৩,৭২১ জন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যৌনকর্মী কাজ করছেন দৌলতদিয়ায় (১৪২০ জন)। এরপরে আছে যথাক্রমে টাঙ্গাইল (৬১১ জন), রথখোলা (৫০০ জন), ময়মনসিংহ (৩৫০ জন), জামালপুর (২১০ জন), সিঅ্যান্ডবি ঘাট (২০০ জন), পটুয়াখালী (১৫০ জন), মাড়ুয়া মন্দির, যশোর (১০০ জন), বানিশান্তা (৮০ জন), বাগেরহাট (৬০ জন), এবং বাবুবাজার, যশোর (৪০ জন)। এগারোটি যৌনপল্লীতে অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌনকর্মীর সংখ্যা ১৪৫ জন। এদের মধ্যে দৌলতদিয়ায় কাজ করছে ১১৫ জন, জামালপুরে ১৫ জন, ময়মনসিংহে ১০ জন এবং পটুয়াখালীতে পাঁচ জন। অনেক যৌনকর্মীই এই পেশায় যোগ দেয় ১৮ বছর বয়স হবার আগেই যা আইনত বৈধ নয়। যৌনকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করে আবার কাউকে জোর করেই ঠেলে দেওয়া হয়। আইনগতভাবে একজন ১৮ বছর বা তার অধিক বয়স্ক নারী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বরাবর স্বেচ্ছায় লিখিত বিবৃতি জানিয়ে কোর্টের অনুমোদন নিয়ে এই পেশায় যোগদান করতে পারে। তবে ১৮ বছরের পূর্বেই অনেকে যৌনপেশায় আসে মিথ্যা কাগজপত্র দেখিয়ে। এক্ষেত্রে পুলিশ, সর্দারনি, নোটারি পাবলিক এবং আইনজীবী সরাসরি আইনবিরোধী কাজে যুক্ত থাকেন (তাহ্‌মিনা এবং মোড়ল ২০০৪: ৫৫ পৃষ্ঠা)। এগারোটি যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের মধ্যে ২,৪৩৫ জন যৌনকর্মীর জাতীয় পরিচয়পত্র (ভোটার আইডি) আছে। বাকি ১,২৮৬ জনের জাতীয় পরিচয়পত্র (ভোটার আইডি) নেই। তবে ১১টি পল্লীর সব যৌনকর্মীর দেহ ব্যবসার লাইসেন্সস্বরূপ এফিডেভিট করা আছে।

এগারোটি যৌনপল্লীতে স্বাধীন যৌনকর্মী ৩,০৭৭ জন এবং বাঁধা যৌনকর্মী ৬৪৪। বাঁধা যৌনকর্মীরা সর্দারনি বা বাড়িওয়ালীর নির্দেশমতো কাজ করে। তাদের যে আয় হয় তাও চলে যায় সর্দারনির কাছে। বিনিময়ে সর্দারনি যৌনকর্মীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে স্বাধীন যৌনকর্মীরা কোনো সর্দারনির অধীনে কাজ করে না। তারা যৌনপল্লীতে কক্ষ ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে। এগারোটি যৌনপল্লীতে সবচেয়ে বেশি স্বাধীন যৌনকর্মী আছে দৌলতদিয়ায় (১,৩৭০ জন) এবং সবচেয়ে কম আছে যশোরের বাবুবাজার যৌনপল্লীতে (৫ জন)। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি বাঁধা যৌনকর্মী কাজ করে ফরিদপুরের রথখোলায় (২৫০ জন) এবং সবচেয়ে কম বাগেরহাটে (৪ জন)।

সারণি ২: যৌনপল্লী ও যৌনকর্মী

যৌনপল্লী	যৌনকর্মীর সংখ্যা	১৮ বছর ও তার উপরে	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	৫০ বছরের উপরে	বাঁধা যৌনকর্মী	স্বাধীন যৌনকর্মী
জামালপুর	২১০	১৯৫	১৫	২৪	৬৫	১৪৫
ময়মনসিংহ	৩৫০	৩৪০	১০	৩০	১১০	২৪০
টাঙ্গাইল	৬১১	৬১১	০০	৮৩	০০	৬১১
দৌলতদিয়া	১,৪২০	১,৩০৫	১১৫	৬৫	৫০	১,৩৭০
রথখোলা	৫০০	৫০০	০০	৫০	২৫০	২৫০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	২০০	২০০	০০	৩৫	৩০	১৭০
পটুয়াখালী	১৫০	১৪৫	৫	২০	৩০	১২০
বাগেরহাট	৬০	৬০	০০	১০	৪	৫৬
বানিশান্তা	৮০	৮০	০০	৩০	৫	৭৫
বাবুবাজার, যশোর	৪০	৪০	০০	০০	৩৫	৫
মাড়ুয়া মন্দির, যশোর	১০০	১০০	০০	১৩	৬৫	৩৫
মোট	**৩,৭২১**	**৩,৫৭৬**	**১৪৫**	**৩৬০**	**৬৪৪**	**৩,০৭৭**

যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীর সংখ্যা

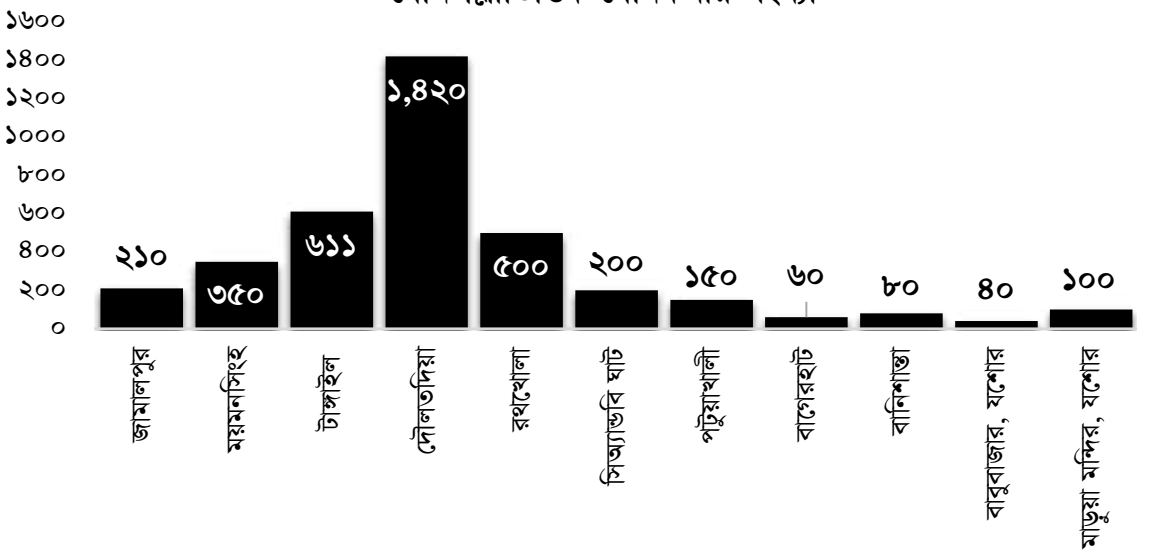

যৌনপল্লীর অন্যরা

যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের পাশাপাশি নবজাতক, শিশু ও কিশোর-কিশোরী, বাবু বা ভেড়ুয়া, দালাল, সর্দারনি এবং অন্যান্য কিছু মানুষ বাস করে। এগারোটি যৌনপল্লীতে ০-৬ বছরের শিশু আছে ৫৫৩ জন এবং ৬-১৮ বছরের শিশু ও কিশোর-কিশোরী আছে ৫৬১ জন। অর্থাৎ ১১টি যৌনপল্লীতে ১৮ বছরের কম বয়সের শিশু ও কিশোর কিশোরীর সংখ্যা ১,১১৪ জন। এদের মধ্যে জন্মনিবন্ধন সনদ আছে ৯৭৪ জনের। বাকী ১৪০ জনের জন্মসনদ নেই। এরপর আছে যথাক্রমে বাবু বা ভেড়ুয়া ২৬২৮ জন, দালাল ১৯৩ জন, সর্দারনি ২৭৫ জন, এবং অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষ ৪৪৭ জন। এখানে উল্লেখ্য যে পল্লীগুলোতে দালালের সংখ্যার হিসাবটি আনুমানিক। কোনো কোনো পল্লীর ভেতরে দালাল আছে তবে তারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে। তারা মেয়ে সংগ্রহের পাশাপাশি যৌনকর্মীদের খদ্দের যোগাড় করার কাজও করে। যারা (দালাল) বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। বয়স ও চেহারা বিচারে সর্দারনিদের কাছে একটি মেয়েকে বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।

সারণি ৩: যৌনপল্লীর অন্যরা

যৌনপল্লী	শিশু (০-৬ বছর)	কিশোর-কিশোরী (০৬-১৮ বছর)	বাবু বা ভেড়ুয়া	দালাল	সর্দারনি	অন্য পেশার মানুষ
জামালপুর	২১	১৪	৪০	২০	২৭	২৪
ময়মনসিংহ	৪১	৫৮	১৯০	০০	৬৭	৫০
টাঙ্গাইল	৩৭	১৪৭	৩৮৩	০০	০০	৮৩

দৌলতদিয়া	৩০০	২০০	১,২৭৭	১০০	৫০	১০০
রথথোলা	৩০	৩৫	২৫০	৩৫	৭০	৫০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	২০	৯	১৫০	০০	৯	৩৫
পটুয়াখালী	১০	৬	১০০	০০	২০	২০
বাগেরহাট	১৫	১৬	৫০	০০	২	১০
বানিশান্তা	৪৫	২০	৫০	০০	৫	৩০
হাটখোলা রোড, যশোর	২০	২০	৩৮	১৩	১০	১০
মাড়ুয়া মন্দির, যশোর	১৪	৩৬	১০০	২৫	১৫	৩৫
মোট	**৫৫৩**	**৫৬১**	**২,৬২৮**	**১৯৩**	**২৭৫**	**৪৪৭**

ধর্ম

যৌনকর্মীদের অধিকাংশই (৩,৬০৬ জন) মুসলমান যা মোট যৌনকর্মীর ৯৬.৯১%। অল্পসংখ্যক হিন্দু (১০২ জন) এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী (১৩ জন) রয়েছে। যৌনপল্লীগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়মিত পূজা এবং নামাজের ব্যবস্থা না থাকলেও ধর্মীয় উৎসবগুলো বেশ জাঁকজমকের সাথেই পালন করা হয়। ঈদ এবং পূজায় যৌনপল্লীতে মেয়েরা ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে অংশ নেয়। অবস্থাসম্পন্ন যৌনকর্মীরা ঈদের সময় এতিমখানায় কাপড় বা নগদ অর্থ দান করে।

সারণি ৪: ধর্ম

ধর্ম	সংখ্যা	%
ইসলাম	৩,৬০৬	৯৬.৯১
হিন্দু	১০২	২.৭৪
খ্রিস্টান ও আদিবাসী	১৩	০.৩৫
মোট	**৩,৭২১**	**১০০**

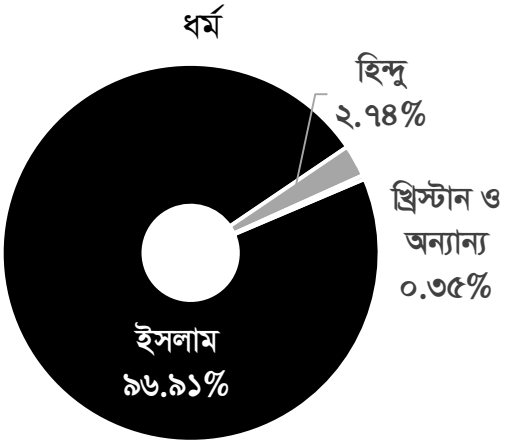

পেশা

এগারোটি যৌনপল্লীর ৩,৭২১ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ৩,১৬৫ জনের (৮৫.০৬%) প্রধান ও একমাত্র পেশা যৌনকর্ম। বাকীরা একাধিক পেশার সাথে যুক্ত। এসব পেশার মধ্যে ঘর ভাড়া দেওয়া, ঋণ দেওয়া, দোকান পরিচালনা, মদ ও গাঁজা বিক্রি এবং গৃহকর্মীর কাজ প্রধান। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৫৩৬ জন (১৪.৪০%) ঘর ভাড়া দিয়ে উপার্জন করেন। এছাড়াও সাধারণ দোকান পরিচালনা করেন ২৩১ জন (৬.২১%), মদ ও গাঁজার দোকান থেকে আয় করেন ১২৪ জন (৩.৩৩%), এবং গৃহকর্মীর কাজ করেন ২২৩ জন (৫.৯৯%)। বয়স্ক যৌনকর্মীরাই

যৌনপল্লীর মধ্যে বা লোকালয়ে গৃহকর্মীর কাজ করেন। অন্যদিকে ময়মনসিংহসহ কয়েকটি যৌনপল্লীর অনেকেই ঋণগ্রস্ত। এই ঋণ তারা বাড়িওয়ালী, সর্দারনি এবং অন্যান্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে চড়া সুদে নেন। দৌলতদিয়া, বাগেরহাট, বানিশান্তা ও বাবুবাজার, যশোর এই চারটি যৌনপল্লীতে ঋণ দিয়ে কেউ উপার্জন করেন না। যৌনকর্মীদের মদ ও গাঁজার দোকানসহ এগারোটি যৌনপল্লীতে মোট দোকানের সংখ্যা ৩৫৫টি। সাধারণ দোকানের মধ্যে মুদির দোকান ২১১টি, টেইলরিং-এর দোকান ১৬টি (সবগুলো দৌলতদিয়া পল্লীতে) এবং মোবাইল রিচার্জের দোকান ৪টি।

সারণি ৫: যৌনকর্মীর পেশা

প্রধান পেশা	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
যৌনকর্ম প্রধান ও একমাত্র	৩,১৬৫	৮৫.০৬
ঘর ভাড়া দেয়া থেকে আয়	৫৩৬	১৪.৪০
ঋণ দিয়ে আয়	৬১	১.৬৪
দোকান (সাধারণ)	২৩১	৬.২১
মদ ও গাঁজার দোকান	১২৪	৩.৩৩
গৃহকর্মীর কাজ	২২৩	৫.৯৯
অন্যান্য	২২৪	৬.০২

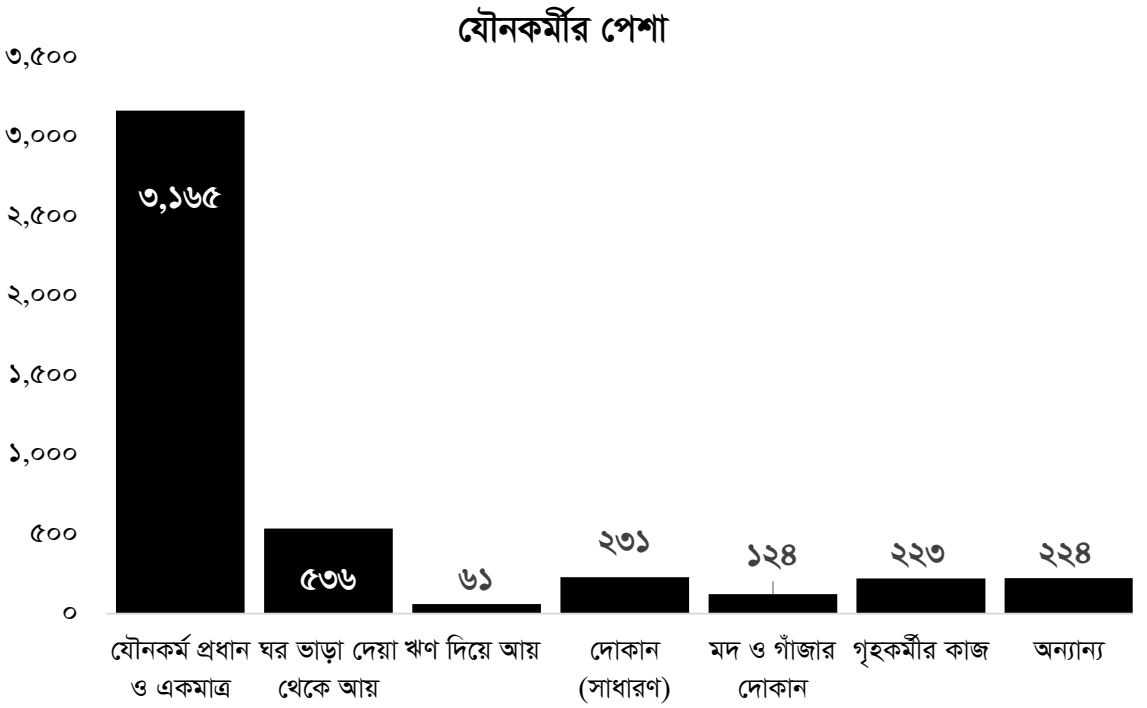

আয়-রোজগার

যৌনপল্লীভেদে যৌনকর্মীদের মাথাপিছু আয়ের ভিন্নতা আছে। এগারোটি যৌনপল্লীর মধ্যে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি। এখানে একজন যৌনকর্মী শুধুমাত্র যৌনকর্ম থেকে মাসিক সর্বোচ্চ ৬০,০০০ টাকা এবং সবনিম্ন ৪০,০০০ টাকা আয় করেন। অর্থাৎ এখানে গড়ে একজন যৌনকর্মী আয় করেন ৫০,০০০ টাকা। অন্যদিকে সবচেয়ে কম আয় পাওয়া গেছে বাগেরহাটে। এখানে একজন যৌনকর্মী মাসে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা এবং সবনিম্ন ১৫,০০০ টাকা আয় করেন। গড় মাসিক আয়ের দিক থেকে ময়মনসিংহের পরে রয়েছে যথাক্রমে টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী ও মাড়ুয়া মন্দির, যশোর (৩৭,০০০ টাকা), সিঅ্যান্ডবি ঘাট (২৭,৫০০ টাকা), দৌলতদিয়া, রথখোলা ও বাবুবাজার, যশোর (২৫,০০০ টাকা), বানিশান্তা (২২,৫০০ টাকা), জামালপুর (২১,০০০ টাকা), এবং বাগেরহাট (১৭,৫০০ টাকা)।

যৌনকর্ম বাদেও অন্যান্য উৎস (সাধারণ দোকান ও মদ গাঁজার দোকান) থেকে যৌনকর্মীরা যে আয় করেন সেখানেও এগিয়ে ময়মনসিংহের যৌনকর্মীরা। এই যৌনপল্লীর ৭২ জন যৌনকর্মী মাসে সাধারণ দোকান ও মদ-গাঁজার দোকান থেকে গড়ে ৫৫,০০০ টাকা আয় করেন। বাকী যৌনপল্লীগুলোতেও যৌনকর্মীরা এসব দোকান থেকে গড়ে ৭,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে।

যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের মাথাপিছু মাসিক আয় (দলীয় আলোচনা থেকে অনুমিত)

সারণি ৬ (ক): যৌনকর্মীর আয়

যৌনপল্লী	যৌনকর্মীর সংখ্যা	যৌনকর্ম থেকে আয়		মাথাপিছু গড় আয় (মাসিক)	মাথাপিছু বার্ষিক আয়	দোকান (সাধারণ ও মদ গাঁজা) থেকে আয়	
		সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন			মালিকের সংখ্যা	গড় আয়
জামালপুর	২১০	২৭,০০০	১৫,০০০	২১,০০০	২,৫২,০০০	২৫	১০,০০০
ময়মনসিংহ	৩৫০	৬০,০০০	৪০,০০০	৫০,০০০	৬,০০,০০০	৭২*	৫৫,০০০
টাঙ্গাইল	৬১১	৫০,০০০	২৫,০০০	৩৭,৫০০	৪,৫০,০০০	৫৩	১৭,০০০
দৌলতদিয়া	১,৪২০	৩০,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	৩,০০,০০০	১০০	২০,০০০
রথখোলা	৫০০	৩০,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	৩,০০,০০০	২০	১৫,০০০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	২০০	৩০,০০০	২৫,০০০	২৭,৫০০	৩,৩০,০০০	৯	১৫,০০০
পটুয়াখালী	১৫০	৪৫,০০০	৩০,০০০	৩৭,৫০০	৪,৫০,০০০	১৫	১৫,০০০
বাগেরহাট	৬০	২০,০০০	১৫,০০০	১৭,৫০০	২,১০,০০০	৫	১৪,০০০
বানিশান্তা	৮০	২৫,০০০	২০,০০০	২২,৫০০	২,৭০,০০০	৩৮	৭,০০০
বাবুবাজার, যশোর	৪০	৩০,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	৩,০০,০০০	৮	৭,০০০
মাড়ুয়া মন্দির, যশোর	১০০	৫০,০০০	২৫,০০০	৩৭,৫০০	৪,৫০,০০০	১০	৭,০০০

* দোকান বলতে বুঝায় মূলত বাংলা মদ, পান-সিগারেট ও কোমল পানীয় বিক্রির দোকান। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা তার দুই পাড়েই মূলত এসব দোকান। এসব দোকানের সব মদই আসে যৌনপল্লীর ভিতরের একটা জায়গা থেকে এবং বাংলা মদের সরবরাহ আসে ময়মনসিংহ শহরের একটি ডিপো থেকে।

যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের মোট বার্ষিক আয়

সারণি ৬ (খ): যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের আয়

যৌনপল্লী	যৌনকর্মীর সংখ্যা	মাথাপিছু বার্ষিক আয়	যৌনপল্লীভিত্তিক সকল যৌনকর্মীর মোট আয়	দোকান (সাধারণ ও মদ গাঁজা) থেকে বার্ষিক আয়	
				মাথাপিছু বার্ষিক আয়	সকল মালিকের আয়
জামালপুর	২১০	২,৫২,০০০	৫,২৯,২০,০০০	১,২০,০০০	৩০,০০,০০০
ময়মনসিংহ	৩৫০	৬,০০,০০০	২১,০০,০০,০০০	৬,৬০,০০০	৪,৭৫,২০,০০০
টাঙ্গাইল	৬১১	৪,৫০,০০০	২৭,৪৯,৫০,০০০	২,০৪,০০০	১,০৮,১২,০০০
দৌলতদিয়া	১,৪২০	৩,০০,০০০	৪২,৬০,০০,০০০	২,৪০,০০০	২,৪০,০০,০০০
রথখোলা	৫০০	৩,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০	১,৮০,০০০	৩৬,০০,০০০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	২০০	৩,৩০,০০০	৬,৬০,০০,০০০	১,৮০,০০০	১৬,২০,০০০
পটুয়াখালী	১৫০	৪,৫০,০০০	৬,৭৫,০০,০০০	১,৮০,০০০	২৭,০০,০০০
বাগেরহাট	৬০	২,১০,০০০	১,২৬,০০,০০০	১,৬৮,০০০	৮,৪০,০০০
বানিশান্তা	৮০	২,৭০,০০০	২,১৬,০০,০০০	৮৪,০০০	৩১,৯২,০০০
বাবুবাজার, যশোর	৪০	৩,০০,০০০	১,২০,০০,০০০	৮৪,০০০	৬,৭২,০০০
মাড়ুয়া মন্দির, যশোর	১০০	৪,৫০,০০০	৪,৫০,০০,০০০	৮৪,০০০	৮,৪০,০০০
মোট	**৩,৭২১**		**১৩৩,৮৫,৭০,০০০**		**৯,৮৭,৯৬,০০০**

এগারোটি যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের বার্ষিক আয়ের হিসেব করলে দেখা যায় একজন যৌনকর্মী বছরে সর্বোচ্চ ৬,০০,০০০ টাকা থেকে সবনিম্ন ২,১০,০০০ টাকা আয় করেন। সারণি ৬ (ক)-তে এগারোটি যৌনপল্লীর ৩,৭২১ জন যৌনকর্মীর বার্ষিক আয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে। একটি যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের মাথাপিছু মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে বছরে ঐ যৌনপল্লীর সকল যৌনকর্মীর আয়ের বাৎসরিক হিসাব বের করা যায়। সেই হিসেবে ১১টি যৌনপল্লীর সকল যৌনকর্মীর বাৎসরিক আয় দাঁড়ায় ১,৩৩,৮৫,৭০,০০০ (একশ তেত্রিশ কোটি পঁচাশি লাখ সত্তর হাজার) টাকা। এর মধ্যে শুধুমাত্র দৌলতদিয়ায় ১,৪২০ জন যৌনকর্মীর বাৎসরিক আয় ৪২,৬০,০০,০০০ (বিয়াল্লিশ কোটি ষাট লাখ) টাকা। এছাড়াও এগারোটি যৌনপল্লীর মধ্যে যেসব দোকান (মদ ও গাঁজা) রয়েছে সেগুলো থেকে বাৎসরিক মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,৮৭,৯৬,০০০ (নয় কোটি সাতাশি লাখ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা। অর্থাৎ যৌনকর্ম ও দোকানের (মদ ও গাঁজা) হিসাব মিলিয়ে এগারোটি যৌনপল্লী থেকে বাৎসরিক মোট আয়ের পরিমাণ ১,৪৩,৭৩,৬৬,০০০ (একশ তেতাল্লিশ কোটি তিয়াত্তর লাখ ছিষট্টি হাজার) টাকা [সারণি ৬ (খ)]।

যৌনপল্লীতে অন্যান্য পেশাজীবীদের মধ্যে একজন গৃহকর্মীর মাথাপিছু গড় আয় সর্বোচ্চ পাওয়া গেছে রথখোলায় ৮,৮০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন পাওয়া গেছে বানিশান্তায় ৩,০০০ টাকা। সর্বোচ্চ আয়ের দিক থেকে রথখোলার পরে রয়েছে ময়মনসিংহ (৭,৫০০ টাকা), দৌলতদিয়া (৭,৫০০ টাকা), টাঙ্গাইল (৬,৭৫০ টাকা), সিঅ্যান্ডবি ঘাট (৬,৭৫০ টাকা), বাগেরহাট (৬,৫০০ টাকা), বাবুবাজার, যশোর (৬,৫০০ টাকা) এবং জামালপুর (৬,০০০ টাকা)। গৃহকর্মী বাদেও অন্যান্য পেশাজীবীর মধ্যে রয়েছে ঋণদাতা, বাড়ির মালিক এবং সর্দারনি।

সাতটি যৌনপল্লীতে ঋণ দিয়ে আয় করেন এমন যৌনকর্মী পাওয়া গেছে ৬১ জন। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় পাওয়া গেছে ময়মনসিংহ ও পটুয়াখালীতে। এখানে একজন যৌনকর্মী শুধুমাত্র ঋণ দিয়ে মাসিক ৩০,০০০ টাকা আয় করে। এছাড়া জামালপুর, টাঙ্গাইল, রথখোলা, সিঅ্যান্ডবি ঘাট এবং মাডুয়া মন্দিরে ঋণ থেকে মাথাপিছু আয় ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা। দৌলতদিয়া, বাগেরহাট, বানিশান্তা ও বাবুবাজার, যশোরে ঋণ দিয়ে কেউ আয় করে না [সারণি ৬ (ঘ)]।

গৃহকর্মী ও অন্যান্যদের আয় (মাসিক)

সারণি ৬ (গ): যৌনপল্লীভিত্তিক গৃহকর্মী ও অন্যান্যদের আয়

যৌনপল্লী	গৃহকর্মীর সংখ্যা	গৃহকর্মীর আয়		মাথাপিছু গড় আয়	অন্যান্যদের সংখ্যা	মাথাপিছু গড় আয়
		সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন			
জামালপুর	১২	৯,০০০	৩,০০০	৬,০০০	১২	৫,৮৩৩
ময়মনসিংহ	৩০	৯,০০০	৬,০০০	৭,৫০০	২০	৭,৭০০
টাঙ্গাইল	৫০	৭,৫০০	৬,০০০	৬,৭৫০	৩৩	৭,০৬০
দৌলতদিয়া	৪০	৯,০০০	৬,০০০	৭,৫০০	৬০	৬,১৬৬
রথখোলা	২৬	৯,৬০০	৮,০০০	৮,৮০০	২৪	৬,০০০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	১৫	৭,৫০০	৬,০০০	৬,৭৫০	২০	৫,৩০০
পটুয়াখালী	১০	৬,০০০	৪,০০০	৫,০০০	১০	৫,৮০০
বাগেরহাট	৫	৭,০০০	৬,০০০	৬,৫০০	৫	৫,০০০
বানিশান্তা	৫	৩,০০০	৩,০০০	৩,০০০	২৫	৩,৪০০
বাবুবাজার, যশোর	১০	৮,০০০	৫,০০০	৬,৫০০	০০	০০
মাডুয়া মন্দির, যশোর	২০	৮,০০০	৫,০০০	৬,৫০০	১৫	৫,০০০

ঋণ দিয়ে মাসিক আয়

সারণি ৬ (ঘ): ঋণ দিয়ে মাসিক আয়

যৌনপল্লী	ঋণ দিয়ে আয়কারীর সংখ্যা	মাথাপিছু আয়
জামালপুর	১০	২০,০০০
ময়মনসিংহ	৭	৩০,০০০
টাঙ্গাইল	২০	১০,০০০
রথখোলা	১	১০,০০০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	১	১০,০০০
পটুয়াখালী	১০	৩০,০০০
মাডুয়া মন্দির, যশোর	১২	১৩,০০০

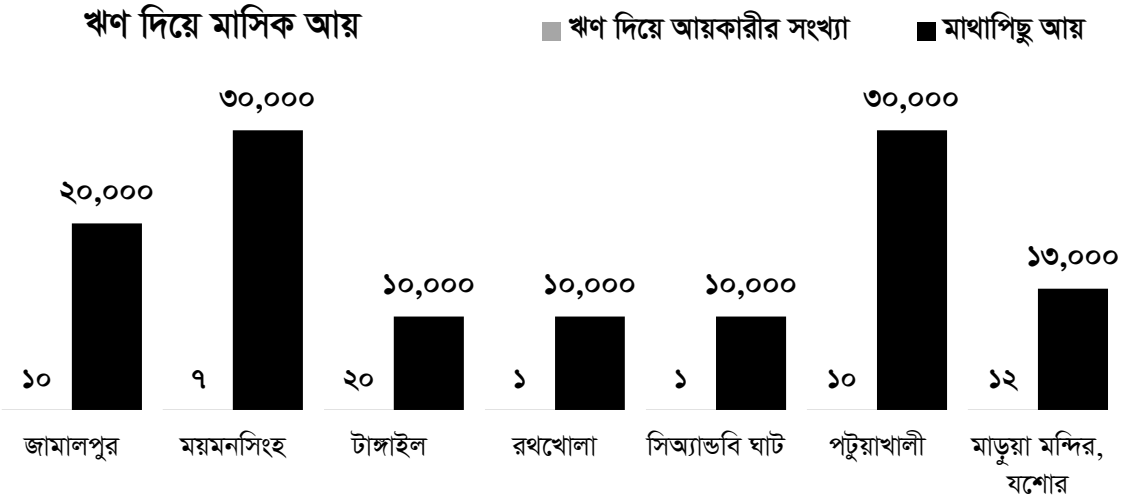

বাড়ি ভাড়া থেকে বাড়ির মালিকদের আয়

যৌনপল্লীগুলোতে আয়ের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে বাড়ি বা কক্ষের মালিক ও সর্দারনি। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে একজন বাড়ির মালিক প্রতি কক্ষের জন্য দৈনিক আয় করেন ১,০০০ টাকা। এই যৌনপল্লীতে ১২টি বাড়িতে মোট কক্ষের সংখ্যা ২২৮টি। অর্থাৎ প্রতি কক্ষ থেকে একজন মালিকের বার্ষিক আয় ৩,৬০,০০০ টাকা এবং ২২৮টি কক্ষ থেকে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮,০৬,৪০,০০০ (আট কোটি ছয় লাখ চল্লিশ হাজার) টাকা। ময়মনসিংহ যৌনপল্লী বাদে বাকী ১০টি যৌনপল্লীতে কক্ষ ভাড়া ৭০ থেকে ৩০০ টাকা। বাড়ি এবং কক্ষের দিক থেকে বৃহত্তম যৌনপল্লী দৌলতদিয়ায় বাড়ির সংখ্যা ২৫৭টি এবং বাড়ির মালিকের সংখ্যা ২৫০ জন। এই যৌনপল্লীর ১,৯৩৫টি কক্ষ থেকে বাড়ির মালিকেরা বছরে আয় করেন ১৪,১৪,৮০,০০০ (চৌদ্দ কোটি চৌদ্দ লাখ আশি হাজার) টাকা। দৌলতদিয়ার পরেই আয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে টাঙ্গাইল যৌনপল্লী। এখানে ৪৯টি বাড়ির ৮১৩টি কক্ষ থেকে বাড়ির মালিকেরা বছরে আয় করেন ৮,৭৮,০৪,০০০ (আট কোটি আটাত্তর লাখ চার হাজার) টাকা। এগারোটি যৌনপল্লী থেকে শুধুমাত্র বাড়ি বা কক্ষ ভাড়া থেকে বাড়ির মালিকেরা বাৎসরিক ৪০,৮৩,১২,০০০ (চল্লিশ কোটি তিরাশি লাখ বারো হাজার) টাকা আয় করেন।

সারণি ৬ (ঙ): বাড়ি ভাড়া থেকে বাড়ির মালিকদের আয়

যৌনপল্লী	বাড়ির সংখ্যা	কক্ষের সংখ্যা	কক্ষের দৈনিক গড় ভাড়া	কক্ষের মাসিক আয়	কক্ষের বার্ষিক আয়	মোট বার্ষিক আয়
জামালপুর	১১	১৯৫	২০০	৬,০০০	৭২,০০০	১,৪০,৪০,০০০
ময়মনসিংহ	১২	২২৪	১,০০০	৩০,০০০	৩,৬০,০০০	৮,০৬,৪০,০০০
টাঙ্গাইল	৪৯	৮১৩	৩০০	৯,০০০	১,০৮,০০০	৮,৭৮,০৪,০০০
দৌলতদিয়া	২৫৭	১,৯৬৫	২০০	৬,০০০	৭২,০০০	১৪,১৪,৮০,০০০
রথখোলা	৯	৪৫০	২৫০	৭,৫০০	৯০,০০০	৪,০৫,০০,০০০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	২৫	২৫০	১০০	৩,০০০	৩৬,০০০	৯০,০০,০০০
পটুয়াখালী	১৩	১৭০	২৫০	৭,৫০০	৯০,০০০	১,৫৩,০০,০০০

বাগেরহাট	৮	৬৯	২০০	৬,০০০	৭২,০০০	৪৯,৬৮,০০০
বানিশান্তা	৩৮	১৫০	৭০	২,১০০	২৫,২০০	৩৭,৮০,০০০
বাবুবাজার, যশোর	২	২৭	৩০০	৯,০০০	১,০৮,০০০	২৯,১৬,০০০
মাড়ুয়া মন্দির, যশোর	৩	৭৩	৩০০	৯,০০০	১,০৮,০০০	৭৮,৮৪,০০০
মোট	**৪২৭**	**৪,৩৮৬**				**৪০,৮৩,১২,০০০**

সর্দারনির আয়

দশটি যৌনপল্লীতে সর্দারনি আছে ২৭৫ জন এবং এদের মোট বার্ষিক আয় ২৭,৬৯,৩০,০০০ (সাতাশ কোটি ঊনসত্তর লাখ তিরিশ হাজার) টাকা। জামালপুর, ময়মনসিংহ, মাড়ুয়া মন্দির, রথখোলা এবং দৌলতদিয়ায় একজন সর্দারনি মাসে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা আয় করেন। টাঙ্গাইল যৌনপল্লীতে কোনো সর্দারনি নেই। সিঅ্যান্ডবি ঘাট, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, বানিশান্তা এবং বাবুবাজার যৌনপল্লীতে একজন সর্দারনির মাসিক সর্বোচ্চ আয় ৪০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা। মাথাপিছু মাসিক গড় আয়ের হিসেবে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর সর্দারনির আয় সবচেয়ে বেশি। এখানে একজন সর্দারনির মাথাপিছু গড় মাসিক আয় ১,১০,০০০ (এক লাখ দশ হাজার) টাকা। এরপরে আছে যথাক্রমে মাড়ুয়া মন্দির, যশোর (১,০০,০০০ টাকা), রথখোলা (৮৫,০০০ টাকা), জামালপুর (৮০,০০০ টাকা), দৌলতদিয়া (৮০,০০০ টাকা), সিঅ্যান্ডবি ঘাট (৬৫,০০০ টাকা), পটুয়াখালী (৪৫,০০০ টাকা), বাগেরহাট (৩৭,৫০০ টাকা), বাবুবাজার, যশোর (৩৭,৫০০ টাকা) এবং বানিশান্তা (৩২,৫০০ টাকা)।

সারণি ৬ (চ): সর্দারনির আয়

যৌনপল্লী	সর্দারনির সংখ্যা	সর্দারনির আয়		মাথাপিছু গড় মাসিক আয়	মাথাপিছু বার্ষিক আয়	সকল সর্দারনির মোট বার্ষিক আয়
		সর্বোচ্চ আয়	সর্বনিম্ন আয়			
জামালপুর	২৭	১,০০,০০০	৬০,০০০	৮০,০০০	৯,৬০,০০০	২,৫৯,২০,০০০
ময়মনসিংহ	৬৭	১,৫০,০০০	৭০,০০০	১,১০,০০০	১৩,২০,০০০	৮,৮৪,৪০,০০০
দৌলতদিয়া	৫০	১,০০,০০০	৬০,০০০	৮০,০০০	৯,৬০,০০০	৪,৮০,০০,০০০
রথখোলা	৭০	১,২০,০০০	৫০,০০০	৮৫,০০০	১০,২০,০০০	৭,১৪,০০,০০০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	৯	৮০,০০০	৫০,০০০	৬৫,০০০	৭,৮০,০০০	৭,০২০,০০০
পটুয়াখালী	২০	৫০,০০০	৪০,০০০	৪৫,০০০	৫,৪০,০০০	১,০৮,০০,০০০
বাগেরহাট	২	৪৫,০০০	৩০,০০০	৩৭,৫০০	৪,৫০,০০০	৯,০০,০০০
বানিশান্তা	৫	৪০,০০০	২৫,০০০	৩২,৫০০	৩,৯০,০০০	১৯,৫০,০০০
বাবুবাজার, যশোর	১০	৫০,০০০	২৫,০০০	৩৭,৫০০	৪,৫০,০০০	৪৫,০০,০০০
মাড়ুয়া মন্দির, যশোর	১৫	১,৫০,০০০	৫০,০০০	১,০০,০০০	১২,০০,০০০	১,৮০,০০,০০০
					মোট	**২৭,৬৯,৩০,০০০**

আয়-ব্যয়

সারণি ৭ (ক)-তে এগারোটি যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের মাসিক ও বার্ষিক গড় আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে মাথাপিছু গড় ব্যয় (৫৩,৯০০ টাকা) মাথাপিছু গড় আয় (৫০,০০০ টাকা) থেকে বেশি। এখানে শুধুমাত্র কক্ষ ভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালীকে দিতে হয় দৈনিক গড়ে ১,০০০ টাকা। এছাড়াও যৌনকর্মীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (প্রসাধনী ও অন্যান্য দ্রব্য), খাওয়া-দাওয়া, সন্তানের লেখাপড়া এবং অন্যান্য খরচ মিলিয়ে মাসিক আয়কে ছাড়িয়ে যায়। জরিপের সময় দেখা গেছে, অধিকাংশ যৌনকর্মীই ঋণগ্রস্ত। ময়মনসিংহ বাদে অন্যান্য যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের মাসিক আয় মাসিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি যা তাদের সামান্য সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেয়। জামালপুর, রথখোলা, বাগেরহাট ও বানিশান্তা যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের আয়-ব্যয়ের ব্যবধান সামান্য। অর্থাৎ ময়মনসিংহের মতো এই চারটি যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা মাসিক খরচ মিটিয়ে তেমন সঞ্চয় করতে পারে না। অন্যদিকে টাঙ্গাইল, দৌলতদিয়া, সিঅ্যান্ডবি ঘাট, পটুয়াখালী, বাবুবাজার (যশোর), এবং মাড়ুয়া মন্দির (যশোর) যৌনপল্লীতে মাথাপিছু মাসিক গড় ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশ কম। এসব পল্লীর যৌনকর্মীরা তাদের মাসিক খরচ মিটিয়ে বেশ কিছু নগদ অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে পারেন।

পল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের মাথাপিছু আয়-ব্যয়

সারণি ৭ (ক): পল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের মাথাপিছু আয়-ব্যয়

পল্লীর নাম	মাথাপিছু গড় মাসিক আয়	মাথাপিছু গড় মাসিক ব্যয়	মাথাপিছু বার্ষিক আয়	মাথাপিছু গড় বার্ষিক গড় ব্যয় (টাকায়)
জামালপুর	২১,০০০	১৯,২০০	২,৫২,০০০	২,৩০,৪০০
ময়মনসিংহ	৫০,০০০	৫৩,৯০০	৬,০০,০০০	৬,৪৬,৮০০
টাঙ্গাইল	৩৭,৫০০	২০,৩০০	৪,৫০,০০০	২,৪৩,৬০০
দৌলতদিয়া	২৫,০০০	১৭,১৫০	৩,০০,০০০	২,০৫,৮০০
রথখোলা	২৫,০০০	২০,৪০০	৩,০০,০০০	২,৪৪,৮০০
সিঅ্যান্ডবি ঘাট	২৭,৫০০	১৩,৬০০	৩,৩০,০০০	১,৬৩,২০০
পটুয়াখালী	৩৭,৫০০	২৩,১০০	৪,৫০,০০০	২,৭৭,২০০
বাগেরহাট	১৭,৫০০	১৫,৫৫০	২,১০,০০০	১,৮৬,৬০০
বানিশান্তা	২২,৫০০	১৯,০৫০	২,৭০,০০০	২,২৮,৬০০
বাবুবাজার, যশোর	২৫,০০০	১৮,৫০০	৩,০০,০০০	২,২২,০০০
মাড়ুয়া মন্দির, যশোর	৩৭,৫০০	২১,৯০০	৪,৫০,০০০	২,৬২,৮০০

যৌনকর্মীদের মাথাপিছু আয়-ব্যয়ের চিত্র

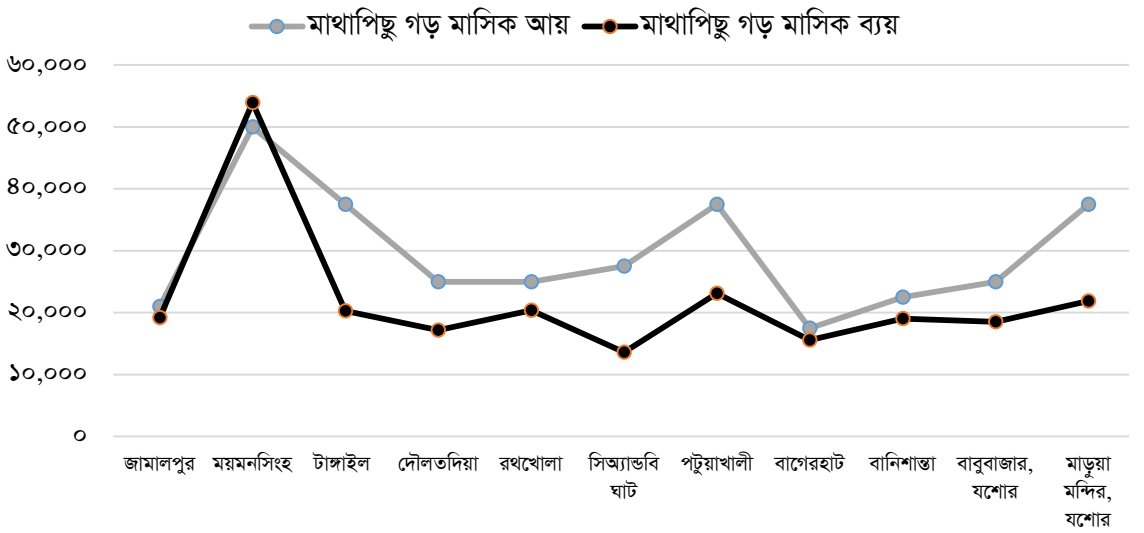

ব্যয়ের খাত

খাতভিত্তিক হিসাব করলে যৌনকর্মীদের মাথাপিছু মাসিক গড় ব্যয় ২১,৭৮৩ টাকা। ব্যয়ের বিভিন্ন খাতের মধ্যে রয়েছে ঘর ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, গয়না ও প্রসাধনী, চিকিৎসা, বিনোদন এবং অন্যান্য। এসকল খাতের মধ্যে শুধুমাত্র ঘরভাড়ার জন্য একজনের মাসিক খরচ ৮,৩৬৩ টাকা যা খাতভিত্তিক গড় ব্যয়ের ৩৮.৩৯%। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে ঘর ভাড়ার হার অন্যান্য যৌনপল্লী থেকে অধিক যা অনেক সময় একজন যৌনকর্মীর মোট মাসিক আয়ের ৬০-৭০%। ঘর ভাড়ার পরে যৌনকর্মীদের অন্যতম ব্যয়ের দুটি খাত হলো খাবার এবং পোশাক, গয়না ও প্রসাধনী। খাবারের জন্য একজন যৌনকর্মীর মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ ৭,৭৪৫ টাকা এবং পোশাক, গয়না ও প্রসাধনীর জন্য এই খরচ ২,০০৯ টাকা। এছাড়াও একজন যৌনকর্মীকে বিদ্যুৎ বিলের জন্য গড়ে ৬১৮ টাকা, রান্নার জ্বালানির জন্য ৯৯৫ টাকা, চিকিৎসা বাবদ ৩৭২ টাকা, বিনোদনের জন্য ৮২৭ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৮৫৪ টাকা মাসিক খরচ করতে হয়।

যৌনকর্মীদের ব্যয়

সারণি ৭ (খ): যৌনকর্মীদের মাথাপিছু ব্যয়

ব্যয়ের খাত	মাথাপিছু গড় ব্যয় (টাকায়)	সকল যৌনকর্মীর মাসিক ব্যয় (টাকায়)	সকল যৌনকর্মীর বার্ষিক ব্যয় (টাকায়)
ঘর ভাড়া	৮,৩৬৩	৩,১১,১৮,৭২৩	৩৭,৩৪,২৪,৬৭৬
বিদ্যুৎ বিল	৬১৮	২২,৯৯,৫৭৮	২,৭৫,৯৪,৯৩৬
খাবার	৭,৭৪৫	২,৮৮,১৯,১৪৫	৩৪,৫৮,২৯,৭৪০
পোশাক, গয়না ও প্রসাধনী	২,০০৯	৭৪,৭৫,৪৮৯	৮,৯৭,০৫,৮৬৮

রান্নার জ্বালানি	৯৯৫	৩৭,০২,৩৯৫	৪,৪৪,২৮,৭৪০
চিকিৎসা	৩৭২	১৩,৮৪,২১২	১,৬৬,১০,৫৪৪
বিনোদন (মোবাইলসহ)	৮২৭	৩০,৭৭,২৬৭	৩,৬৯,২৭,২০৪
অন্যান্য	৮৫৪	৩১,৭৭,৭৩৪	৩,৮১,৩২,৮০৮
মোট	**২১,৭৮৩**	**৮,১০,৫৪,৫৪৩**	**৯৭,২৬,৫৪,৫১৬**

দ্রষ্টব্য: বাগেরহাট ও ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে বিদ্যুৎ বিল ঘর ভাড়ার সাথে দেওয়া হয়।

খাতভিত্তিক মাথাপিছু গড় ব্যয় (টাকায়)

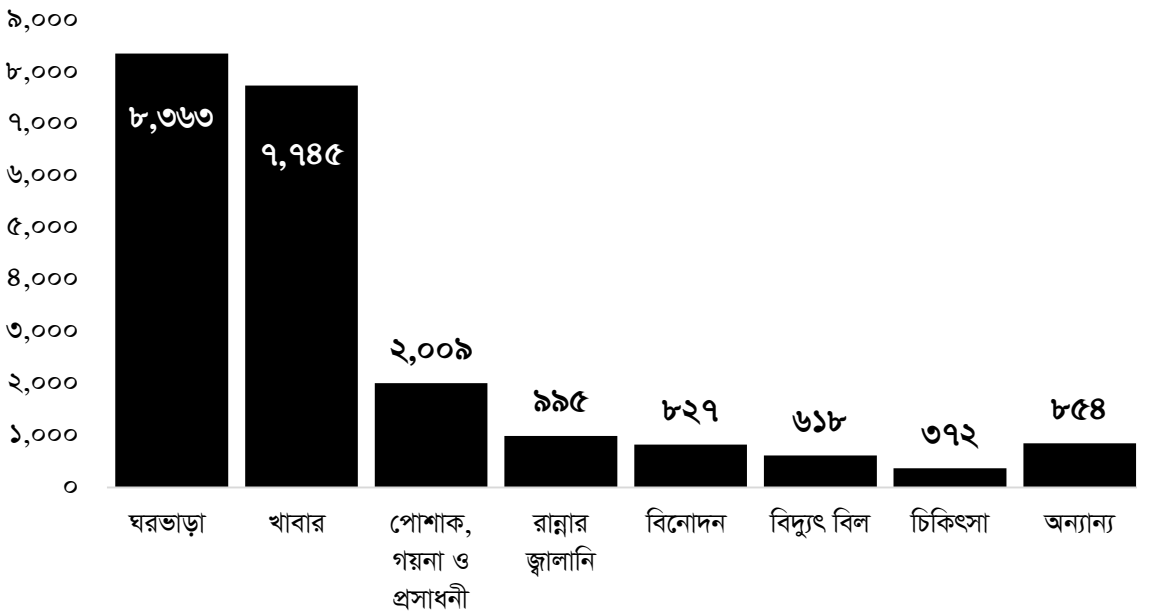

যৌনপল্লীর শিক্ষাচিত্র

যৌনপল্লীতে যেসব যৌনকর্মী কাজ করে তাদের শিক্ষার হার নিতান্তই কম। এগারোটি যৌনপল্লীর ৩,৭২১ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ৩০৪ (৮.১৭%) জন নিরক্ষর এবং ২,০৬৯ জন (৫৫.৬০%) শুধুমাত্র স্বাক্ষর করতে জানেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ৯৪৬ জন (২৫.৪২%) এবং মাধ্যমিক পাশ করেছেন ৩৭৬ জন (১০.১০%)। এসএসসি পাশ বা সমমান শিক্ষা শেষ করেছে ২৪ জন (০.৬৪%) এবং এইচএসসি/সমমান বা তার উপরে আছে ২ জন (০.০৫%)। যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার সুব্যবস্থাও যৌনপল্লীতে নেই। ছয় বছরের উর্ধ্বে যে ১,১১৪ জন শিশু-কিশোর এসব পল্লীতে বসবাস করে তাদের ১৮০ জনই (১৬%) নিরক্ষর এবং স্কুলে যায় না ৩০৫ জন (২৭%)। বাকীদের মধ্যে প্রাথমিক পাশ করেছেন ২৭২ জন (২৫%), মাধ্যমিক পাশ ১৫৬ জন (১৪%), এসএসসি পাশ ৫৯ জন (৫%), এইচএসসি পাশ ৩৭ জন (৩%) এবং স্নাতক বা তার উপরে আছে ৬৩ জন (৬%)। স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪২ জন (৪%)। যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার এই অবস্থা বেশ উদ্বেগজনক।

শিক্ষা

সারণি ৮ (ক): যৌনপল্লীর শিক্ষাচিত্র

অবস্থা	মোট	%
নিরক্ষর	৩০৪	৮.১৭
স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন	২,০৬৯	৫৫.৬০
প্রাথমিক	৯৪৬	২৫.৪২
মাধ্যমিক	৩৭৬	১০.১০
এসএসসি/সমমান	২৪	০.৬৪
এইচএসসি/সমমান/ তার উপরে	২	০.০৫

যৌনকর্মীদের শিক্ষাচিত্র

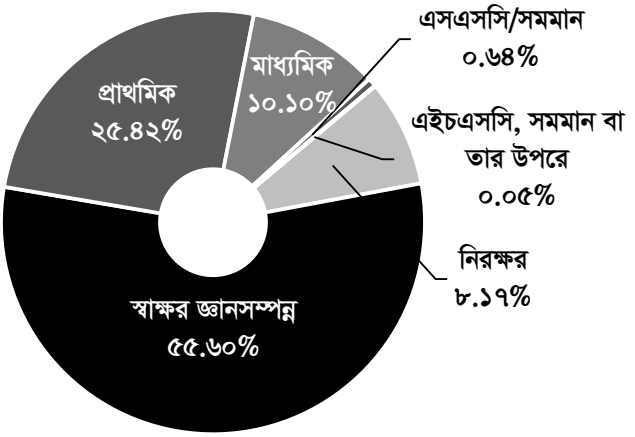

যৌনকর্মীর সন্তানদের শিক্ষা

সারণি ৮ (খ): যৌনকর্মীর সন্তানদের শিক্ষা

অবস্থা	সন্তান সংখ্যা
নিরক্ষর (৬ বছরের উপরে)	১৮০
প্রাথমিক	২৭২
মাধ্যমিক	১৫৬
এসএসসি/সমমান	৫৯
এইচএসসি/সমমান	৩৭
স্নাতক বা তার উপরে	৬৩
ঝরে পড়া	৪২
স্কুলে যায় না	৩০৫
মোট	**১,১১৪**

যৌনকর্মীর সন্তানদের শিক্ষাচিত্র

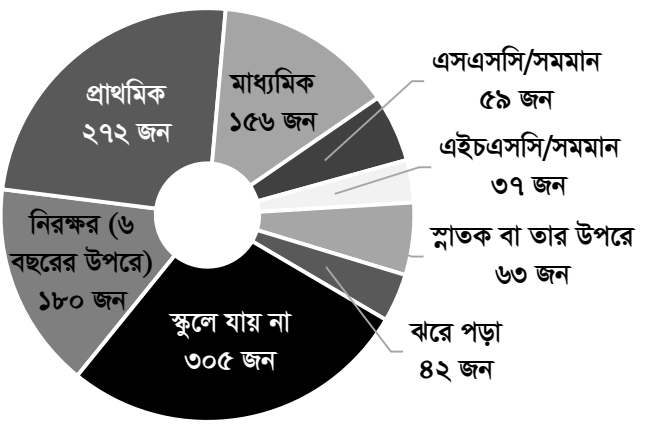

বাসস্থান

এগারোটি যৌনপল্লীতে যে ৪২৭টি বাড়ি বা ঘর তার মধ্যে ৩৯টি কাঁচা। এর মধ্যে ৩৮টি বানিশান্তা যৌনপল্লীতে। মোংলা বন্দর ও সুন্দরবনঘেঁষা এ যৌনপল্লীর ঘরগুলোর মেঝে মাটির এবং ছাউনি গোলপাতার। এসব ঘর খানিকটা স্যাঁতস্যাঁতে। তবে গরমের সময় বেশ ঠান্ডা থাকে। কাঁচাঘরগুলোর কক্ষের গড় আয়তন ৯০ বর্গফুট যা যৌনপল্লীর অন্যান্য বাড়ির কক্ষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। যৌনপল্লীগুলোতে টিনের বেড়া ও টিনের ছাউনি অর্থাৎ টিন-সেড-এর ঘর আছে ৯১টি। টিনসেড বাড়িগুলোর অধিকাংশ দৌলতদিয়া, সিঅ্যান্ডবি ঘাট এবং জামালপুর যৌনপল্লীতে। এসব বাড়ির কক্ষের গড় আয়তন ৭৪ বর্গফুট যা অন্যান্য বাড়ির কক্ষের গড় আয়তন থেকে সামান্য কম। আধাপাকা বাড়ি অর্থাৎ পাকা দেয়াল ও টিনের ছাউনির বাড়ির সংখ্যা সব থেকে বেশি—২৬৭টি।

দৌলতদিয়া, বাগেরহাট, টাঙ্গাইল, যশোর, পটুয়াখালী এবং জামালপুরের যৌনপল্লীগুলোতে আধাপাকা বাড়ির সংখ্যা বেশি। এসব বাড়িতে কক্ষের গড় আয়তন ৭৫ বর্গফুট। যৌনপল্লীগুলোতে ৩০টি পাকা বাড়ির অধিকাংশ ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুরের রথখোলা যৌনপল্লীতে। এসব পাকা বাড়ির কক্ষের গড় আয়তন ৮৬ বর্গফুট।

সারণি ৯ (ক): ঘরবাড়ি ও বাসস্থান

বাসস্থানের ধরন	বাড়ির সংখ্যা	কক্ষের গড় আয়তন (বর্গফুট)
কাঁচাবাড়ি	৩৯	৯০
টিন-সেড	৯১	৭৪
আধাপাকা	২৬৭	৭৫
পাকা	৩০	৮৬

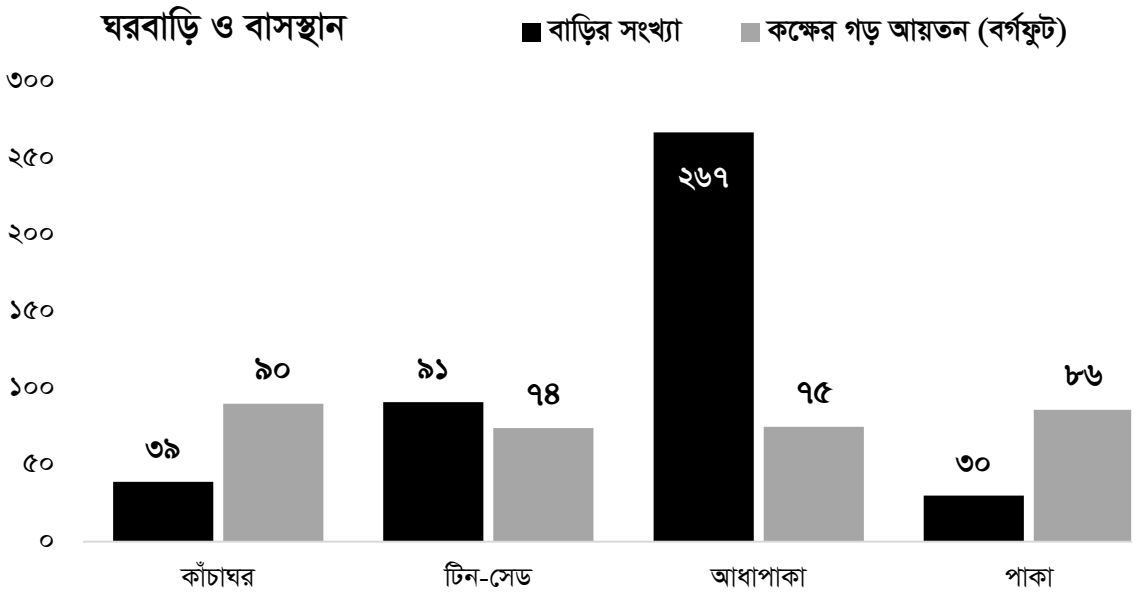

বসবাসের ব্যবস্থা

যৌনকর্মীদের অধিকাংশ (৮২.৯৬%) একজন একটি কক্ষে বাস করেন এবং কাজ করেন। ঘরের পাশেই অধিকাংশের রান্নার ব্যবস্থা। একাধিক কক্ষ নিয়ে বাস করেন এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ৫৪ জন। দুইজন বা তার বেশি যৌনকর্মী একটি কক্ষে বাস করেন এবং কাজ করেন এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ৫৮০ জন বা ১৫.৫৯ শতাংশ। দুইজন বা তার অধিক যৌনকর্মী একটি ঘর সবথেকে বেশি ব্যবহার করেন ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে। এ যৌনপল্লীর ৭০ শতাংশ বা ২৪৫ জন যৌনকর্মী কক্ষ ভাগাভাগি করে বসবাস করে। এর বড় কারণ ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর কক্ষ ভাড়া সবচাইতে বেশি। এগারোটি যৌনপল্লীর মধ্যে দশটি কক্ষ ভাড়া যেখানে দৈনিক সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা ময়মনসিংহে একই সমান কক্ষের ভাড়া ১,০০০ টাকা।

সারণি ৯ (খ): বসবাসের ব্যবস্থা

ব্যবহারের ধরন	সংখ্যা	%
একজনের জন্য একটি কক্ষ	৩,০৮৭	৮২.৯৬
একজনের জন্য একাধিক কক্ষ	৫৪	১.৪৫
দুইজন বা তার বেশিজনের জন্য একটি কক্ষ	৫৮০	১৫.৫৯

যৌনপল্লীতে কক্ষের ব্যবহার

যৌনপল্লীতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

অধিকাংশ যৌনপল্লীতেই পাকা পায়খানা বা স্যানিটারি ল্যাট্রিন আছে। পাকা পায়খানা ব্যবহার করেন এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ২,৮২২ জন (৭৫.৮৪%)। তবে কাঁচা এবং আধাপাকা পায়খানার ব্যবহারও রয়েছে। কাঁচা বা ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে এমন যৌনকর্মী আছেন ২২১ জন (৫.৯৪%) এবং রিং স্লাবের তৈরী পায়খানা ব্যবহার করেন ৬৭৮ জন (১৮.২২%)। সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লীর সব যৌনকর্মীই ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে। এখানে একটি ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে ১১-২০ জন যৌনকর্মী। এসব ঝুলন্ত পায়খানা পদ্মা নদীর কিনারে। এর বাইরে জামালপুরে ২১ জন এবং বানিশান্তায় ৪০ জন যৌনকর্মী ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করেন। বানিশান্তার ৪০ জন যৌনকর্মীই ঝুলন্ত পায়খানাকেই আবার গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করে। একটি পায়খানা একজন ব্যবহার করে এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা মাত্র দুই। অন্যদিকে ৫-১০ জন একটি টয়লেট ব্যবহার করে এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ২৩০২ (৩৮.০৮%) এবং ১১-২০ জন একটি টয়লেট ব্যবহার করে এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ১,৪১৭ (৩৮.০৮%। সিঅ্যান্ডবি ঘাট (ফরিদপুর), বাবুবাজার (যশোর), মাড়ুয়া মন্দির (যশোর) এবং বানিশান্তা যৌনপল্লীতে কোনো পাকা পায়খানা নেই।

স্যানিটেশন ব্যবস্থা

সারণি ১০: স্যানিটেশন ব্যবস্থা

পায়খানার ধরন	যৌনকর্মীর সংখ্যা	হার (%)
কাঁচা/ঝুলন্ত	২২১	৫.৯৪
রিং স্লাব	৬৭৮	১৮.২২
পাকা	২,৮২২	৭৫.৮৪
টয়লেটের ব্যবহার	**যৌনকর্মীর সংখ্যা**	**হার (%)**
একজন কর্মীর জন্য একটি	২	০.০৫
৫-১০ জন কর্মীর জন্য একটি	২,৩০২	৬১.৮৭
১১-২০ জন কর্মীর জন্য একটি	১,৪১৭	৩৮.০৮

পায়খানার ধরন

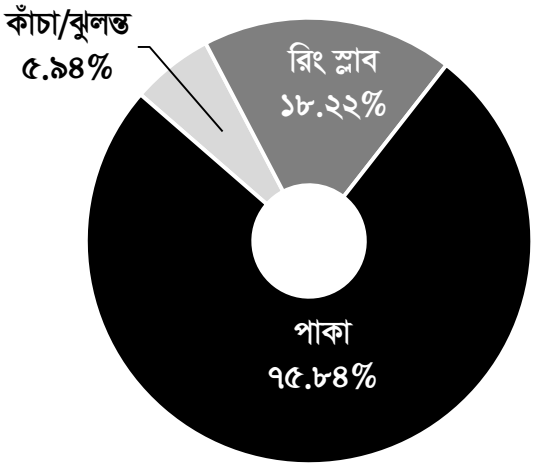

ভূমি ছাড়া অন্য সম্পদ

যৌনকর্মীদের সম্পদের মধ্যে রয়েছে স্বর্ণ, টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন এবং সাউন্ড বক্স। যারা যৌনকর্মের পাশাপাশি অন্য ব্যবসার সাথে যুক্ত তাদের দোকানের মালিকানা আছে। যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের মধ্যে ১,৫০৬ জনের (৪০.৪৭%) স্বর্ণালঙ্কার আছে। সাধারণ দোকান আছে ২৩১ জনের (৬.২১%)। এগারোটি যৌনপল্লীতে ১২৪ জন যৌনকর্মীর (৩.৩৩%) মদের দোকান আছে এবং মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ১৫৮ জন যৌনকর্মী (৪.২৫%)। অন্যান্য সম্পদের মধ্যে ১,৬১৩ জন (৪৩.৩৫%) যৌনকর্মীর টেলিভিশন, ৪৮৩ জনের (১২.৯৮%) ফ্রিজ, ৩,৩০৭ জনের (৮৮.৮৭%) মোবাইল ফোন এবং ১,২৩৭ জনের (৩৩.২৪%) স্পিকার বা সাউন্ড বক্স আছে। বানিশান্তা যৌনপল্লীর কোনো যৌনকর্মীর সাউন্ড বক্স নেই। দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে ১৬টি টেইলরিং-এর দোকান এবং চারটি মোবাইল রিচার্জের দোকান আছে।

ভূমি ছাড়া অন্য সম্পদ

সারণি ১১: ভূমি ছাড়া অন্য সম্পদ

সম্পদের প্রকারভেদ	সম্পদের বিবরণ	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
স্বর্ণ		১,৫০৬	৪০.৪৭
ব্যবসা	দোকান (সাধারণ)	২৩১	৬.২১
	মদের দোকান	১২৪	৩.৩৩
	মাদক ব্যবসা	১৫৮	৪.২৫
ব্যবহারিক পণ্য	টেলিভিশন	১,৬১৩	৪৩.৩৫
	ফ্রিজ	৪৮৩	১২.৯৮
	মোবাইল ফোন	৩,৩০৭	৮৮.৮৭
অন্যান্য	স্পিকার/সাউন্ড বক্স	১,২৩৭	৩৩.২৪

আর্থিক অবস্থা

এগারোটি যৌনপল্লীতে ঋণ আছে এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ২,০৭৬ জন (৫৫.৭৯%) এবং তাদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ২৩,৯০৯ টাকা। ঋণের পরিমাণ যাই হোক, যৌনকর্মীদের দৈনিক বা মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসেব করলে এটিই তাদের জন্য অনেক বেশি। যৌনকর্মীদের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। জরিপের তথ্যমতে, মোট ৯৫২ জন (২৫.৫৮%) যৌনকর্মীর ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় আছে যার পরিমাণ মাথাপিছু ১৫,৫৭৭ টাকা। এছাড়াও ৫৫৪ জন (১৪.৮৯%) যৌনকর্মীর ব্যাংক হিসাব আছে এবং এসব হিসাবে মাথাপিছু গড় জামানতের পরিমাণ ৬৮,২৭২ টাকা। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৩৮০ জন (১০.২১%) সিরিয়াল বা লটারি এবং অন্য কোনো মাধ্যমে সঞ্চয় করেন। এসবের মাধ্যমে জমানো টাকার পরিমাণ গড়ে ১৫,০৭২ টাকা। এখানে উল্লেখ্য টাঙ্গাইল, দৌলতদিয়া, পটুয়াখালী ও বানিশান্তা যৌনপল্লীতে সিরিয়াল বা লটারি নেই। অল্পসংখ্যক যৌনকর্মীর মোবাইল ব্যাংকিং বা বিকাশ একাউন্ট আছে।

সারণি ১২: যৌনকর্মী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ধরন	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%	মাথাপিছু গড় টাকার পরিমাণ
ঋণ আছে	২,০৭৬	৫৫.৭৯	২৩,৯০৯
সঞ্চয় (সমিতি, ব্যাংক ও অন্যান্য)	৯৫২	২৫.৫৮	১৫,৫৭৭
ব্যাংক হিসাব	৫৫৪	১৪.৮৯	৬৮,২৭২
অন্যান্য: সিরিয়াল বা লটারি	৩৮০	১০.২১	১৫,০৭২

খাবার পানি

এগারোটি যৌনপল্লীতে খাবার পানির প্রধান উৎস নলকূপ। তবে যৌনকর্মীরা খাওয়া ও অন্যান্য কাজের জন্য একাধিক উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করেন। যৌনকর্মীদের মধ্যে ২,৬৯৬ জন (৭২.৪৫%) খাওয়ার জন্য নলকূপের পানি ব্যবহার করেন। গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করেন ৪০০ জন (১০.৭৫%) এবং পাইপ লাইনের পানি ব্যবহার করেন ১,০৪২ জন (২৮%)। যৌনপল্লীভেদে পানির প্রাপ্যতাও এর ব্যবহার নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে পাইপ লাইনের ব্যবস্থা আছে। এখানকার ৩৫০ জন যৌনকর্মী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পাইপ লাইনের পানি ব্যবহার করেন। আবার বানিশান্তায় পাইপ লাইনের ব্যবস্থা নেই। এখানকার ১০ জন যৌনকর্মী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নলকূপের পানি ব্যবহার করেন এবং ৬০ জন নদীতে গোসল করেন।

সারণি ১৩: পানির উৎস

মূল উৎস	ব্যবহারকারীর সংখ্যা	%
নলকূপ	২,৬৯৬	৭২.৪৫
গভীর নলকূপ	৪০০	১০.৭৫
পাইপ লাইনের পানি	১,০৪২	২৮.০০

খাবার পানির উৎস

বিদ্যুৎ সংযোগ ও জ্বালানী

এগারোটি যৌনপল্লীর মধ্যে বানিশান্তা বাদে বাকী ১০টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির হার ৯০.৯০ শতাংশ। গড়ে দৈনিক ২১.৬ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে। বানিশান্তায় সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বেশি। দৌলতদিয়া, পটুয়াখালীতেও সৌরশক্তির ব্যবহার রয়েছে। এগারোটি যৌনপল্লীতে সৌরশক্তি ব্যবহার করে এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ১০৫ জন। রান্নার জ্বালানীর জন্য যৌনকর্মীদের একটি বড় অংশ ১,৬৬৬ জন (৪৪.৭৭%) কাঠ-লাকড়ির উপর নির্ভরশীল। সিলিন্ডার গ্যাসের ব্যবহারও রয়েছে। এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬৯১ জন (১৮.৫৭%)। এছাড়াও ৮২৬ জন (২২.২০%) কেরোসিন এবং ৫৩৮ জন (১৪.৪৬%) অন্যান্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে। পটুয়াখালী, যশোরের বাবুবাজার ও মাড়ুয়া মন্দির যৌনপল্লীতে কেরোসিনের ব্যবহার নেই।

সারণি ১৪: শক্তির ব্যবহার

ধরন	সংখ্যা	%
সৌরশক্তি	১০৫	২.৮২
কাঠ-লাকড়ি	১,৬৬৬	৪৪.৭৭
কেরোসিন	৮২৬	২২.২০
সিলিন্ডার গ্যাস	৬৯১	১৮.৫৭
অন্যান্য	৫৩৮	১৪.৪৬

জ্বালানি ও অন্যান্য শক্তির ব্যবহার

জ্বালানী

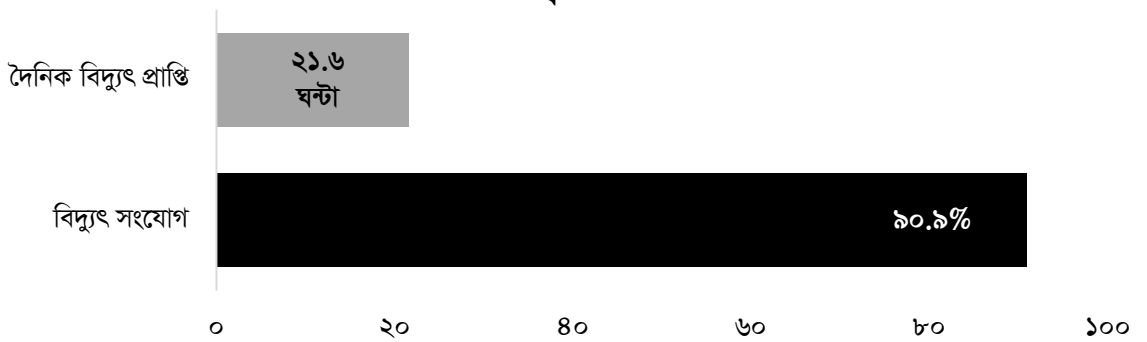

সামাজিক নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি ও যৌনকর্মী

যৌনকর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট করে সরকারের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি নেই। তবে বিভিন্ন নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি থেকে তারা সেবা পেতে পারে। এগারোটি যৌনপল্লীতে সরকারি নানা নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি থেকে সরাসরি সেবা গ্রহণ করছেন ২৪৩ জন। এদের মধ্যে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় সেবা পান ১৭৪ জন। এদের মধ্যে জামালপুরে ২১ জন, ময়মনসিংহে তিনজন এবং ঈদ উপলক্ষে দৌলতদিয়ায় ১৫০ জন এই সুবিধা পান। বয়স্ক ভাতা পান ১০ জন যাদের মধ্যে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে আছেন তিনজন, দৌলতদিয়ায় তিনজন এবং বানিশান্তায় চারজন। এগারোটি যৌনপল্লীর মধ্যে শুধুমাত্র দৌলতদিয়াতেই ভিজিডি বা Vulnerable Group Development সেবার ব্যবস্থা আছে। এখানে ভিজিডি সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১০ জন। জামালপুর, দৌলতদিয়া এবং বানিশান্তায় মোট চারজন মাতৃত্বকালীন ভাতা পান। দুগ্ধ প্রদানকারী মায়ের ভাতা (Lactating Mothers' Allowance) পান জামালপুর যৌনপল্লীতে দুইজন ও রথখোলা পল্লীতে ২০ জন। এছাড়াও তিনজন অক্ষমতা ভাতা, একজন বিধবা ভাতা এবং ১০ জন যৌনকর্মীর সন্তান প্রাথমিক বৃত্তি পান।

সারণি ১৫: নিরাপত্তা-জাল কর্মসূচি ও সুবিধা

কার্যক্রম	সংখ্যা
ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding)	১৭৪
বয়স্ক ভাতা	১০
অক্ষমতা ভাতা	৩
ভিজিডি (Vulnerable Group Development)	১০
ওএমএস (Open Market Sales)	১০
প্রাথমিক বৃত্তি	১০
মাতৃত্বকালীন ভাতা	৪
দুগ্ধ প্রদানকারী মায়ের ভাতা (Lactating mothers' allowance)	২২
মোট	**২৪৩**

খদ্দের

যৌনপল্লীগুলোতে নানা শ্রেণি ও পেশার খদ্দের আসে। যৌনপল্লীর অবস্থান, খ্যাতি এবং যৌনসেবার মান খদ্দের আকর্ষণের মূল অনুষঙ্গ। যৌনপল্লীতে যারা যাতায়াত করে তাদের মধ্যে সবসময়ই আছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, চাকরিজীবী, শিক্ষার্থী, শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষ। তবে ইদানিং কিশোর বা কম বয়সী খদ্দেরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে (তাহমিনা ও মোড়ল, ২০০০)। সেড-এর জরিপের তথ্যমতে, নানা শ্রেণি ও পেশার খদ্দেরের মধ্যে ব্যবসায়ী ৩৩%, পেশাজীবী (আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক ইত্যাদি) ৫%, শিক্ষার্থী ১৬% এবং অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষ ৪০%।

সারণি ১৬: খদ্দের

খদ্দেরের ধরন	%
ব্যবসায়ী	৩৩
পেশাজীবী (আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক ইত্যাদি)	৫
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য	৬
শিক্ষার্থী	১৬
অন্যান্য	৪০
মোট	**১০০**

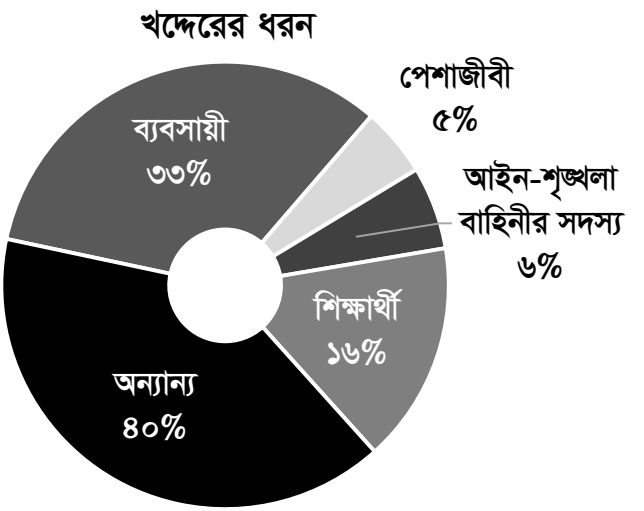

তথ্যসূত্র: (১) কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা এবং শিশির মোড়ল (২০০০)। *বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি: জীবনের দামে কেনা জীবিকা*। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)। ঢাকা।

ময়মনসিংহ যৌনপল্লী: মদ, প্রতারণা, লাঞ্ছনা এবং মর্যাদাহীন জীবনের গল্প

ফিলিপ গাইন

ময়মনসিংহ শহরের গাঙ্গিনাপাড় রোড থেকে পঁচিশ গজের মতো ভেতরে উত্তরদিকে নাক বরাবর আট ফুটের মতো এক টুকরো দেয়াল একটি গলিকে আড়াল করে রেখেছে। দেয়ালটির দুই পাশ দিয়েই গলিটিতে ঢোকা যায়। দেয়ালের উপরের দিকে বড় সাইনবোর্ডে দুটো প্রতিষ্ঠানের নাম—শুকতারা কল্যাণ সংস্থা এবং শুকতারা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি। স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াবার কিছু পরামর্শও লেখা আছে দেয়ালটিতে। দেয়ালটির যেকোনো দিক দিয়ে গলিতে ঢোকার আগে প্রশস্ত জায়গাটি থেকে বুঝার উপায় নেই ভেতরে কী আছে বা হচ্ছে। তবে এলাকাবাসী জানে ভেতরে কী আছে। এটিই ময়মনসিংহ শহরের ব্যস্ত একটি এলাকার মধ্যে শতবছরের পুরানো যৌনপল্লী।

১২ অক্টোবর (২০১৮) বৃষ্টিভেজা এক সন্ধ্যায় যৌনপল্লীটি দেখতে যাই। গলিতে ঢুকেই বুঝতে পারি এটি একটি ছোট ভিন্ন জগত। দুশো মিটারের মত গলির দুই পাশে এগারোটি বাড়ি। গলির দুইপাশে ছোট ছোট দোকান। প্রতিটি দোকানের সামনে দুই সারি কাঠের বেঞ্চ পাতা। প্রতিটি দোকানের মূল পণ্য বাংলা মদ। সাথে পান-সিগারেট, চা ও কোমল পানীয় বিক্রি হচ্ছে। প্রত্যেক বাড়ির সামনে নানা বয়সের যৌনকর্মী রঙিন ও সংক্ষিপ্ত পোশাকে সেজেগুজে খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করছে। দোকানগুলোর উপর টিনের ছাউনি। খরিদ্দারদের বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য। শুক্রবারের সন্ধ্যা। খরিদ্দারদের আনাগোনা বেশি। বাংলা মদের গন্ধ বাতাসে। এখানে যে যার মতো পান করে চলেছে। কোনো বাধা-বিপত্তি নেই। কাঁচের কাপ, গ্লাস, টাইগার ও প্লাস্টিকের বোতলে চলছে মদ্যপান। বাংলা মদের বেচাকেনা এখানে অবাধ। মাঝেমধ্যে হালকা মাতলামি করতে করতে কেউ বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ গলির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

যৌনপল্লীর দক্ষিণে প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে উত্তর দিকে যত এগুনো যাবে বাংলা মদ, যৌনকর্মী ও মক্কেলদের ভিড় তত বেশি। বহুতল ভবনের পাশাপাশি অতীতের কিছু পুরানো ঘরও আছে। বহুতল ভবনগুলো সম্প্রতি তৈরি। এর মধ্যে একটি বাড়ি ছয়তলা হবে, বেশ লম্বা। রাস্তার দিকটা ইস্পাতের গ্রীল দিয়ে আটকানো। বাড়িটির সিঁড়িতে যৌনকর্মী ও খদ্দেরদের ভিড়। গলি থেকে উপরে তাকালে প্রত্যেক তলায় চোখে পড়ে নানা বয়সের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীল ধরে।

প্রথম দিন ঘুরেফিরে দেখি। আমার সাথে যৌনকর্মীদের এক নেত্রী থাকায় স্বচ্ছন্দে উকিঝুঁকি মারি। তবে যেখানেই যাই সবার চোখ আমাদের দিকে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ আলাদা। যৌনকর্মী ও খরিদ্দারদের বুঝতে কষ্ট হয় না আমরা তাদের দলের নই। স্বচ্ছন্দে পল্লী ঘুরে দেখার জন্য আমরা কথা বলতে যাই শুকতারার দুই নেত্রী লাভলী হোসেন (৩৯) এবং রুমানা আক্তার রুমার (৩৫) সাথে। একজন শুকতারা কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী এবং আরেকজন সেক্রেটারি। এরা যৌনকর্মীদের সমবায় সমিতিরও প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি। একটি পাকা বাড়ির তিনতলায় ছিমছাম একটি ঘরে দুইজন খাটের উপর বসে আছেন। দুজনই সজ্জন ও উচ্চকণ্ঠ। অনেকে তাদের ঘরে আসছে-যাচ্ছে। বাধা নেই। দুজনই একসময়কার সক্রিয় যৌনকর্মী। বর্তমানে বয়স হয়েছে এবং শুকতারার কাজ নিয়েই চিন্তা আর দুশ্চিন্তায় থাকেন। যৌনপল্লীর প্রায় সব মেয়েই শুকতারার সদস্য। তবে শুকতারা সমবায়ের সদস্য মাত্র ৪০ জনের মতো। এ দুইজনের জীবন কাহিনী আর দশজন যৌনকর্মীর মতোই। দুঃখ-যন্ত্রণায় ভরা। তবে তারা এখন কোনো কিছুই তোয়াক্কা করেন না। উভয়েরই কিছু সহায়-সম্পদ হয়েছে।

রুমার যৌনপল্লীর বাইরে ছোট দুটো বাড়ি আছে। সেখানে থাকেন রাতের বেলা। দিনের বেলা কাটান

যৌনপল্লীতে। লাভলী বেগম মেয়ে বড় করেছেন যৌনপল্লীর বাইরে রেখে এবং বিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি তার খাটের উপরই বেশিরভাগ সময় পার করেন আর সবাইকে উপদেশ-নির্দেশ দিতে থাকেন। যৌনপল্লীর বাইরে তার আছে উল্লেখ করার মতো দুটো বাড়ি—একটি ময়মনসিংহ শহরে এবং আরেকটি নেত্রকোনা জেলার গ্রামে।

গলদ্‌ঘর্ম সাধারণ যৌনকর্মী

আমাদের কথা বলতে হবে সাধারণ যৌনকর্মীদের সাথে এবং দেখতে হবে তাদের থাকা-খাওয়ার পরিবেশ এবং বুঝতে হবে আয়-রোজগারের অবস্থা। লাভলী বেগমের ঘর ছেড়ে আমরা নীচে নেমে আসি রাত সাড়ে নয়টার দিকে। তখন গলি আরো সরগরম। কারণ ছুটির দিনে এটি খদ্দের ও যৌনকর্মীদের জন্য মোক্ষম সময়। বাংলা মদ চলছে পুরোদমে। খদ্দেররা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামায় ব্যস্ত। গলির মুখে মেয়েরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেরের আসায়। খদ্দের পেয়েও যাচ্ছে। খদ্দের তাকে পেতেই হবে।

লাভলী বেগমের ঘর থেকে নেমে নীচতলার সিঁড়িঘেঁষা একটি কক্ষে থাকেন সালমা। সাথে তার স্বামীর মদের ছোট দোকান। থাকার ঘর ও দোকান মিলে বড়জোর ১২০ বর্গফুট, ভাড়া দৈনিক ১৫০০ টাকা। অর্থাৎ মাসে ৪৫,০০০ টাকা। আমরা চমকে যাই। অবিশ্বাস্য মনে হয়। মাঝারি গড়নের সালমার বয়স হবে ৩০-এর কাছাকাছি। সালমার স্বামী কিডনির পীড়ায় আক্রান্ত। ভগ্ন স্বাস্থ্য। আমরা তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। দু'একটি কথা বলার পর চুপসে যায় সে। সব সময় ব্যথায় কাতর।

একটি বাংলা মদের দোকানে বসি। কী মদ বিক্রি হচ্ছে, কোথা থেকে আসছে তার খোঁজ নেই। ছোট কাপ, গ্লাস ও ছোট মাম, ফান্টা, পেপসি, টাইগার এসব বোতলে পানি মেশানো বাংলা মদ বিক্রি হচ্ছে। দোকানি পুরো বোতল দিচ্ছে খরিদ্দারদেরকে। আবার বড় ক্যান থেকে দিচ্ছে। আমি একটু পরখ করে দেখতে চাইলাম। দোকানদার মেপে আমাকে পঞ্চাশ টাকার পানি মেশানো বাংলা মদ দিলেনও। টাইগারের বোতলের আধাআধি পেলাম পঞ্চাশ টাকায়। স্বাদ না কেরু, না বিদেশী। স্বাদে গারোদের চুবিচ্চি, পার্বত্য চট্টগ্রামের দোচোয়ানি, সান্তাল-ওরাঁওদের হাড়িয়া-হান্ডিও নয়। তবে যে কেউ এটি খাচ্ছে, মজে যাচ্ছে, আরো খাচ্ছে, বার বার খাচ্ছে। নিজে একটুখানি পান করার পর অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারি বাংলা মদের তেজ।

পরের দিন আবার যখন যৌনপল্লীতে যাই তখন গলির উত্তর দিকটায় একটি চারতলা দালানের চারতলায় দেখতে পাই বাংলা মদের গুদাম। দুটি প্রশস্ত কক্ষ। সকালবেলা চার-পাঁচজন কর্মী মিলে এ ঘর থেকে ও ঘরে মদ নিচ্ছে। তারপর সেগুলোকে শত শত পুরানো বোতলে ভরছে একটি বড় প্লাস্টিকের ট্যাংকি থেকে ট্যাপের মাধ্যমে। বড় বড় ক্যানে বাংলা মদ আসে ডিপো থেকে। "আর এখানে আমরা পানি দিয়ে মিশিয়ে ৭২টি ছোট দোকানে সরবরাহ করি। তারা সেগুলোই খরিদ্দারদের কাছে দিনরাত বিক্রি করছে," জানালেন এক কর্মী। বাংলা মদের সাথে যে পানি মেশানো হচ্ছে তা গভীর নলকূপ থেকে তোলা, জানালেন একজন। তবে যেসব বোতলে মদ ঢালা হচ্ছে সেগুলো আগে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বারবার যে একই বোতল ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এসব বোতলেই আগের দিন মুখ লাগিয়ে অনেককে বাংলা মদ গিলতে দেখেছি।

বাংলা মদের সাথে যেভাবে পানি মেশানো হচ্ছে, যে বোতলে যেভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে তাতে কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে কী না জানতে চাইলে একই তলায় কাজ করেন এমন একজন মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট বললেন, "যে পরিবেশে মদ আর পানি মেশানো হচ্ছে এবং যেভাবে মদ সবাই পান করছে তা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। মদের সাথে ঘুমের বড়ি পর্যন্ত মেশানো হয় যাতে নেশার সাথে তাড়াতাড়ি ঘুম লাগে।" ময়মনসিংহে মদের যে রমরমা ব্যবসা তা দেশের বিভিন্ন স্থানে আর যে দশটি যৌনপল্লী আছে তার কোথাও নেই। "এখানে মদ না থাকলে কোনো খরিদ্দার আসবে না" বললেন খদ্দেরের জন্য অপেক্ষমান এক যৌনকর্মী।"

ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সর্দারনিদের দাপট। এ যৌনপল্লীতে সর্দারনি আছেন ৬৭ জন। "বছর পাঁচ-সাত আগেও ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে বহুতল বিশিষ্ট পাকা বাড়ি ছিল না। তখন ঘরভাড়া অন্য যৌনপল্লীর মতোই সস্তা ছিল (একটি কক্ষের জন্য দৈনিক বড়জোর ৩০০ টাকা ভাড়া ছিল তখন)," বললেন ১৩-১৪ বছর বয়সে হারিয়ে গিয়ে এ যৌনপল্লীতে বিক্রি হয়ে যাওয়া বাসনা (ছদ্মনাম)। তার বয়স এখন ৫০। নিজের যৌনকর্ম করার বয়স ফুরিয়েছে। তবে বাড়ীর মালিকের কাছ থেকে লীজ নিয়ে চারটি ঘরে তিনি তিনটি অল্প বয়সের যৌনকর্মীকে খাটিয়ে রোজগার অব্যাহত রেখেছেন। নিজে থাকেন একটি ঘরে।

বাসনাই বুঝিয়ে বললেন কীভাবে চলে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীটি। যে এগারোটি বাড়ি নিয়ে যৌনপল্লী তার সবগুলোর মালিক ময়মনসিংহ শহরের মানুষ। তারা সরাসরি যৌনকর্মীদের কাছে ঘর ভাড়া দেন না। সর্দারনি বা প্রভাবশালী যৌনকর্মীরা এসব বাড়ীর ২২৪টি কক্ষ লীজ নিয়ে নিয়েছেন। একেক কক্ষের লীজ মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে লাখ টাকা। এসব সর্দারনিই তার অধীনে খাটা বাঁধা যৌনকর্মী বা স্বাধীন যৌনকর্মীদের কাছে কক্ষ ভাড়া দেন।

নাসিমা এমনই একজন যৌনকর্মী যিনি একা থাকেন একটি কক্ষে। তার কক্ষে ঢোকার আগে আরেকটি কক্ষ। দুটো কক্ষের প্রতিটির ভাড়াই দৈনিক পনেরশো টাকা করে। কক্ষের আয়তন ১২০ বর্গফুটের বেশি নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি মেয়ে থাকে একটি কক্ষে। পিয়া চৌধুরী (৩০) ও নীল আশা (২৫) এমনই দুই যৌনকর্মী যারা একটি কক্ষে দুটো খাট পেতে কাজ করেন। খদ্দের ঘরে এলে মাঝখানে একটি পর্দা টেনে ঘরটাকে দুভাগ করা হয়। কক্ষের আয়তন ১২০ বর্গফুটের বেশি নয়। ভাড়া দৈনিক ১৫০০ টাকা। মেয়ে দুটোর মধ্যে পিয়া বেশি ক্ষুব্ধ সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি। তার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিদিন তিনি প্রতারিত হচ্ছেন। তারা কক্ষটি সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছেন। মেয়ে দু'টি দেখতেও পরিপাটি। তাদের ঘর রাস্তার পাশেই। এক খদ্দের বিদায় করে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় রাস্তায়, বাড়ীর ফটকের সামনে। এভাবেই চলে সকাল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত রোজগারের চেষ্টা। সারাদিন রোজগার করে যা উপার্জন তার সবটাই শেষ হয়ে যায় ঘরভাড়া ও অন্যান্য খরচ মেটাতে। ঘাটতি মেটাতে ঋণ করতে হয়। এ যৌনপল্লীর ২২৪টি কক্ষের প্রতিটির গড় দৈনিক ভাড়া এক হাজার টাকার কম নয়। তিনশো পঞ্চাশ জন যৌনকর্মী এসব ঘরে থেকে যৌনকর্ম করেন এবং প্রতিদিন বাড়ির মালিক, সর্দারনি ও নানা বয়সের খদ্দেরদের অর্থলোভ আর জৈবিক চাহিদা মেটায়।

যে ঘরের জন্য একজন যৌনকর্মীকে দিনে হাজার টাকা এবং মাসে তিরিশ হাজার টাকা গুনতে হয় তার আয়তন গড়ে ১০০ বর্গফুট। ময়মনসিংহ শহরে যৌনপল্লীর বাইরে ১০০ বর্গফুটের একটি কক্ষের ভাড়া বড়জোর তিন হাজার টাকা। এই যে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া সংগ্রহ হচ্ছে প্রতিদিন তার অর্ধেক বা তারও কম পাচ্ছেন বাড়ির প্রকৃত মালিক বাকীটা হাতড়ে নিচ্ছে সর্দারনি।

"বহুতল ভবন যখন ছিল না তখন মেয়েরা অন্য যৌনপল্লীর মতোই ঘরভাড়া দিত। কিন্তু তখন এখানে মাস্তান, পুলিশ, সন্ত্রাসীদের অত্যাচার ছিল যা এখন নেই" বললেন বাসনা।

কিন্তু এখন যেভাবে যৌনকর্মীদের প্রতিদিন নগদ টাকা গুনতে হয় ঘরভাড়া এবং অন্যান্য খরচের জন্য তাতে তারা একেবারেই গলদ্‌ঘর্ম। অনেক যৌনকর্মীর সাথে কথা বলে জানা গেল তাদের একেক জনের দৈনিক খরচ গড়ে কমপক্ষে ২০০০ টাকা। এমন অনেককে পেয়েছি যাদের খরচ তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। সন্তানদের লেখাপড়া ও ঋণ মেটাতে প্রতিদিন তাদেরকে এতো টাকা গুনতে হয়। এই টাকা রোজগার করা সবার পক্ষে অসম্ভব প্রায়। দৈনিক খরচের টাকা রোজগার করতে হলে একটি মেয়ের পাঁচ থেকে ১০ জন খদ্দের চায়। এতো খদ্দের কি এখানে আসে? উত্তর 'না'। তাহলে কীভাবে চলেন যৌনকর্মীরা। এমন কোনো যৌনকর্মী আমরা পেলাম না যার কোনো ঋণ নেই। এখানে ঘর ভাড়ার হিসাব প্রতিদিনের এবং দিন শেষে যেকোনো উপায়ে হোক ঘর

ভাড়ার টাকা দিতে হবে। এ জন্যই মেয়েদেরকে ঋণ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌনপল্লীর বাইরের পরিচিত জন বা খদ্দেরদের কাছ থেকে তারা ঋণ করেন। ঋণের জন্য প্রত্যেককেই চড়া সুদ দিতে হয়। আর এভাবে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা বাড়িওয়ালা, মদ ব্যবসায়ী, সর্দারনি আর ঋণদাতাদের জালে এমনভাবে ফেসে আছে যে তারা আজ সত্যি-সত্যিই যৌনদাসীতে পরিণত হয়েছেন। এরা আধুনিক কালের দাস। বাংলাদেশে যৌনপল্লী, রাস্তায়, হোটেল ও বাসাবাড়িতে যে লাখের মতো নারী শরীর খাটিয়ে উপার্জন করে ও জীবিকা চালায় তাদের মধ্যে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীটি একেবারেই ব্যতিক্রম।

ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর বয়স্ক নারীরা

যৌনপল্লীতে যারা দাপুটে নারী তারাই সর্দারনি এবং সম্পদের মালিক। এরাই প্রকৃত বাড়ির মালিকদের থেকে ঘর লীজ নিয়ে অন্য যৌনকর্মীদের কাছে উচ্চ মূল্যে ভাড়া দেন। কিন্তু যারা সর্দারনি বা দাপুটে নন তাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এমনই একজন নারী মর্জিনা। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। রোজগারের জন্য ফুট-ফরমাস খাটা, মদের দোকান থেকে খদ্দেরের হাতে মদ পৌঁছে দেয়া, এসব করে যা হাতে আসে তা দিয়ে কোনো রকমে চলে। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে যে তিনজন বয়স্ক ভাতা পান তার মধ্যে মর্জিনা নেই, "কারণ মর্জিনার বয়স নিয়ে গোলমাল আছে। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুসারে একজনের বয়স ৬২ হতে হবে তবেই সে বয়স্ক ভাতা পাবে," বললেন শুকতারা কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী লাভলী।" মেয়েরা অনেক সময় জাতীয় পরিচয়পত্রে বয়স কম দেখায় এবং তারা বয়স্ক ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়।

বয়স হয়েছে এমন আরেক নারী সাবিয়া। বয়স ৫০। দেহ খাটিয়ে রোজগারের বয়স চলে গেছে। কিশোরগঞ্জের মেয়ে সাবিয়াকে ১২ বছর বয়সে এখনে এক মহিলা বিক্রি করে যায়। বারো থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি দেহ ব্যবসা করেছেন।

সাবিয়ার দুই মেয়ে। বিয়ে হয়েছে, তারা স্বামীর সাথে বাইরে থাকে। তাদের প্রত্যেকের একটি করে সন্তান আছে। তারপরও সাবিয়া বলেন, "আমার কেউ নেই। কোথাও যাবার জায়গা নেই। এই যৌনপল্লীকেই আমি আমার বাড়ি মনে করি।" ২০১৮ সালের মে মাস থেকে তার একটি চাকুরী হয়েছে। যৌনপল্লীর মেয়েদেরকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অন্য জায়গায় সেবা নেবার পরামর্শ দিতে লাইট হাউজ বলে একটি এনজিও কাজ শুরু করেছে। সাবিয়া সেখানকার একজন 'চেঞ্জ এজেন্ট'। কাজ এগারোটা থেকে পাঁচটা। বেতন নয় হাজার সাতশো তিরিশ টাকা। এই বেতনটা তার জন্য খুব কাজের হয়েছে। অত্যন্ত হাসি-খুশি, পরিপাটি ও তৃপ্ত সাবিয়া। তারপরও তার কিছু দুশ্চিন্তা আছে।

সাবিয়া থাকেন একনম্বর বাড়িতে। অর্থাৎ যৌনপল্লীর দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকলে হাতের ডানে প্রথম বাড়ি। ষাট হাজার টাকায় লীজ নেয়া একটি কক্ষ আছে তার। সেখানে একজন যৌনকর্মী রেখেছেন। তারপরও প্রতিদিন তাকে ঘরভাড়া দিতে হয় ৪৫০ টাকা বা মাসে ১৩,৫০০ টাকা। তাহলে সাবিয়ার চলে কী করে? 'বাকী টাকা আসে ধান্দা থেকে' সরল জবাব সাবিয়ার। ধান্দার ব্যাখ্যা হলো অফিস শেষ হলে সাবিয়া যৌনকর্মী ও খদ্দেরদেরকে মদ, পান-সিগারেট এগিয়ে দেন, তাদের ফুট-ফরমাস খাটেন। তার থেকে কিছু উপার্জন হয়।

এটাই ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর জীবন। মদ, প্রতারণা, লাঞ্ছনা, জীবিকার জন্য অমানবিক ও মর্যাদাহীন জীবন, অনিশ্চয়তা, কিছু মানুষের লোভ লালসা প্রতিমূহুর্ত যে বঞ্চনার গল্প তৈরি করছে তার উত্তাপ আটকে থাকে দুই একরের মতো জায়গার উপর এগারোটি বাড়ির ২২৪টি কক্ষে।

যৌনপল্লীতে কীভাবে আসে মেয়েরা

তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে মাকে খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে যায়। বাবা আবার বিয়ে করায় নওগাঁ জেলার নুনতি গ্রাম থেকে মা চলে যান তার বাবার বাড়ি সান্তাহারে। হাফ প্যান্ট পরা মেয়েটি মাকে খুঁজতে সান্তাহার আসে। কিন্তু মাকে সে খুঁজে পায় না। তাই বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনে চড়ে বসে। তার দুর্ভাগ্য বাড়ি না পৌঁছে চলে আসে ময়মনসিংহ শহরে। ক্ষুধার্ত অসহায় মেয়েটি কাঁদতে থাকে ময়মনসিংহ রেল স্টেশনে। এ সময়ই ঘটে যায় তার জীবনের মোড় ঘোরানো ঘটনা।

এক মহিলা তাকে নিয়ে আসে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে। হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় যে মেয়েটি ১৩ বছর বয়সে বিক্রি হয় ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে, সেই মেয়েটিই আজ ৫০ বছরের বাসনা (ছদ্মনাম)। দেহ ব্যবসা করে রোজগারের বয়স আর নেই। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর একটি পুরানো বাড়িতে বসবাস করেন চারটি কক্ষ লীজ নিয়ে। একটিতে নিজে থাকেন, বাকী তিনটিতে থেকে তিন-চারটি বিভিন্ন বয়সের যৌনকর্মী তার অধীনে কাজ করে। মেয়েগুলো তাকে 'মা' বলে। যৌনপল্লীর এটাই নিয়ম। বাঁধা যৌনকর্মীরা তাদের সর্দারনিকে 'মা' বলে ডাকেন।

যৌনপল্লীতে আসার পর এক সময় বিয়ে করেন বাসনা। বিয়ে করে দিনাজপুর চলে যান। এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম দেন। কিন্তু বিয়ে টেকেনি। "তাই ফিরে আসি আমার পুরানো ঠিকানা ময়ময়নসিংহ যৌনপল্লীতে," বলেন বাসনা।

ময়মনসিংহে ফিরে আসার পর আবার প্রেম, আবার বিয়ে। যৌনপল্লীতে এটাই স্বাভাবিক। সারাদিন খদ্দেরের পেছনে ছুটলেও অধিকাংশ যৌনকর্মী বিশেষ করে যারা দেখতে শুনতে একটু সুন্দর তারা একজনকে ভালোবাসার মানুষ হিসেবে বেছে নেয়। এই ভালোবাসার মানুষটি যৌনপল্লীর বাবু বা ভেড়ুয়া। এই বাবু বা ভেড়ুয়াকে অনেক সময় এরা বিয়ে করেন অথবা স্বামী হিসাবে বিবেচনা করেন। এই বাবু তার ভালোবাসার যৌনকর্মীকে বিপদে-আপদে সাহায্য করে, ঋণ দেয়। আবার কোনো কোনো সময় তার সম্পদ লুট করে চম্পট দেয়। সর্বস্ব হারিয়ে মেয়েটি আবার মন দেয় তার দৈনন্দিন পেশায়, বেঁচে থাকার সংগ্রামে।

এবার বাসনার ঘরে আসে একটি মেয়ে। মেয়েটি এখন বড় হয়েছে। নওগাঁ পড়াশোনা করে। এবার অনার্সে। নওগাঁয় বাসনা বাড়ি করেছেন। অন্য যৌনকর্মীরাও তাদের সন্তানদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইরে রেখে পড়াশোনা করান।

"আমরা যৌনকর্মী হয়েছি ফাঁদে পড়ে, অত্যাচারিত হয়ে। কিন্তু আমরা কখনোই আমাদের সন্তানদেরকে এ পেশায় আনতে চাই না," অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে বললেন বাসনা।

ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর ছোট ছোট দোকানে যে বাংলা মদ বিক্রি হয় তা বোতলে ভরা হয় যৌনপল্লীরই ভেতরে এক বাড়ির এই কক্ষ ও পার্শ্ববর্তী আরেকটি কক্ষে।

জরিপ রিপোর্ট
যৌনকর্মী ও তাদের জীবন-জীবিকা

যেসব যৌনকর্মী যৌনপল্লীতে এবং রাস্তায় কাজ করে তাদের প্রতিটি দিন চলে অত্যাচার, হয়রানি ও নানা সমস্যার ভেতর দিয়ে। তাদের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সীমাহীন। এরাই আধুনিক দাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যাচার ও অবহেলার শিকার হয়ে এরা যৌনকর্মী হয়েছে। আর এ পেশায় একবার ঢুকলে আর বের হবার পথ নেই। ভাসমান ও যৌনপল্লীতে কাজ করে ৪০,৩১৪ যৌনকর্মী (সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০১৬; সেড জরিপ ২০১৭-১৮)। এর বাইরে বাসাবাড়ী এবং হোটেলে কাজ করে ৫২,৪৯৯ যৌনকর্মী (সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০১৬)। ভাসমান ও যৌনপল্লীতে যেসব যৌনকর্মী কাজ করে তাদের যৌনপেশায় প্রবেশের কারণ, পারিবারিক সম্পর্ক, রোগ-বালাই, আর্থিক অবস্থা, খদ্দের, দৈনন্দিন জীবন এসব বুঝার জন্য ১৩৫ জন যৌনকর্মীর উপর জরিপ চালানো হয়। এদের মধ্যে ভাসমান ১০২ জন এবং যৌনপল্লীর বাসিন্দা ৩৩ জন। জরিপের জন্য লিখিত প্রশ্নপ্রত্র ব্যবহার করা হয়। এ রিপোর্ট সেই জরিপের ফলাফল তুলে ধরছে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী যৌনকর্মী

জরিপে অংশ নেন ১৩৫ জন যৌনকর্মী যাদের মধ্যে ১০২ জন (৭৫.৫৬%) ভাসমান। বাকী ৩৩ জন (২৪.৪৪%) যৌনপল্লীতে কাজ করেন। এদের মধ্যে ২৫ জন স্বাধীন যৌনকর্মী এবং বাকী আটজন সর্দারনির অধীনে কাজ করেন। ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে পাঁচজন হিজড়া যৌনকর্মীও আছে। এদের মধ্যে চারজন গুরুর অধীনে কাজ করেন এবং একজন স্বাধীন।

সারণি ১: যৌনকর্মীর ধরন

প্রকৃতি	সংখ্যা	%
ভাসমান	১০২	৭৫.৫৬
যৌনপল্লী	৩৩	২৪.৪৪
মোট	**১৩৫**	**১০০**

যৌনকর্মীর ধরন

জন্ম ও জন্মস্থান

যে ১৩৫ জন যৌনকর্মীর উপর জরিপ করা হয় তাদের ১৩০ জনের (৯৬.৩০%) জন্ম যৌনপল্লীর বাইরে এবং পাঁচ জনের (৩.৭০%) জন্ম যৌনপল্লীতে। যৌনকর্মীদের একটি বড় অংশ আসে গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলো থেকে। নিজ পরিবারে আশ্রয়হীন, সৎ মা-বাবার পরিবারে নির্যাতন, পিতা-মাতার বিচ্ছেদ, স্বামীর নির্যাতন, দারিদ্র্য এবং অন্যান্য কারণে নারীরা যৌনপেশায় আসে। অনেকে প্রতারিত হয়ে বা দালাল চক্রের খপ্পরে পড়েও যৌনপেশায় আসে। যৌনকর্মীদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা খুব কম।

সারণি ২: জন্মস্থান

জন্মস্থান	সংখ্যা	%
যৌনপল্লী	৫	৩.৭০
যৌনপল্লীর বাইরে	১৩০	৯৬.৩০
মোট	**১৩৫**	**১০০**

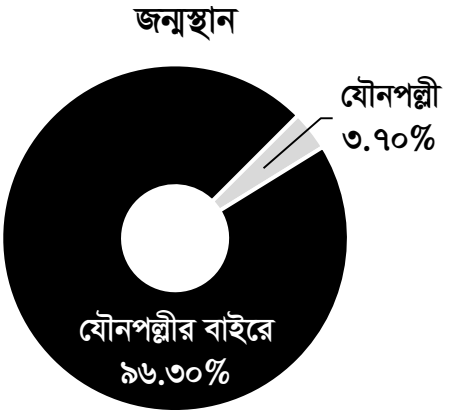

স্বল্পসংখ্যক যৌনকর্মী আছে যাদের জন্ম যৌনপল্লীতে এবং বংশপরম্পরায় যৌনপেশা তাদের প্রধান জীবিকা। তারা অন্য যৌনকর্মীর গর্ভজাত অথবা পালিত সন্তান। তাদের মা, নানী বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয় একসময় যৌনকর্মী ছিলেন। দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে ১৯৯৩-৯৪ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় ৯২টি মেয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করে দেখা গেছে তাদের এক চতুর্থাংশই যৌনকর্মীদের গর্ভজাত অথবা পালিত সন্তান (তাহ্‌মিনা ও মোড়ল ২০০৪: পৃষ্ঠা: ৯৪)। যারা বাইরে থেকে যৌনপল্লীতে আসে তাদের মধ্যে সবসময়ই রয়েছে দালাল চক্রের খপ্পরে পড়া নারী ও শিশু।

ঠিকানা ও আত্মপরিচয়

সারণি ৩: যৌনকর্মীদের গ্রাম বা স্থায়ী ঠিকানা

যৌনকর্মীদের গ্রাম বা স্থায়ী ঠিকানা	সংখ্যা	%
জানাতে ইচ্ছুক	৯৭	৭১.৮৫
জানাতে ইচ্ছুক নয়	৩৮	২৮.১৫
মোট	**১৩৫**	**১০০**

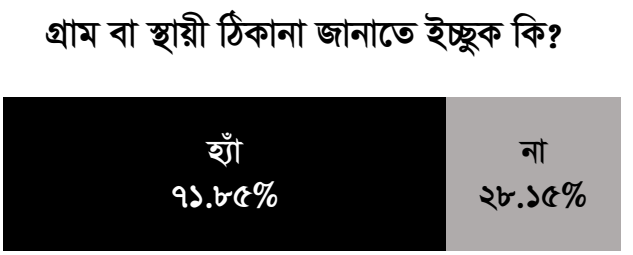

যৌনকর্মীদের অনেকেই নিজ গ্রাম বা স্থায়ী ঠিকানা গোপন রাখেন। অনেকেই পরিবার এবং গ্রামের মানুষের কাছে নিজের পেশাগত পরিচয় এবং ঠিকানা গোপন রাখেন। তাদের আশঙ্কা, পেশাগত পরিচয় জানাজানি হলে তারা নিজ গ্রাম বা পরিবার হতে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবেন অথবা তাদের পরিবারের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি হবে। যেসকল যৌনকর্মীর সন্তান আছে তাদের কেউ কেউ সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গ্রামের ঠিকানা জানাতে চান না। পেশাগত পরিচয়ের কারণে সন্তানের উপর সামাজিক চাপ পড়ুক বা স্কুলে সন্তানের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটুক তা কেউ চান না। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৯৭ জন (৭১.৮৫%) নিজ গ্রাম বা স্থায়ী ঠিকানা জানাতে ইচ্ছুক। অন্যদিকে গ্রামের ঠিকানা জানাতে চান না এমন যৌনকর্মী আছেন ৩৮ জন (২৮.১৫%)।

শিক্ষা

যৌনকর্মীদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। জরিপে অংশ নেওয়া ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ৫৩ জন (৩৯.২৬%) নিরক্ষর। অনেকে শুধু নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারে। প্রাথমিক পাশ করেছেন ৪৮ জন (৩৫.৫৫%), নিম্ন মাধ্যমিক পাশ করেছেন ২১ জন (১৫.৫৬%) এবং মাধ্যমিক পাশ করেছেন ১১ জন (৮.১৫%)। দুইজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলেও স্নাতক পাশ কেউ নেই।

শিক্ষাচিত্র

সারণি ৪: যৌনকর্মীদের শিক্ষাচিত্র

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	%
নিরক্ষর	৫৩	৩৯.২৬
প্রাথমিক	৪৮	৩৫.৫৫
নিম্ন মাধ্যমিক	২১	১৫.৫৬
মাধ্যমিক	১১	৮.১৫
উচ্চ মাধ্যমিক	২	১.৪৮
মোট	**১৩৫**	**১০০**

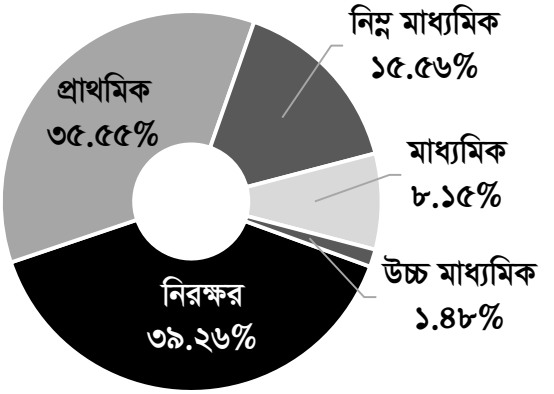

যৌনপেশায় প্রবেশ

একশ পঁয়ত্রিশজন যৌনকর্মীর মধ্যে ৯৯ জন (৭৩.৩৩%) দালালের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যৌনতা বিক্রির পেশায় এসেছেন। অন্যদিকে ৩৩ জন (২৪.৪৪%) যৌনকর্মী স্বেচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করেছেন। তিনজন যৌনকর্মী (২.২২%) যৌনপল্লীতে জন্ম নিয়েছেন এবং বংশপরম্পরায় এই পেশার সাথে যুক্ত আছেন। যারা দালাল চক্রের খপ্পড়ে পড়ে যৌনতা বিক্রির পেশায় জড়ান তাদের অনেকেই পারিবারিক আর্থিক-অনটন, বাবা-মার কলহ ও বিচ্ছেদ, সৎ বাবা-মা ও শশুর-শাশুড়ির নির্যাতন, স্বামীর সংসারের নির্যাতন ও দারিদ্র্যের কারণে কাজের খোঁজে শহরে আসেন। তাদের ভালো কাজ ও আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দালালরা যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দেয়। কেউ কেউ দালালের খপ্পরে পড়ে পাচার কিংবা অপহরণের শিকার হয়েও যৌনপল্লীতে আসে।

সারণি ৫: যৌনতা বিক্রির পেশায় কীভাবে আসা

অবস্থা	সংখ্যা	%
যৌনপল্লীতে জন্ম নিয়ে	৩	২.২২
দালালের মাধ্যমে বা বিক্রি হয়ে	৯৯	৭৩.৩৩
স্বেচ্ছায়	৩৩	২৪.৪৪
মোট	**১৩৫**	**১০০**

যৌনপেশায় প্রবেশ

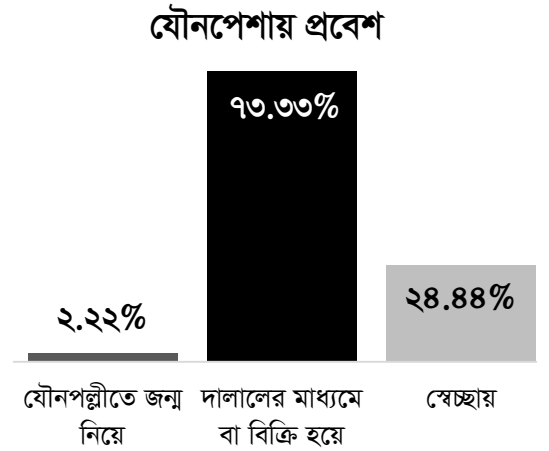

যারা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মত কোনো কাজের সুযোগ না পেয়ে স্বেচ্ছায় যৌনপেশা গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিধবা। পরিবারের শেষ উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে নিজের সন্তান ও পরিবারের কথা ভেবে তারা যৌনতা বিক্রির পথ বেছে নেন। শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং প্রেমিকের প্রতারণার শিকার হয়েও স্বেচ্ছায় অনেকে এ পথ বেছে নেয়। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সবাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশু। আইনে অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌনপেশায় নিয়োগ অবৈধ। তারপরও অভিযোগ আছে ঘুষের বিনিময়ে এফিডেভিট যোগাড় করে অল্প বয়সী মেয়েদের কাজে নামানো হয়। এসব কাজে জড়িত থাকে যৌনপল্লীর সর্দারনি, দালাল চক্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যরা।

সারণি ৬: যৌনকর্মীদের বর্তমান বয়স

বর্তমান বয়স	সংখ্যা	%
<১৮	৩	২.২২
১৮-২০	১১	৮.১৫
২১-২৩	১২	৮.৮৯
২৪-২৬	২৩	১৭.০৪
>২৬	৮৬	৬৩.৭০
মোট	**১৩৫**	**১০০**

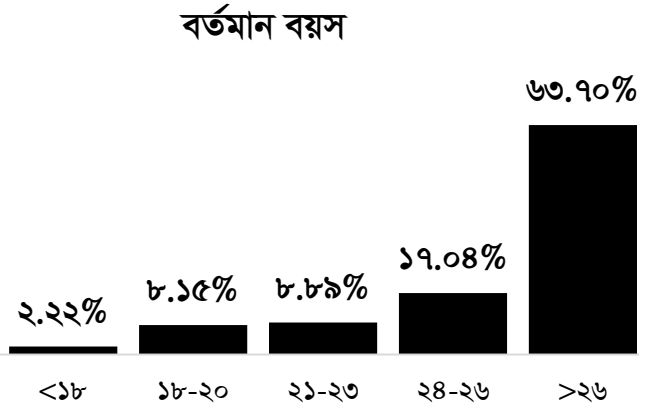

যৌনকর্মীদের মধ্যে ৮৬ জনের (৬৩.৭০%) বয়স ২৬ বছরের বেশি এবং তিনজন যৌনকর্মী আছেন যাদের বয়স আঠারো বছরের কম। এছাড়াও ১৮-২০ বছরের যৌনকর্মীর আছেন ১১ জন (৮.১৫%), ২১-২৩ বছরের আছেন ১২ জন (৮.৮৯%) এবং ২৪-২৬ বছরের আছেন ২৩ জন (১৭.০৪%) (সারণি ৬)। অন্যদিকে জরিপে অংশ নেওয়া যৌনকর্মীদের মধ্যে ১৮ বছর বয়স হবার আগেই যৌনপেশায় প্রবেশ করেছেন ১০৪ জন (৭৭.০৪%) যা বেআইনি। এর বাইরে ১৮-২০ বছর বয়সে যৌনপেশায় প্রবেশ করেছেন ১৮ জন (১৩.৩৩%), ২১-২৩ বছর বয়সে ৬ জন (৪.৪৪%), এবং ২৪-২৬ বছর বয়সে ২ জন (৩.৭১%)।

সারণি ৭: যৌনতা বিক্রির পেশায় প্রবেশের বয়স

পেশায় প্রবেশের বয়স	সংখ্যা	%
<১৮	১০৪	৭৭.০৪
১৮-২০	১৮	১৩.৩৩
২১-২৩	৬	৪.৪৪
২৪-২৬	২	১.৪৮
>২৬	৫	৩.৭১
মোট	**১৩৫**	**১০০**

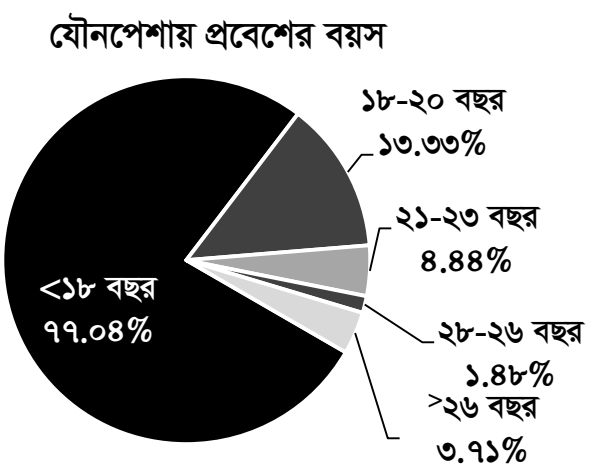

বংশপরম্পরায় যৌনপেশা বেছে নেওয়া এক যৌনকর্মী

আমার নাম তানিয়া (২৬)। গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার মেহেদীগঞ্জে। তবে আমার জন্ম যৌনপল্লীর ভেতরে। আমার মা ছিলেন একজন যৌনকর্মী। মা কোথায়, কীভাবে মানুষ হয়েছে জানি না। কখনো জিজ্ঞাসাও করিনি। তবে মার কাছে শুনেছি মার বয়স যখন ১৫-১৬ বছর তখন এক লোক কাজ দেওয়ার কথা বলে মাকে নিয়ে এসে মাদারীপুর যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দেয়। যে সর্দারনি মাকে কিনেছিল সে অনেক অত্যাচার করতো। খদ্দের নিতে না পারলে মারধর করতো, ঠিকমত খেতে দিতো না। সর্দারনির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে পালিয়ে মা পটুয়াখালী যৌনপল্লীতে চলে আসে।

পটুয়াখালী পল্লীতে আসার পর একজনের সাথে মার ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। তিনিই আমার বাবা। মা তার সাথে পল্লীর বাইরে চলে যায় এবং বিয়ে করে। বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই বাবা মাকে একদম সহ্য করতে পারতো না। রাতে নেশা করে বাসায় ফিরে মাকে মারধর করতো। জুয়া খেলার জন্য মায়ের সব সোনার গয়না বিক্রি করে দেয়। দিনের পর দিন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমাকে পেটে নিয়েই যৌনপল্লীতে ফিরে আসে মা। পল্লীতেই আমার জন্ম হয়।

আমার বয়স যখন তিন-চার বছর তখন মা আবার বিয়ে করে। এ পল্লীতেই দ্বিতীয় বাবার সাথে মায়ের পরিচয় হয়। বিয়ের পর মা পল্লীর বাইরে চলে যায়। মার দ্বিতীয় সংসারে আমার থেকে নয় বছরের ছোট এক ভাই আছে। মা আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চাইল। কিন্তু পারল না। দ্বিতীয় বাবা গাঁজা বিক্রি করতো। যে টাকা আয় করতো তা দিয়ে মদ খেতো আর জুয়া খেলতো। বাড়িতে এসে মার কাছে টাকা চাইত, না দিতে পারলে মারধর করতো। প্রায় প্রতি মাসেই পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যেত জেলে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া এবং প্রতিমাসে বাবাকে ছাড়াতে পুলিশের খরচ দিতে হতো মাকে। কোনো উপায় না পেয়ে মা আবারও পল্লীতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

নিজে যৌনকাজ করলেও মা কখনো চায়নি আমি এ পেশায় আসি। তাই আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। আমি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। স্কুলে আমার ভাল লাগত না। সহপাঠীরা আমার সাথে মিশত না। এমনকি অভিভাবকরাও খারাপ চোখে দেখত আমাকে। অনেক কষ্ট পেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেই। মা আমাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মায়ের কথা আমি শুনি নাই। মা আমাকে নিয়ে ভয়ে থাকত। তিনি কখনোই চাননি আমার জীবন তার মতো হোক। তাই মাত্র ১১ বছর বয়সে আমার বিয়ে দেয় এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছেলের সাথে। আমার স্বামী কিছুই বুঝতো না। সে তার মতো করে থাকত আর আমি আমার মতো করে।

শ্বশুর জানতো আমি যৌনকর্মীর মেয়ে। শ্বশুরের আচার-আচরণ ভাল ছিল না, বিভিন্নভাবে আমাকে উত্যক্ত করতো। আমাকে অনেকবার নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। ছোটবেলা থেকে ঐ পরিবেশে বড় হয়েছি, এজন্য বয়স অল্প হলেও সবটাই বুঝতাম। কিন্তু কতদিন নিজেকে বাঁচাতে পারব এই ভয়ে মার কাছে চলে যাই। মা আমাকে অনেক বুঝিয়ে ফেরত যেতে বলে। মাকে বলি, "যার সাথে বিয়ে হল সে কিছু বুঝে না অথচ তার বাবার কু-নজর পড়ে আমার উপর। কীভাবে যাব ঐ ঘরে?"

মায়েরও বয়স হয়েছে। আগের মত আর খদ্দের আসে না তার কাছে। তিন জনের থাকা-খাওয়া। না বললেও বুঝতাম তার অনেক কষ্ট হচ্ছে। একদিন আমার কয়েকজন বান্ধবী আমাকে বলে, "এখানে থাকলে তোমার মা তোমাকে কাজ করতে দিবে না। না খেয়ে মরতে হবে। চলো অন্য কোনো কাজ খুঁজি।" তাদের কথায় আমি রাজি হলাম। তারা আমাকে ফরিদপুর রথখোলা যৌনপল্লীতে নিয়ে আসে। সেখানে গিয়ে লাইসেন্স করি। পল্লীর পরিবেশ ভাল ছিল না। পল্লীতে আমি মাত্র ১৫ দিন থাকি। তারপর পটুয়াখালী পল্লীতে আবার চলে আসি। এখানে এসে মা আর ভাইকে পল্লীর বাইরে গ্রামে পাঠিয়ে দেই।

পল্লীতে আসার পর একজনের সাথে আমার সম্পর্ক হয়। তাকে বিয়ে করে পল্লীর বাইরে চলে যাই। সে আমাকে তার নিজের বাড়িতে না নিয়ে ভাড়া বাড়িতে উঠায়। শ্বশুর বাড়ির লোকজন জানতো আমার কথা। প্রয়োজনে তারা আমার বাড়িতেও আসত। তবে আমি কখনো স্বামীর বাড়িতে যাইনি। শ্বশুর বাড়ির লোকজন সবসময় আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতো। আমার শাশুড়ি স্বামীকে বিদেশে পাঠাবে বলে আমার সঞ্চয়ের যত টাকা পয়সা, সোনার গয়না ছিল, সব নিয়ে নেয়। ঢাকায় ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে যাবে এই কথা বলে ঢাকায় আসে। কিন্তু পরীক্ষায় টিকতে পারেনি বলে বিদেশে যেতে পারে না। টিকবে কী করে, সারাক্ষণ নেশা করত!

হঠাৎ একদিন আমাকে কিছু না বলে স্বামী তার নিজের বাড়িতে চলে যায়, আর আসেনি। তার সাথে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। তার মোবাইল ফোন সব সময় বন্ধ পেতাম। ঠিকানা না জানার কারণে তার বাড়িতেও যেতে পারি নাই। প্রতারক স্বামী কোরআন শরীফ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল আমাকে ছেড়ে যাবে না। কিন্তু সে আমার বিশ্বাসের মর্যাদা দেয়নি। বর্তমানে আমার একজন বাঁধা বাবু আছে। আমার মেয়েটা এ বাবুর। আমি মাঝে মধ্যে বাড়িতে যাই মা ও মেয়েদের দেখতে। মায়ের পরে আমি যৌনকর্মী হয়েছি। আমি চাই না আমার পরে আমার দুই মেয়ে এই পথে আসুক। আমার যতই কষ্ট হোক আমার দুই মেয়ের ভাল ভবিষ্যৎ গড়তে চাই।

অনুলিখন: আশা অরনাল

ধর্ম

যৌনকর্মীদের অধিকাংশই মুসলমান। তবে অন্য ধর্মের নারীরাও আছে। জরিপে অংশ নেওয়া ১৩৫ জন যৌনকর্মীদের মধ্যে ১২৯ জন (৯৫.৫৬%) মুসলমান এবং ছয়জন (৪.৪৪%) হিন্দু ধর্মাবলম্বী। যে ধর্মেরই হোক না কেন, যৌনপল্লীগুলোতে তারা একসঙ্গে ধর্মীয় উৎসব পালন করেন। তবে কোনো যৌনকর্মী মারা গেলে ধর্মীয় রীতি অনুসারে তার দাফন হয়না। মৃত্যুর পরে নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেওয়ার ঘটনাও আছে। পেশাগত কারণে যৌনকর্মীরা সমাজে একদিকে তাচ্ছিল্যের শিকার অন্যদিকে মৃত্যুর পরে ধর্মীয় রীতি অনুসারে সঠিক সৎকারের মর্যাদাটুকু থেকেও বঞ্চিত। ইসলাম ধর্মের নীতি অনুযায়ী মৃত্যুর পরে জানাজার নামাজ পড়ানো হয় এবং এর পরে দাফন করা হয়। তবে যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে জানাজার নামাজ না পড়িয়েই মৃতদেহের দাফন করানো হয়। যৌনকর্মীদের অভিযোগ নামাজের জানাজা পড়ানোর জন্য ইমামদের রাজি করানো যায় না।

টেবিল ৮: ধর্ম

ধর্ম	সংখ্যা	%
ইসলাম	১২৯	৯৫.৫৬
হিন্দু	৬	৪.৪৪
মোট	**১৩৫**	**১০০**

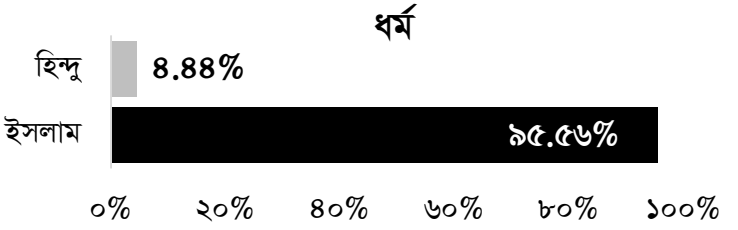

পরিবারের সাথে যোগাযোগ

যৌন ব্যবসায় ঢোকার পর অনেক যৌনকর্মীই নিজ পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। অনেক সময় পরিবারের সদস্যরাও পেশাগত পরিচয়ের কারণে যৌনকর্মীর পারিবারিক পরিচয় গোপন রাখে। পরিবারের সাথে বিচ্ছিন্নতার অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে যৌনকর্মীর পরিবারের সদস্য (বাবা-মা, স্বামী) অন্যত্র বিয়ে করে সংসার করছে এবং যৌনকর্মী তার পরিবারের ঠিকানা জানে না। অনেকে ছোটবেলায় নির্যাতনের শিকার হয়ে বা হারিয়ে গিয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অনেকে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখলেও পেশাগত পরিচয়ের কারণে সংকটে থাকে। সারণি ৯ অনুযায়ী, ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ৮৮ জনের (৬৫.১৯%) পরিবারের সাথে যোগাযোগ আছে এবং ৪৭ জন (৩৪.৮১%) যৌনকর্মীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ নেই।

সারণি ৯: পরিবারের সাথে যোগাযোগ

পরিবারের সাথে যোগাযোগ	সংখ্যা	%
আছে	৮৮	৬৫.১৯
নেই	৪৭	৩৪.৮১
মোট	**১৩৫**	**১০০**

আপনজনই ঠেলে দিয়েছিল যৌনপেশায়

আমার নাম নয়ন (১৮)। আমরা চার ভাইবোন। আমরা বড় দুই বোন এরপরে দুই ভাই। আমার বাবা ছিলেন ভ্যান চালক। মা গৃহিণী। বাবা এক দিন ভ্যান চালালে দুই দিন ঘরে বসে থাকতো। তাছাড়া বাবা হঠাৎ করে এক-দুই মাসের জন্য নিখোঁজ হয়ে যেতো। কোথায় যেতো কী করতো আমরা কিছুই জানতাম না। আবার দুই-এক মাস পর হঠাৎ করেই ফিরে আসতো। আমরা ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছিলাম এই কাহিনী। তাই মা সিদ্ধান্ত নেয় মেস চালু করে কিছু লোককে ভাত খাওয়ানোর। তাহলে বাবার খামখেয়ালীপনায় অন্তত আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে না।

একদিন মা, বড় বোনকে নিয়ে বাড়ির বাইরে যায়। যাওয়ার সময় আমাকে বলে যায়, "দুই জন লোক খাওয়ার বাকি আছে। ওরা আসলে তুই খেতে দিস।" আমি মাকে বলি, "আচ্ছা"। লোক দুজন যখন খেতে আসে তখন আমি বাড়িতে একা। ছোট ভাই দুটোও খেলতে চলে গেছে। তারা খেতে এসে বাড়িতে আমাকে একা পেয়ে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়। এরপরে একজন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। অন্য একজন আমার মুখ চেপে ধরে যেন আমি চিৎকার করতে না পারি। তারা দুজন পালাক্রমে আমাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণ শেষে আমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় ফেলে তারা ঘরের দরজা চাপিয়ে দিয়ে চলে যায়।

আমার মা আর বোন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। আমার তখন জ্ঞান ছিলো না। ঘটনা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেও আমার বোনকে চিৎকার না করে চুপ থাকতে বলে মা। বোনকে বলে, "চুপ না থাকলে, লোক জানাজানি হলে মহল্লার মানুষ লোক খাওয়ানো বন্ধ করে দেবে। তখন আমরা চলবো কী করে।" এরপর এক বছর আমাকে কারো সাথে মিশতে দেয়নি। সেই সময়টা আমি ঘরের বাইরেও বের হতাম না। কারো সাথে কথাও বলতাম না। আমার বয়স তখন বড়জোর ১১ বছর হবে।

আমার যখন ১৩ বছর বয়স তখন মাহফুজ নামে এক ছেলের সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়। এক বছর পর আমি সেই ছেলেকে বিয়ে করি। আমি জানতাম ছেলেটা টেলিভিশনের মেকানিক। আমার স্বামীর স্বভাবও ছিলো আমার বাবার মতো। এক দিন কাজ করলে তিন দিন করতো না। ঘরে খাবার না থাকলে আমি মার কাছ থেকে আনতাম। স্বামীকে কাজে যাওয়ার কথা বললে আমাকে মারধর করতো। বিয়ের ছয় মাস পর আমার বাচ্চা পেটে আসে। তাই কিছু বলতাম না। মার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে দিন যাচ্ছিলো। খাবার না হয় মার কাছ থেকে আনলাম কিন্তু আমরা থাকতাম ভাড়া বাসায়। ঘর ভাড়া তো দিতে হবে। মার কাছে ঘর ভাড়া চাইলে মা আমাকে বলে, "এমন ছেলেকে কেনো বিয়ে করেছিস যে সংসার চালাতে পারে না।" আমি মাকে বলি আমি, "ধর্ষণের শিকার হয়েছি। সব জেনে আমাকে কে বিয়ে করতো?"

মার সাথে ঝগড়া করে বাসায় ফিরে আসি। এসে দেখি আমার স্বামীর বড় বোন এসেছে। স্বামীরা দুই ভাইবোন। তার বড় বোনের নাম লিপি। বড় বোনকে দেখে আমি খুশি হই। তাকে সব খুলে বলি। সব শুনে আমার ননাস আমাকে বলে, "চিন্তা করিস না। উপায় একটা হবে।"

আমি তখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমার ননাস আমাকে বলে যায় পরের দিন তার বাসায় যেতে, সে একটা ব্যবস্থা করবে। পরদিন আমি ননাসের বাড়িতে গেলে সে বলে, "আমার বাসায় এসেছো, একটু পরিপাটি হয়ে আসবা না?" তখন আমাকে মুখ-হাত ধুয়ে আসতে বলে। আর একটা নতুন জামা দেয় পড়তে। আমি জামা কেনো পড়বো জানতে চাইলে বলে আমাকে নিয়ে বাইরে যাবে। আমি তার কথা মতো তৈরি হয়ে নিই। ননাস বলেছিলো সে শাড়ীর ব্যবসা করে। আমি জানতাম না আমার ননাস হোটেলে মেয়ে সরবরাহ করে। সে আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে যায়। একটা ঘরে নিয়ে বসতে বলে। সেখানে কেনো এনেছে জানতে চাইলে বলে এক খদ্দেরের কাছে টাকা পাবে তার সাথে সেখানে দেখা করার কথা হয়েছে।

আমাকে বসিয়ে রেখে ননাস বাইরে যায়। তখন সেখানে এক লোক এসে জোর করে আমার সাথে যৌনকাজ করে। বাধা দিলে বলে টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছে। তারপর লোকটা চলে গেলে আমার ননাস আমাকে নিতে আসে। আমি তার কাছে জানতে চাই সে কেন আমার এত বড় সর্বনাশ করলো? তখন সে বলে ভালো খেতে-পড়তে হলে এই কাজ করতে হবে।

সন্তান জন্মের পর থেকে ননাসের সাথে প্রতিদিন হোটেলে কাজে যেতাম। আমার স্বামীকে কিছু বলিনি। কিন্তু সে সবই জানতো। কারণ আমার হাতে প্রতিদিন টাকা আসতো। কিন্তু সে কখনো জানতে চায়নি আমি কোথা থেকে এই টাকা পাই। আমার আপনজনরাই আমাকে এই পথে আসতে বাধ্য করেছে। নিজের লোকের কারণেই আজ আমি হোটেলের যৌনকর্মী।

অনুলিখন: কাজল বেগম

বৈবাহিক অবস্থা, পরিবার ও সন্তান

সারণি ১০ (ক): বৈবাহিক অবস্থা

অবস্থা	সংখ্যা	%
বিবাহিত	১১৮	৮৭.৪১
অবিবাহিত	১৭	১২.৫৯
মোট	**১৩৫**	**১০০**

বৈবাহিক অবস্থা

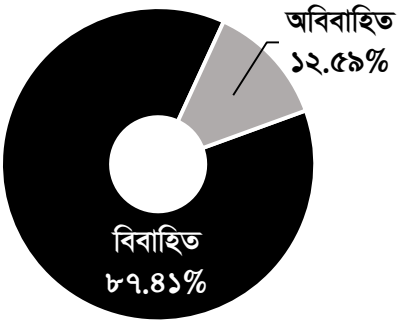

যৌনকর্মীদের অনেকেই যৌনপেশায় আসার আগে বিবাহিত ছিলেন। স্বামীর মৃত্যু, স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে অথবা বিবাহবিচ্ছেদের পরে এসব নারী যৌনপেশায় আসে। যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীদের অনেকেই নিজেদের পছন্দের খদ্দের বা বাবুকে বিয়ে করে। খদ্দেরের সাথে যৌনকর্মীদের কারো কারো ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসব খদ্দেরকে যৌনকর্মীরা বাবু বা ভেড়ুয়া নামে ডাকে। এর বাইরে ভাসমান যৌনকর্মী ও যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা স্বেচ্ছায় বিয়ে করেননি। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১১৮ জন (৮৭.৪১%) বিবাহিত এবং ১৭ জন (১২.৫৯%) অবিবাহিত।

সারণি ১০ (খ): স্বামী

স্বামী	সংখ্যা	%
আছে	৪২	৩১.১১
নেই (পরিত্যক্তা বা মারা গেছে)	৯৩	৬৮.৮৯
মোট	**১৩৫**	**১০০**

স্বামী

যৌনকর্মীদের মধ্যে ৯৩ জনের (৬৮.৮৯%) স্বামী নেই এবং বাকী ৪২ জনের (৩১.১১%) স্বামী আছে। ভাসমান যৌনকর্মীদের অনেকেই স্বামী পরিত্যক্তা আবার কেউ বিধবা। অনেকের স্বামী অন্যত্র বিয়ে করেছে। পছন্দের খদ্দেরকে বিয়ে করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন যৌনকর্মীও আছে। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৯২ জনের (৬৮.১৫%) বাঁধা বাবু বা নিয়মিত খদ্দের নেই। বাকী ৪৩ জনের (৩১.৮৫%) বাঁধা বাবু আছে। স্বাধীন এবং সর্দানীর অধীনস্ত উভয় যৌনকর্মীরই বাঁধা বাবু থাকে।

সারণি ১০ (গ): বাঁধা বাবু (নিয়মিত খদ্দের)

বাবু	সংখ্যা	%
আছে	৪৩	৩১.৮৫
নেই	৯২	৬৮.১৫
মোট	**১৩৫**	**১০০**

বাঁধা বাবু (নিয়মিত খদ্দের)

ভাসমান যৌনকর্মীদের বাঁধা বাবু থাকলেও তা সংখ্যায় খুবই কম। পুলিশ, স্থানীয় মাস্তান এবং বখাটেরা প্রতিনিয়ত তাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করে বিধায় তারা প্রতিনিয়ত জায়গা পরিবর্তন করে। এর ফলে তাদের পক্ষে বাঁধা বাবু জোটানো সম্ভব হয় না। অন্যদিকে যৌনপল্লীতে একই খদ্দেরের নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে যৌনকর্মী ও খদ্দেরের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবে নিয়মিত খদ্দেররা একসময় হয়ে যায় যৌনকর্মীদের বাঁধা বাবু।

যৌনকর্মীদের মধ্যে যাদের বাঁধা বাবু আছে তাদের অধিকাংশই বাঁধা বাবুকে বিয়ে করতে চায়। বাবু রাজি থাকলে তাদের বিয়ে হয়। যৌনকর্মীর সাথে বিয়ের পর কারো বাবু পল্লীতে বসবাস করে, কারো বাবু পল্লীর বাইরে বসবাস করে। অনেকে যৌনকর্মীকে বিয়ে করে পল্লীর বাইরে নিয়ে বসবাস শুরু করে। বাঁধা বাবু তাঁর ভালবাসার যৌনকর্মীকে বিপদ-আপদে সাহায্য করে, ঋণও দেন। যৌনকর্মীদেরও বাঁধা বাবুর (যাদেরকে তারা স্বামী হিসেবে পরিচয় দেয়) প্রতি থাকে যথেষ্ট সম্মান ও বিশ্বাস। অনেক যৌনকর্মী ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের দৈনন্দিন রোজগার ও যাবতীয় সঞ্চয় বাঁধা বাবুর কাছে রাখে। তবে অনেক সময় বাঁধা বাবু যৌনকর্মীর রোজগার ভোগ করে এবং যৌনকর্মীর সঞ্চিত অর্থ এবং অন্যান্য সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যায়। বাঁধা বাবুর হাতে যৌনকর্মীর নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঘটনাও ঘটে।

সারণি ১১ (ক): সন্তান

সন্তান	সংখ্যা	%
আছে	৯২	৬৮.১৫
নেই	৪৩	৩১.৮৫
মোট	**১৩৫**	**১০০**

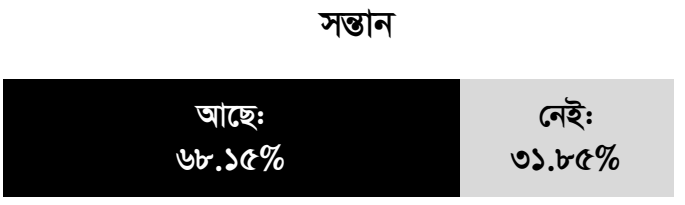

যৌনকর্মীদের মধ্যে ৯২ জনের (৬৮.১৫%) সন্তান আছে এবং ৪৩ জনের (৩১.৮৫%) সন্তান নেই। যৌনতা বিক্রির পেশায় প্রবেশের আগে অনেক যৌনকর্মীর সন্তান ছিল। পেশায় প্রবেশের পরেও অনেকে সন্তান জন্ম দেন। নিঃসন্তান কেউ কেউ অন্য যৌনকর্মীর সন্তান দত্তক নেন। যৌনকর্মীদের মধ্যে যাদের সন্তান নেই তাদের অনেকেই স্বামী-সন্তান চান। অনেক যৌনকর্মীর প্রত্যাশা, এক সময় যখন তাদের যৌনতা বিক্রির বয়স ফুরিয়ে যাবে এবং আয়-রোজগার থাকবে না তখন এ সন্তান তাকে নিরাপত্তা দেবে।

সারণি ১১ (খ): সন্তান সংখ্যা

সংখ্যা	সন্তান		যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
	ছেলে	মেয়ে		
এক	১৫	২০	৩৫	২৫.৯৩
একের অধিক	৮৪	৭৩	৫৭	৭৪.০৭
মোট	**৯৯**	**৯৩**	**৯২**	**১০০**

যে ৯২ জন যৌনকর্মীর সন্তান আছে তাদের মধ্যে ৫৭ জনের (৭৪.০৭%) সন্তান সংখ্যা একের অধিক এবং বাকী ৩৫ জনের (২৫.৯৩%) সন্তান সংখ্যা একজন করে। সারণি ১১ (খ) অনুযায়ী ৯২ জন যৌনকর্মীর মোট সন্তান ১৯২ জন। তাদের মধ্যে ছেলে ৯৯ জন এবং মেয়ে ৯৩ জন।

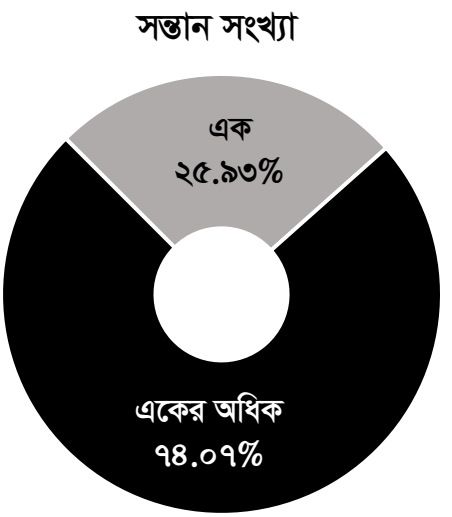

সর্দারনির নিষ্ঠুরতার শিকার এক যৌনকর্মীর কাহিনী

আমার নাম লাভলী (২৫)। বাড়ি নড়াইল জেলার মোসখুলা গ্রামে। বাবার নাম মতি শেখ (মৃত), মায়ের নাম আলেয়া বেগম। দুই বোন তিন ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট ছিলাম। বাবা হোটেলে কাজ করতো, মা বাসা-বাড়িতে।

আমার বয়স যখন ছয় মাস তখন মা ক্যান্সারে মারা যায়। বড় ভাইবোনেরা আমাকে বড় করে। আমাদের অভাবের সংসার ছিল। বড় বোনের বিয়ের পর ভাইয়েরাও বিয়ে করে। ভাইদের সংসারে থাকতাম তাই ভাবীরা দেখতে পারতো না।

আমার যখন ১২ বছর তখন গ্রামের এক লোক ঢাকায় কাজ করবো কিনা জিজ্ঞেস করে। বাড়িতে সবার অনাদর, খাবার খেতে গেলে অন্যের কালো মুখ দেখা এসব আমার ভাল লাগছিল না। সব সময় মনে হতো পৃথিবীতে যার মা নাই তার কেউ নাই। বাড়ির কাউকে না জানিয়েই কাজের জন্য ওই লোকের সাথে ঢাকায় চলে আসি।

রাতে ঢাকা আসার পথে পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই কোথায় এলাম কিছুই বুঝতে পারি নাই। সকালে উঠে দেখি মেয়েরা পুরুষদের নিয়ে টানাটানি করছে। সাদা পাউডার দিয়ে ভুতের মত সাজগোজ করেছে মেয়েরা। ওই লোক কাজ দেয়ার কথা বলে আমাকে মোংলার বানিশান্তা পাড়ায় নিয়ে আসে। সেখানে সুফিয়া সর্দারনির কাছে আমাকে বিক্রি করে। দুদিন পর জানতে পারি এটা বানিশান্তা যৌনপল্লী।

বানিশান্তা যৌনপল্লীর সামনে নদী। আশেপাশে কোনো গাছ-পালা নাই। গরমের দিনে কোথাও বসার মত জায়গাও নাই। পল্লীতে আসার পরের দিনই সর্দারনি আমার নামে এফিডেভিট করায়। দুইদিন পর আমার কাছে খদ্দের দেয়। অনেক ছোট ছিলাম তাই খদ্দের আমার সাথে যৌনকাজ করতে পারে না। আমি অনেক কান্না করি। লোকটা তবুও আমাকে ছাড়ে না। মলম দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে। তবে কাজ করতে পারেনি বলে সর্দারনির কাছে নালিশ দেয়। পৃথিবীর মানুষ কেনো এতো নিষ্ঠুর?

খদ্দের নিতে না পারলে সর্দারনি মারতো। অসহায় হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম ভাবীদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে এ আমি কোথায় এলাম! আমার জীবনের যন্ত্রণা তো আরো বেড়ে গেল। যৌনপল্লীতে সুন্দরবনের বাঘের থাবার চেয়েও বেশি কষ্ট। মাঝে মাঝে মনে হতো নদীতে ঝাপ দিয়ে না হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাই। আমার কান্না কে দেখে? আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ দেখার নাই।

খদ্দের নিতে না চাইলে সর্দারনি বলত, "টাকা দিয়া কিনছি, কাজ করবি না? নটিবাড়ি নাম লেখাইছ আর এখন খদ্দের নিবা না?" কাজ না করলে খাবার দিব না বলে সে মারধর করতো। অসুস্থ হলেও গুরুত্ব দিতো না। সে অবস্থাতেই যৌনকাজ করতে হতো।

পরে প্রতিদিন খদ্দের নিতে শুরু করলাম। আমাকে দিয়ে সর্দারনির অনেক টাকা আসতে থাকে। তখন সর্দারনিও খুব খুশি। এরপর থেকে আমাকে অনেক আদর করতে শুরু করলো। তার চেহারাই বদলে গেলো। আগের অত্যাচার শতগুণে আদর-ভালোবাসা হয়ে ফিরে এলো। তার মানে টাকাই মানুষের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে।

যৌনপল্লীতে এক বছর থাকার পর আমার গর্ভে সন্তান আসে। সর্দারনি আমাকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে গর্ভপাত করায়। প্রায় এক মাস কোনো খদ্দের নিতে পারি নাই। এজন্য সর্দারনি অনেক গালাগালি করতো। খেতে দিতো না। সর্দারনির অধীনে থাকার সময় এক ছেলের সাথে প্রেম হয়। সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। সর্দারনির কাছে বিয়ের প্রস্তাবও দেয়। কিন্তু সর্দারনি রাজি হয়নি। ছেলেটি খুলনা জেলার ফুলবাড়ি বাজারে একটি মিষ্টির দোকানে চাকরি করতো। ঐ দোকানের ঠিকানাও দিয়ে যায়।

একদিন এক ট্রলারওয়ালার কাছে আমার প্রেমের কথা বলে তাকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করি। ট্রলারওয়ালা আমাকে সহযোগিতা করতে রাজি হয় এবং রাতে তার ট্রলারে যাওয়ার জন্য বলে। ট্রলারে ওঠার সময় আমার হাতে

কোনো টাকা ছিল না। কিন্তু খুলনায় যাওয়ার জন্য টাকার খুব দরকার। ট্রলারওয়ালাকে বলি আমার কাছে কোনো টাকা নেই। ঐ ট্রলারে কয়েকজন লোক ছিল। তখন এক লোক বলে, "আমার সাথে যৌনকাজ করলে টাকা দিবো।" তখন সেই লোকের সাথে যৌনকাজ করলে সে আমাকে টাকা দেয়।

অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। খুব বৃষ্টিও হচ্ছিলো। যাওয়ার উপায় না থাকায় ট্রলারেই ঘুমিয়ে থাকি। পরের দিন সকালে উঠে চলে যাই খুলনায়।

আমার প্রেমিকের নাম ছিল সাহাব আলী। মিষ্টির দোকানে ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করলে দোকানের মালিক আমাকে তার বাসায় পাঠায়। আমি দোকান থেকে আসার কিছুক্ষণ পর সর্দারনি সেখানে চলে আসে এবং সাহাব আলীকে খোঁজ করে। কিন্তু সেদিন মনে হল পৃথিবীবে ভাল মানুষও আছে। দোকানের মালিক সর্দারনির কাছে আমার কথা গোপন করে। সাহাব আলীও বলে আমি সেখানে যাইনি। সর্দারনি তখন চেঁচামেচি শুরু করে। তার চেঁচামেচিতে অনেক লোক জড়ো হয়। কিন্তু দোকানের মালিক সর্দারনিকে আদর আপ্যায়ন করে বসায়, মিষ্টি খাওয়ায়। তারপর সর্দারনি আমাকে না পেয়ে চলে আসে।

দোকানের মালিক আর সাহাব আলীর দুই বন্ধু আমাদের অভিভাবক হয়ে বিয়ে দেয়। বিয়ের পর আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হয় এবং এক মাসের মধ্যে আমার গর্ভে সন্তান আসে। এরমধ্যে সাহাব আলীর মা-বোন আমাদের বিয়ের কথা জেনে খোঁজ নিতে চলে আসে। তার মা বলে, "বিয়ে যখন করে ফেলেছ তখন কী আর করবো।" এ কথা বলে বিয়ে মেনে নেয়।

আমার সন্তান প্রসবের কাছাকাছি সময়ে আমার দেখাশোনার জন্য স্বামী তার চাকরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু কাজ না করলে খাব কী, এই সব চিন্তা করে সে কাঁকড়া ধরার কাজ নেয়। আমার ছেলে হয়। কিন্তু ছেলে হওয়ার পর আমার সুখের সংসারে ঝড় এলো। আমার স্বামী বদলে যেতে লাগলো। মানুষ বলত, "পাড়ার মেয়েদের সাথে ক্ষণিকের জন্য থাকা যায় কিন্তু সংসার করা যায় না।" আমার স্বামীও তাই বিশ্বাস করে ভেঙ্গে দিল সংসার।

আমার উপর থেকে মন উঠে যাওয়ার পর থেকে সে ঠিক মত খরচ দিতো না। ছেলেকে নিয়ে চলতে খুব কষ্ট হতো। বছর পাঁচেক ছিলাম কষ্ট করে।

একদিন মহিলা আইনজীবী সংস্থার সালমা আলী খুলনায় আসে। তাকে আমার দুঃখের কথাগুলো বলি। তখন তিনি আমাকে বলে, "তোমার ছেলেকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও। তাকে লেখাপড়া করাবো, হাতের কাজ শিখাবো। আমিও ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চার বছরের ছেলেকে তাদের কাছে দিয়ে দেই।

ছেলে চলে যাওয়ার পর বাসা ছেড়ে দেই। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতো মা হয়েও নিজের সন্তানকে কাছে রাখতে পারিনি তাই। নিজের মা থাকতেও ছেলে বড় হচ্ছে অনাথ সন্তান হিসাবে। বাসা ছেড়ে দেওয়ার পর বড় ভাইদের কাছে চলে আসি। ভাইয়েরা আমাকে দেখে অবাক হয়। তারা ভেবেছিলো আমি মারা গেছি। সবাই জিজ্ঞাসা করে কোথায় ছিলাম এত বছর। কিন্তু আমি তো কিছুই বলতে পারি না, শুধু বলি, আমার বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর সাথে এখন আর থাকি না।

ভাইদের কাছে তিন চারদিন থাকার পর ২০১২ সালে ফরিদপুরের রথখোলা যৌনপল্লীতে চলে আসি। এখানে এসে রোকেয়া সর্দারনির কাছে থাকি। কিন্তু এখানেও কোনো শান্তি নেই। সর্দারনির কাছে থাকি, খাই কিন্তু কোনো টাকা দেয় না। খদ্দেরদের কাছ থেকে যে কয়েক টাকা বকশিস হিসেবে পাই তা দিয়ে পল্লী নারী সংস্থায় একটি সঞ্চয় বই করেছি। সেখানে প্রতিদিন ৩০ টাকা করে দেই। আলাদা হয়ে কী করবো কোনো খদ্দের নাই। প্রতিদিন ঘর ভাড়া তিনশত টাকা দিতে হয়। খাওয়ার খরচ তো আছেই। এই কয়েক টাকা দিয়ে চলা খুবই কষ্ট।

অনুলিখন: আলেয়া আক্তার লিলি

সারণি ১২: সন্তানদের বাসস্থান

সন্তানদের বসবাসের জায়গা	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
মায়ের সাথে	৪৪	৪০.৭৪
ভাড়া বাড়িতে	৭	৬.৪৮
গ্রামের বাড়ি	৩৯	৩৬.১১
হোস্টেল	৪	৩.৭০
দত্তক দেয়া	৮	৭.৪১
অন্যান্য	৬	৫.৫৬

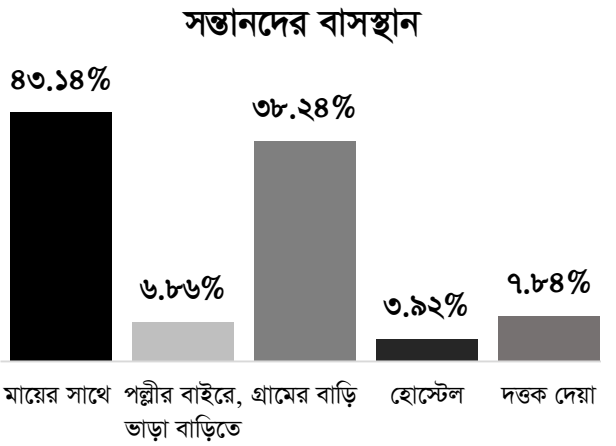

সারণি ১২-এ যৌনকর্মীর সন্তানদের বসবাসের জায়গা দেখানো হয়েছে। ৯২ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ৪৪ জনের (৪০.৭৪%) সন্তান তাদের সাথে থাকে। সন্তান গ্রামের বাড়িতে রেখে মানুষ করছেন এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ৩৯ জন (৩৬.১১%)। সাতজন (৬.৪৮%) যৌনকর্মীর সন্তান পল্লীর বাইরে ভাড়া বাড়িতে এবং চার জনের (৩.৭০%) সন্তান হোস্টেলে থাকে। সন্তান দত্তক দিয়েছেন এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ৮ (৭.৪১%)। এছাড়া অন্যান্য স্থানে সন্তান রেখে লালন-পালন করছেন এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ৬ (৫.৫৬%)। এদের মধ্যে চারজন যৌনকর্মী বলেছেন তাদের সন্তান স্বামীর সাথে থাকে। বাকী দুইজনের একজনের সন্তান বিয়ে করে আলাদা সংসার করছেন এবং একজনের সন্তান যৌনপল্লীতে কাজ করেন। এখানে উল্লেখ্য একাধিক সন্তান আছে এমন যৌনকর্মীরা সন্তানদের বাসস্থানের প্রশ্নে একাধিক উত্তর দিয়েছেন।

যৌনপল্লীতে আসার পর যেসকল যৌনকর্মী সন্তান নেন তাদের কেউ কেউ সন্তান নিজের কাছে বা পল্লীর ভেতরে রাখেন। পল্লীর বাইরে রেখে সন্তান মানুষ করার আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই। যৌনকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের সন্তান অন্য অবস্থাসম্পন্ন যৌনকর্মী বা বন্ধ্যা যৌনকর্মীর কাছে দত্তক দেন বা বিক্রি করেন। পালক হিসেবে মেয়েশিশুর চাহিদা বেশি। কারণ ভবিষ্যতে তাকে খাটিয়ে আয়ের সুযোগ থাকে। যৌনকর্মীরা তাদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করারও চেষ্টা করেন। প্রত্যেক যৌনকর্মী মা চান তার সন্তান যেনো সমাজে আর দশজন মানুষের মতো সম্মান নিয়ে জীবনযাপন করে। কিন্তু স্বল্প আয় এবং নানা সমস্যার কারণে এমনটি সম্ভব হয় না।

সারণি ১৩: দত্তক নেয়া সন্তান

উত্তর	যৌনকর্মীর সংখ্যা	দত্তক নেয়া সন্তানের সংখ্যা	%
আছে	১১	১৫	৮.১৫
নেই	১২৪	-	৯১.৮৫
মোট	**১৩৫**	**-**	**১০০**

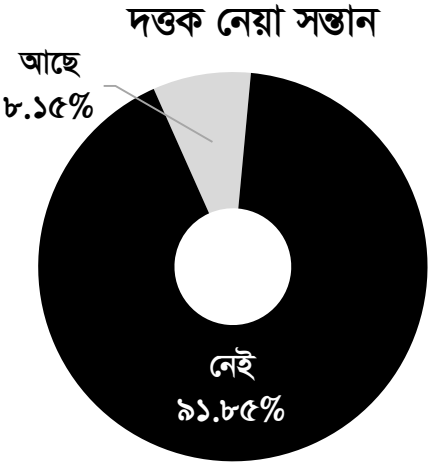

দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় যৌনপল্লীতে সন্তান দত্তক দেওয়া এবং নেওয়ার হার বেশি। যেসকল যৌনকর্মীর সন্তান নেই তাদের কেউ কেউ সাধারণত অন্য যৌনকর্মীর সন্তান দত্তক নেয়। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১১ জন (৮.১৫%) সন্তান দত্তক নিয়েছেন।

সহিংসতা

যৌনকর্মীদের অধিকাংশই তাদের জীবদ্দশায় কোনো না কোনো সহিংসতার শিকার হন। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১২৭ জনই (৯৪.০৭%) নির্যাতনের শিকার হয়েছেন (সারণি ১৪)। একই যৌনকর্মী একাধিকবার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের উপর সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৩০৯টি। যৌনতা বিক্রির পেশায় যোগদানের আগেও অনেকে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। সৎ বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, এবং স্বামীর সংসারের অমানবিক নির্যাতন, ভালোবাসার প্রতারণা এবং দালালের খপ্পরে পড়ে অনেকে যৌনতা বিক্রির পেশায় আসেন। যৌনকর্মীরা প্রায়ই পুলিশ, মাস্তান, বখাটে, দোকানদার, মাদকাসক্তদের হাতে সহিংসতার শিকার হন। এসব সহিংসতার মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, মারধর, টাকা না দিয়ে যৌনকাজ ইত্যাদি। অন্যদিকে যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা পুলিশ ও স্থানীয় মাস্তান এবং ধর্মীর উগ্রপন্থীদের নৃশংসতার শিকার হন।

সারণি ১৪: নির্যাতনের শিকার

যৌনকর্মীদের উপর নির্যাতন	সংখ্যা	%	নির্যাতনের সংখ্যা
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন	১২৭	৯৪.০৭	৩০৯
নির্যাতনের শিকার হননি	৮	৫.৯৩	-
মোট	**১৩৫**	**১০০**	-

নির্যাতনের শিকার

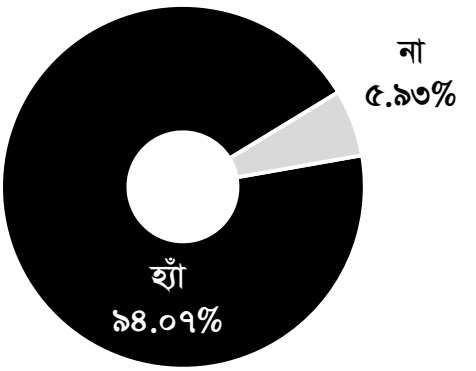

সহিংসতার শিকার ১২৭ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৫৭ জন (৪৪.৮৮%) এবং সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪১ জন (৩২.২৮%)। এছাড়া প্রতারণার মাধ্যমে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের শিকার হয়েছেন ৭২ জন (৫৬.৬৯%), অপহরণ হয়েছেন ১৩ জন (১০.২৪%), মাদক সেবনে বাধ্য হয়েছেন ২২ জন (১৭.৩২%), ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন ১৫ জন (১১.৮১%), শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৮২ জন (৬৪.৫৭%) এবং অন্যান্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৭ জন (৫.৫১%)। শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে মারধর, ব্লেড দিয়ে আঘাত এবং অন্যান্য। ২০১৬ সালের এক জরিপে দেখা যায় যৌনপল্লী উচ্ছেদের সময় শতকরা ৯০ জন যৌনকর্মী সহিংসতার শিকার হন। এসব সহিংসতার মধ্যে রয়েছে লুণ্ঠন (৪৯%), শারীরিক অত্যাচার (২২%), ধর্ষণ (৬%) এবং ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া (১৯%) (Amanullah, Purvez, and Falia, 2016: p. 36)।

দারিদ্র্যের শিকার হয়ে যৌনপেশায় আসা এক ভাসমান যৌনকর্মী

আমার নাম মিনারা (২৮)। বর্তমানে হাইকোর্ট এলাকায় থাকি। বাড়ি ভোলা জেলার বৈশাকিয়া গ্রামে।

আমরা ছিলাম তিন বোন এক ভাই। ভাইবোনদের মধ্যে আমি ছিলাম তৃতীয়। আমার খুব অল্প বয়সে বাবা-মা মারা যায়। তারা কবে কীভাবে মারা যায় আমার মনে নেই, ভাই বলতে পারে। ভাই রিক্সা চালাতো। তার আয়ের টাকা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলত। একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতাম আমরা।

চাচারা আমাদেরকে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। জোর করে তাদের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। প্রতিবাদ করার বা আইনের আশ্রয় নেয়ার ক্ষমতাও আমাদের ছিল না। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। তাই লেখাপড়াও করতে পারিনি।

এক চাচা সম্পত্তির ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাচাত বোনকে বিয়ে দেয় ভাইয়ের কাছে। আমরা খুব খুশি হই ভাইয়ের বৌ আসায়। আমাদেরকে দেখার লোক এসেছে ভেবে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই ভাই আর ভাবী বদলে যেতে শুরু করে। তারা আমাদের দুই বোনকে দেখতে পারত না। সবসময় মারধর করত। তখন আমার বয়স মাত্র ১১।

আমাদের পাশের গ্রামের এক খালা ঢাকায় কাজ করত। ভাইয়ের নির্যাতন সইতে না পেরে তার কাছে কাজ চাইলে সে আমাদের দু'বোনকে নিয়ে এসে গুলশান-২ এলাকায় বাসায় কাজ দেয়। ভাই-ভাবী কোনো আপত্তি করেনি। আমরা থাকলে বিয়ে দিতে হবে, টাকা খরচ হবে, এগুলোই ছিল তাদের চিন্তার বিষয়। তাই আমরা চলে যাওয়ায় তারা খুশিই হয়েছিল।

আমরা দুই বোন আলাদা বাসায় কাজ করতাম। এক জনের সাথে অন্যজনের দেখাও হত না। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে সারাদিন কাজ করতে হত আমাকে। এরপর রাত দুইটা পর্যন্ত জেগে বেগম সাহেবের হাত-পা টিপে দিতে হত। এভাবে এক বছর কাটে। একবার বাসার সবাই লন্ডনে বেড়াতে যায়। কিন্তু সাহেব যায়নি। সাহেবের জন্য আমাকে রান্না করতে হত। তখন আমি সবে ১২ তে পা দিয়েছি। আমার মাসিকও হয়েছে। আমি দেখতেও সুন্দর ছিলাম।

একরাতে সাহেব আমাকে তার ঘরে ডেকে নেয়। তার সাথে টিভি দেখতে বলে। তখন জানতাম না পর্ণ ভিডিও কী। আমি মনে করেছি ছবি। কিন্তু ছবি দেখে আমার খারাপ লাগছিল। চলে আসতে চাইলে সাহেব আমাকে জোর তার বিছানায় শুইয়ে আমার গায়ে হাত দিতে থাকে। আমি চিৎকার করতে থাকি কিন্তু কেউ তো শুনতে পায়নি আমার সেই চিৎকার। সাহেব আমাকে বলে, "তোকে মেরে ময়লার ডাস্টবিনে ফেলে দিব। শেয়াল-কুকুরে খেয়ে নিবে তোর লাশ। কেউ জানতেও পারবে না।"

সাহেব সারারাত আমার সাথে যৌনকাজ করে। আমার যৌনাঙ্গ ফুলে যায়। স্তন ব্যথা হয়ে যায়। জ্বর চলে আসে। যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। প্রসাব করতেও কষ্ট হচ্ছিল। পানি লাগলেই জ্বালাপোড়া করত। সাহেব জ্বরের ঔষধ দিলে জ্বর একটু কমে। কিন্তু প্রতি রাতেই চলছিল অত্যাচার।

একদিন ছাদে কাপড় শুকাতে গিয়ে বাসা থেকে পালাই। বাসার বাইরে এক দারোয়ান আমাকে ধরে ফেলে। তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করি আমাকে ছেড়ে দিতে। একপর্যায়ে তাকে সব খুলে বলি আমার সাথে কী হয়েছে। দারোয়ান ঐ বাসায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি ভয়ে যাইনি, যদি আমাকে আবার নির্যাতন করে, মারধর করে। পরে দারোয়ান আমাকে তার বাসায় নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলে আমাকে বিয়ে করেছে। তার স্ত্রী আমাকে অনেক মারে। মাথার চুল কেটে দিয়ে চোর বলে মারধর করে। এরপর ঘর থেকে বের করে দেয়। আর দারোয়ানকে অন্য বাড়িতে আটকে রাখে।

কোথায় যাব ভেবে না পেয়ে গুলশান, বনানী এলাকার একটা পার্কে বসে থাকি। রাত আটটার সময় তিন-চারটা মেয়েকে এক লোকের সাথে কথা বলতে দেখি। ঐ লোকের কাছ থেকে তারা টাকাও নেয়। দুইটা মেয়ে চলে যায়, আর দুজন পার্কেই বসে থাকে। আমি তাদের কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলি। তারা জানতে চায় কী হয়েছে? তখন তাদেরকে সব বলি।

তারা আমাকে নিয়ে রাত ১২টা পর্যন্ত রাস্তায় হাঁটে। এমন সময় একজন লোক এসে ওই দুজন মেয়ের সাথে একটু দূরে গিয়ে কথা বলে এবং কিছু টাকা দেয়। এর কিছুক্ষণ পর তারা আমাকে লোকটার সাথে যেতে বলে। বলে, "উনি আমার ভাই। ওনার সাথে যাও আমি পরে আসতেছি।"

লোকটা আমাকে একটা সিএনজি করে নিয়ে যায়। কিন্তু কোথায়, কোন এলাকায় নিয়ে যায় আমি চিনতে পারি না। লোকটা একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দুইদিন আটকে রেখে অন্য লোকদের দিয়ে যৌনকাজ করায়। প্রতি রাতেই ছয়-সাত জন খদ্দের আসত। দুইদিন পর আমাকে হাইকোর্ট এলাকায় রেখে যায়। কারণ ঐ লোক মনে করেছে আমি বাসা চিনে যদি পুলিশ নিয়ে যাই। তাই তারা আমাকে হাইকোর্ট এলাকায় রেখে যায়। তখন থেকে হাইকোর্ট এলাকায় যৌনকাজ করি। রাস্তায় খদ্দেরের জন্য দাঁড়াতাম। একদিন রাত দুইটার সময় পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে যায়। থানায় দুইদিন থাকি। আমাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার কেউ ছিল না। তাই দুইদিন পর পুলিশ আমাকে ভবঘুরে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। দুই বছর ভবঘুরে কেন্দ্রে ছিলাম। সে সময় কাশিমপুর গার্মেন্টেসে কাজ শিখেছি।

ভবঘুরে কেন্দ্র থেকে বের হয়ে আবার ঢাকায় আসি এবং কোথাও যাওয়ার জায়গা না থাকায় রাস্তায় যৌনকাজ শুরু করি। একমাস পর রাস্তার একছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করি। বিয়ের একবছরের মাথায় আমার এক মেয়ে জন্ম হয়। মেয়েকে নিয়ে যৌনকাজ করতে পারি না। তাই মেয়েকে ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিই। বর্তমানে ভাইবোনদের সাথে যোগাযোগ আছে। তাদের জন্য টাকাও পাঠাই। আমার মেয়ে গ্রামে তাদের কাছেই থাকে।

ভাসমান যৌনকর্মীদের রাস্তায় অনেক ধরনের সমস্যা হয়। যেমন-পুলিশ, মাস্তান, দালাল, অন্যান্য লোকরা সবসময় আমাদের নির্যাতন করে। আমাদের কেউ ভালবাসে না। একটু ভালবাসার জন্য সব কিছু দিয়ে দিতে রাজি। অনেকে আমাদের ক্ষণিকের জন্য ভালবাসে তারাই আবার আমাদের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যায়। আমরা এমনি একটা জীবন পেয়েছি যে আমাদের সবাই ব্যবহার করে কিন্তু এরপর আমাদের আর কোনো দাম নাই। তাই এই পথটা ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে মনে অনেক কষ্ট হয়। তখন মন ভাল করার জন্য অন্য যৌনকর্মী বোনদের সাথে সিনেমা দেখতে যাই। পার্কে বেড়াতে যাই।

আমাদের স্বামী যারা তারা আসলে আমাদের টাকাকে ভালবাসে। টাকার টানেই আমাদের কাছে আসে। টাকা নেওয়া শেষ ভালবাসাও শেষ। সব বুঝি, কিন্তু কী করবো। থানায় বা জেলখানাতে নিয়ে গেলে ছাড়িয়ে আনতে বা অসুস্থ হলে দেখার লোক লাগে। তখন তারা আমাদের ছাড়িয়ে আনে, আমাদের টাকা দিয়েই আমাদের বিপদে উদ্ধার করে। তাই স্বামী লাগে।

ভাল একটা কাজ পেলে বা কিছু টাকা জমাতে পারলে দেশে চলে যাবো। আমার মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তাকে মানুষ করতে চাই। ভাল বিয়ে দিতে চাই। আমার ভয় হয় আমার মতো যেন মেয়ের জীবনটা নষ্ট না হয়। এখন আমার জীবনে মেয়েই সব। গায়ের রক্ত বিক্রি করে হলেও মেয়েকে লেখা-পড়া করাবো। আমি তো লেখাপড়া করতে পারি নাই। লেখাপড়া জানলে হয়তো ভাল কিছু করতে পারতাম।

অনুলিখন: রাজিয়া সুলতানা

সারণি ১৫: নির্যাতনের ধরন

নির্যাতনের ধরন	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
ধর্ষণ	৫৭	৪৪.৮৮
সংঘবদ্ধ ধর্ষণ	৪১	৩২.২৮
প্রতারণার মাধ্যমে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন	৭২	৫৬.৬৯
অপহরণ	১৩	১০.২৪
শারীরিক নির্যাতন (মারধর, ব্লেড দিয়ে আঘাত ও অন্যান্য)	৮২	৬৪.৫৭
মাদক সেবনে বাধ্য করা	২২	১৭.৩২
ছিনতাই	১৫	১১.৮১
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৭	৫.৫১

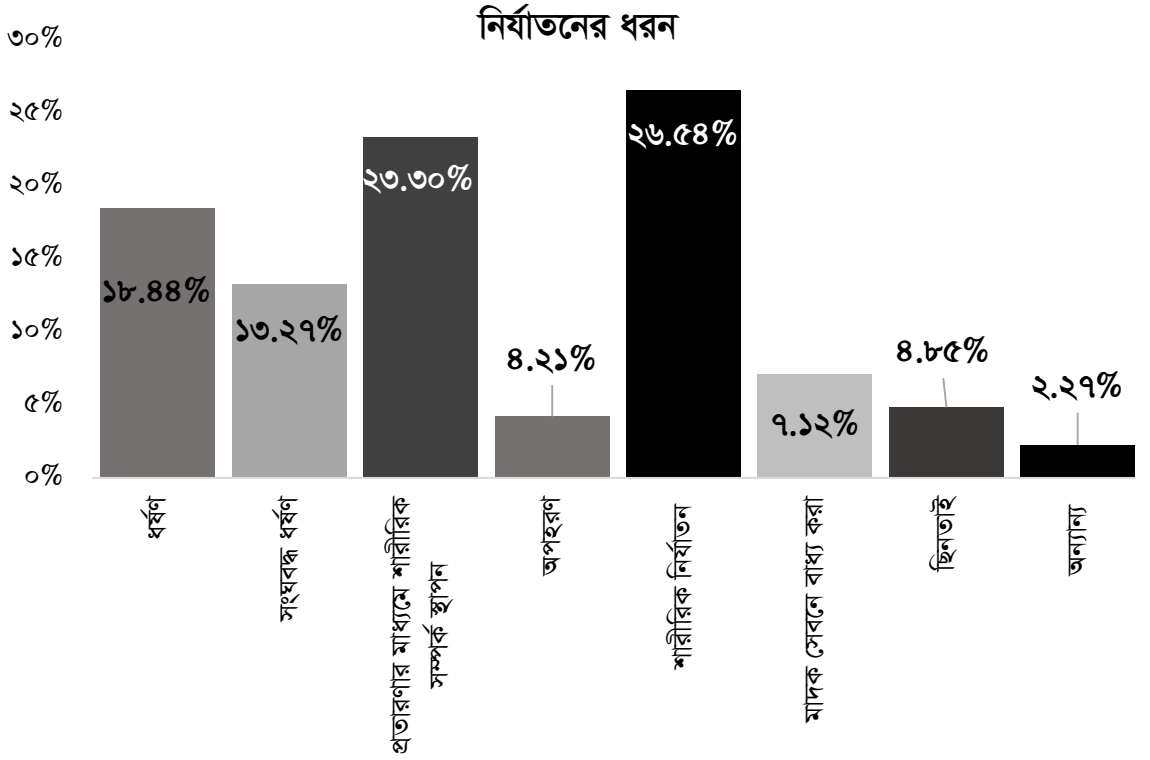

খদ্দের

স্বাধীন, বাঁধা (ছুকরি) ও ভাসমান যৌনকর্মীদের প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন। স্বাধীন যৌনকর্মীর তুলনায় বাঁধা ও ভাসমানদের বেশি সংখ্যক খদ্দের নিতে হয়। বাঁধা যৌনকর্মীরা দৈনিক কতজন খদ্দের নিবে তা নির্ধারণ করে সর্দারনি। অধিক আয়ের জন্য সর্দারনিরা বাঁধা যৌনকর্মীদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করান। অন্যদিকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল স্বাধীন বা সর্দারনি পর্যায়ের যৌনকর্মীদের অনেকে কম খদ্দের নেন। সারণি ১৬-তে আমরা

যেমন দেখছি যৌনকর্মীদের মধ্যে ১৯ জন (১৪.০৭%) দৈনিক ১-২ জন খদ্দের নেন। এরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল স্বাধীন বা সর্দারনি পর্যায়ের যৌনকর্মী। অন্যদিকে সাতজন যৌনকর্মী দৈনিক এগারো বা তার বেশি খদ্দেরের সাথে যৌন কাজ করেন। এদের অধিকাংশই ভাসমান যৌনকর্মী। অন্যান্য যৌনকর্মীদের মধ্যে ৫৫ জন দৈনিক তিন থেকে চারজন, ৪৬ জন পাঁচ থেকে ছয়জন, ৬ জন সাত থেকে আটজন এবং দুইজন ৯-১০ জন খদ্দের নেন।

সারণি ১৬: দৈনিক খদ্দের সংখ্যা

খদ্দের সংখ্যা	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
১-২	১৯	১৪.০৭
৩-৪	৫৫	৪০.৭৪
৫-৬	৪৬	৩৪.০৭
৭-৮	৬	৪.৪৪
৯-১০	২	১.৪৮
১১ এবং তার উপরে	৭	৫.১৯
মোট	**১৩৫**	**১০০**

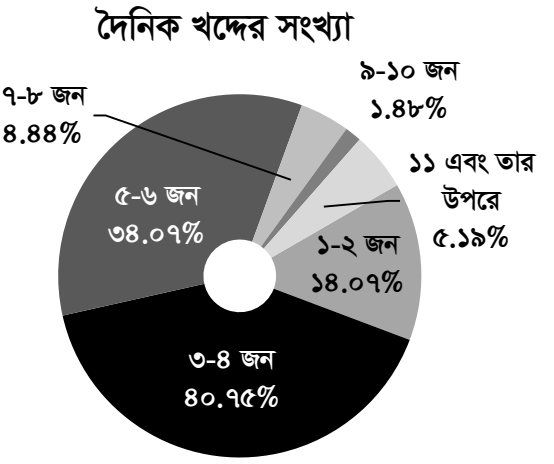

ভাসমান যৌনকর্মীদের জন্য খদ্দের যোগাড় করা কঠিন। কারণ রাস্তায় পুলিশ, মাস্তান এবং দোকানদার তাদের নির্বিঘ্নে দাঁড়াতে দেয় না। কাজেই এদের খদ্দের কম। অন্যদিকে যেসব যৌনপল্লীতে ঘরভাড়ার পরিমাণ বেশি সেখানেও ঘর ভাড়াসহ অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য যৌনকর্মীদের বেশি খদ্দের নিতে হয়। ময়মনসিংহ যৌন-পল্লীতে একটি কক্ষের দৈনিক ভাড়া গড়ে ১,০০০ টাকা। এখানে যারা কাজ করেন তাদের অধিকাংশই মাসিক খরচ মেটানোর জন্য অধিক খদ্দের নেন। এখানে উল্লেখ্য যে খদ্দেরদের কাছে কম বয়সী ও নতুন মেয়েদের চাহিদা বেশি। খদ্দের নিয়ে যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রায়শই বিবাদ বাধে। যৌনপল্লীতে যারা খদ্দের হিসেবে আসে তারা নানা বয়সের। বারো বছর থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধ যৌনকর্মীদের নিয়মিত খদ্দের।

সারণি ১৭: খদ্দেরের পেশা

পেশা	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
চাকরি	১২৯	৯৫.৫৬
পুলিশ	১০৩	৭৬.৩
ব্যবসায়ী	১২০	৮৮.৮৯
শ্রমিক	১১৫	৮৫.১৯
দিনমজুর	১১২	৮২.৯৬
ছাত্র	১০৯	৮০.৭৪
মাস্তান	৯৬	৭১.১১
অন্যান্য	৩৩	২৪.৪৪

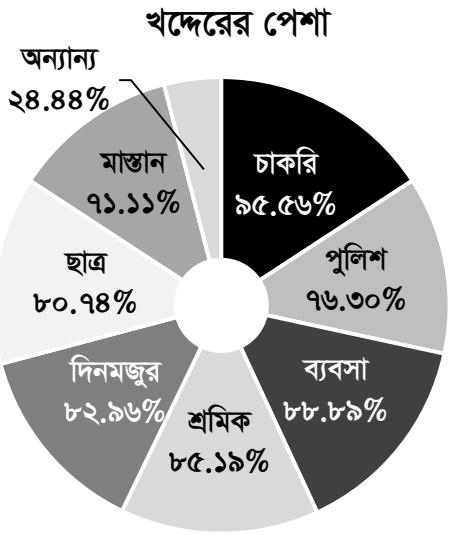

(যৌনকর্মীদের অনেকেই খদ্দেরের একাধিক পেশা উল্লেখ করেছেন)

যৌনকর্মীদের খদ্দেরের মধ্যে রয়েছে চাকরিজীবী, শ্রমজীবী ও দিনমজুর, ছাত্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পুলিশ এবং মাস্তান। যৌনপল্লীর ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে এর খদ্দের কে হবে। দৌলতদিয়া যৌনপল্লীর অবস্থান আন্তঃজেলা পরিবহন ডিপোর কাছাকাছি হওয়ায় এখানকার প্রধান খদ্দের হলো বাস ও ট্রাক শ্রমিকেরা। তেমনি বানিশান্তা পল্লীর অবস্থান মোংলা বন্দরের কাছাকাছি হওয়ায় জাহাজের শ্রমিক, কর্মকর্তা এবং ডকইয়ার্ডের শ্রমিকেরা সেখানকার প্রধান খদ্দের (তাহমিনা ও মোড়ল ২০০০: ৬০)। একইভাবে শহরে অবস্থিত যৌনপল্লীসমূহের মূল খদ্দেরদের মধ্যে আছে সেই এলাকার মানুষ।

যারা যৌনকর্মীদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে চাকুরিজীবী। যৌনকর্মীদের মধ্যে ১২৯ জন (৯৫.৫৬%) বলেছেন তাদের প্রধান খদ্দের চাকুরিজীবী। এরপর ১২০ জন (৮৮.৮৯%) ব্যবসায়ী, ১১৫ জন (৮৫.১৯%) শ্রমিক, ১১২ জন (৮২.৯৬%) দিনমজুর এবং ১০৯ জন (৮০.৭৪%) ছাত্রের কথা উল্লেখ করেন। এদের বাইরে ১০৩ জন (৭৬.৩০%) যৌনকর্মী এবং ৯৬ জন (৭১.১১%) যৌনকর্মী খদ্দের হিসেবে যথাক্রমে পুলিশ ও মাস্তানের কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়াও পেশাজীবী খদ্দেরের বাইরে অন্যান্য খদ্দেরের কথা বলেছেন ৩৩ জন (২৪.৪৪%) যৌনকর্মী।

আয়-ব্যয় ও সম্পদ

অধিকাংশ যৌনকর্মীর প্রধান ও একমাত্র জীবিকা যৌনকর্ম। এর বাইরেও যৌনকর্মীরা নানান কাজের সাথে যুক্ত। বিশেষ করে পল্লীর স্বাধীন বা সর্দারনি পর্যায়ের যৌনকর্মীরা অন্যান্য উপায়ে আয়-রোজগার করেন। অনেকে বাড়ি বা কক্ষ ভাড়া, মুদি দোকান, ছুকরি খাটানো, ছোট চাকরি বা অন্য উপায়ে আয়-রোজগার করেন। জরিপে অংশ নেয়া ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১৩১ জনেরই (৯৭.০৪%) আয়ের প্রধান উৎস যৌনকর্ম। এছাড়া ১৩ জন (৯.৬৩%) চাকুরী, ৮ জন (৫.৯৩%) ছুকরি খাটানো, ৩ জন (২.২২%) পল্লীর মধ্যে ঘর বা কক্ষ ভাড়া, ৩ জন (২.২২%) মুদি দোকান, ৫ জন (৩.৭ %) সেলাইয়ের কাজ, ৩ জন (২.২২%) নেশা জাতীয় দ্রব্য বা মাদক বিক্রি এবং ২ জন (১.৪৮%) বিউটি পার্লারে কাজ করে উপার্জন করেন। এর বাইরেও ৯ জন (৬.৬৭%) যৌনকর্মী অন্যান্য উৎস থেকে উপার্জন করেন।

সারণি ১৮: আয়ের উৎস

উৎস	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
যৌনকর্ম	১৩১	৯৭.০৪
ঘরভাড়া	৩	২.২২
মুদি দোকান	৩	২.২২
চাকরি	১৩	৯.৬৩
হাতের কাজ/সেলাই	৫	৩.৭
বিউটি পার্লার	২	১.৪৮
ছুকরি (বাঁধা যৌনকর্মী) থেকে আয়	৮	৫.৯৩
নেশা জাতীয় দ্রব্য, মাদক ইত্যাদি বিক্রি থেকে আয়	৩	২.২২
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৯	৬.৬৭

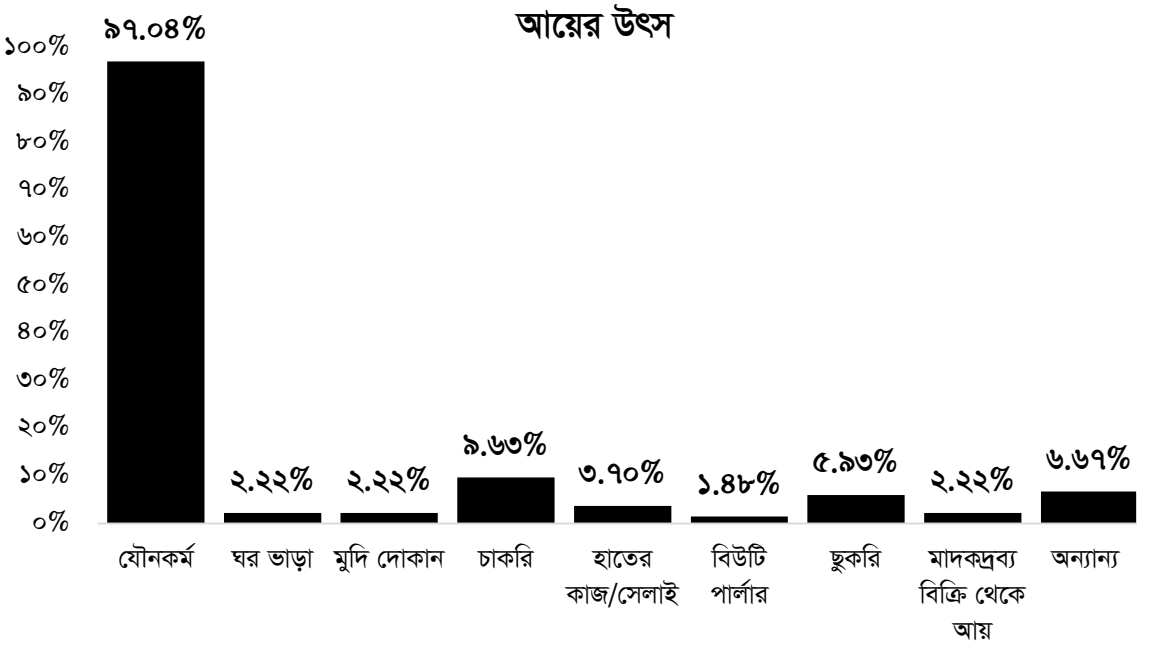

বয়স বাড়ার সাথে সাথে যৌনকর্মীদের আয়-রোজগার কমতে থাকে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেকেই তাদের আয়ের সামান্য অংশ জমিয়ে সম্পদ ক্রয় করেন। কেউ কেউ পল্লীর মধ্যে বাড়ি, জমি, ফ্রিজ, টেলিভিশন, স্বর্ণসহ অন্যান্য সম্পদ কিনে রাখেন। যৌনকর্মীদের মধ্যে ১৭ জনের (১২.৫৯%) নিজের বাড়ি আছে। ভাড়ার ঘর বা বাড়ি আছে ৮ জনের (৫.৯৩%) এবং জমি আছে ২৩ জনের (১৭.০৪%)। নিজের নাম পরিচয় গোপন রেখে অন্যের নামে জমি ক্রয় করেছে এমন যৌনকর্মী আছেন ৩ জন (২.২২%)। এছাড়াও যৌনকর্মীদের মধ্যে দোকান আছে ১১ জনের (৮.১৫%), সেলাই মেশিন আছে ৭ জনের (৫.১৯%), ফ্রিজ আছে ৪৫ জনের (৩৩.৩৩%) এবং মোবাইল ব্যবহার করেন ৭৬ জন (৫৬.৩%)।

সারণি ১৯: সম্পদের বিবরণ

সম্পদ	সংখ্যা	%	সম্পদ	সংখ্যা	%
নিজের বাড়ি	১৭	১২.৫৯	মোটর সাইকেল	১	০.৭৪
ভাড়ার ঘর বা বাড়ি	৮	৫.৯৩	ফ্রিজ	৪৫	৩৩.৩৩
জমি	২৩	১৭.০৪	রেডিও	২	১.৪৮
অন্যের নামে কেনা জমি বা বাড়ি	৩	২.২২	টেলিভিশন	৭৬	৫৬.৩
			সেলাই মেশিন	৭	৫.১৯
দোকান	১১	৮.১৫	মোবাইল	১২২	৯০.৩৭
স্বর্ণ	৩৯	২৮.৮৯	কিছুই নেই	৮	৫.৯৩
গাড়ি	১	০.৭৪	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	১৬	১১.৮৫

সম্পদের বিবরণ

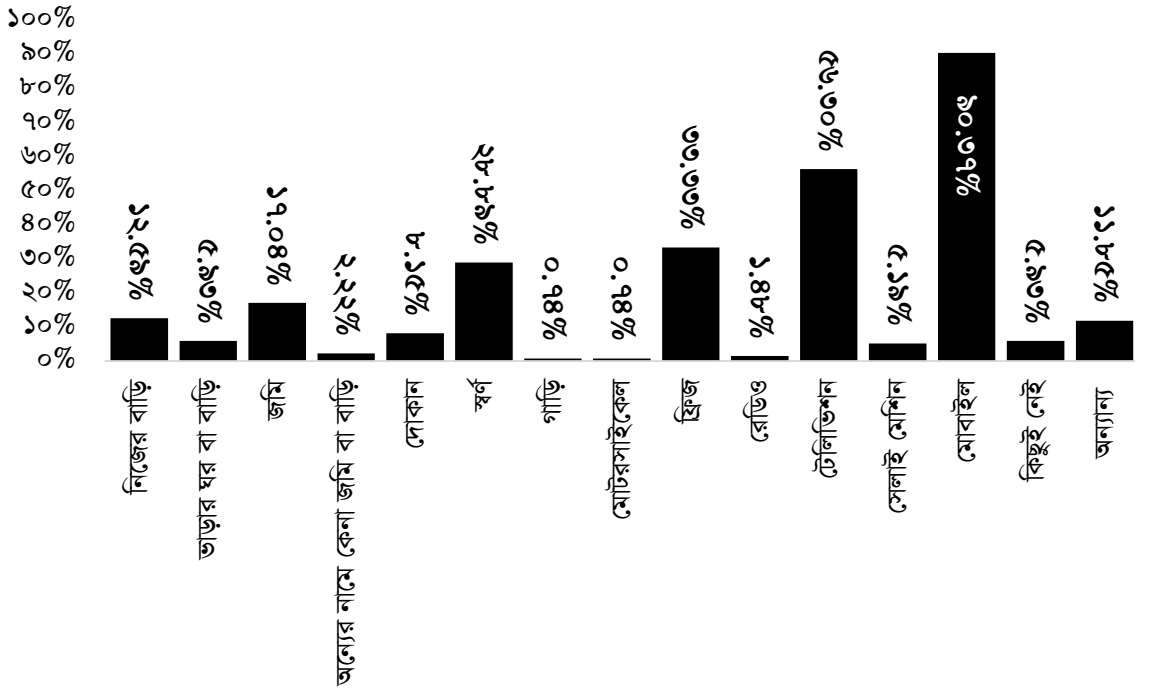

স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও সুরক্ষা

জাতীয় এইডস/এসটিডি কর্মসূচি (এনএএসপি)'র ২০১৫-২০১৬ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশের অন্যতম ঝুঁকি-পূর্ণ জনগোষ্ঠী হলো যৌনকর্মী। যৌনকর্মী এবং তাদের সংস্পর্শে যারা নিয়মিত আসে তাদের মধ্যে যৌনরোগ সংক্রমণ বেশি। যৌনকর্মীরা সচরাচর যেসব রোগে ভুগে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডা, ছত্রাক জাতীয় ইনফেকশনজনিত যৌনরোগ, জরায়ু ক্যান্সার, রক্তস্রাব, সাদাস্রাব, যৌনাঙ্গের সংক্রমণ, এইচআইভি বা এইডস ইত্যাদি। বাংলাদেশে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখনো কম হলেও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে যৌনকর্মীরা বেশ ভোগান্তির মধ্যেই থাকেন। অনেকে অসচেতনতা ও রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে চিকিৎসা নেন না। কেউ কেউ চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

খদ্দেরদের মধ্যে কনডম ব্যবহার না করার প্রবণতা যৌনরোগ সংক্রমণের অন্যতম কারণ। অনেক সময় কনডম ছাড়া যৌনমিলনের জন্য যৌনকর্মীরা অতিরিক্ত অর্থ দাবি করেন। অনেক সময় খদ্দেররা অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে হলেও কনডম ছাড়াই যৌনমিলন করেন যা খদ্দের ও যৌনকর্মী উভয়ের জন্যই স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচেষ্টার কারণে যৌনকর্মীদের মাঝে যৌনরোগ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে। খদ্দেরদের মধ্যে কনডম ব্যবহারের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। কনডম একদিকে যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয় তেমনি যৌনরোগের সংক্রমণ রোধেও সবচেয়ে কার্যকরী। সারণি ২০-তে দেখা যাচ্ছে জরিপে অংশ নেওয়া যৌনকর্মীদের মধ্যে ১২৬ জন (৯৩.৩৩%) বলেছেন তাদের খদ্দেররা কনডম ব্যবহার করে। অন্যদিকে নয়জন (৬.৬৭%) যৌনকর্মী জানিয়েছেন তাদের খদ্দেররা কনডম ব্যবহার করেন না।

সারণি ২০: খদ্দেরের কনডম ব্যবহার

ব্যবহার	যৌনকর্মীর সংখ্যা	%
খদ্দের কনডম ব্যবহার করে	১২৬	৯৩.৩৩
খদ্দের কনডম ব্যবহার করে না	৯	৬.৬৭
মোট	**১৩৫**	**১০০**

খদ্দেরের কনডম ব্যবহার

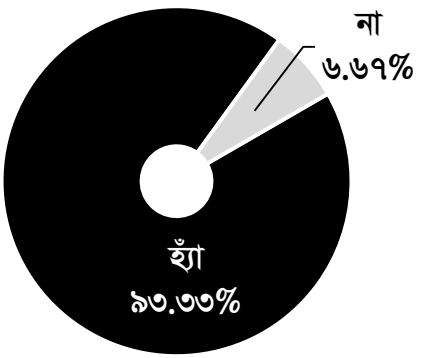

জন্মনিয়ন্ত্রণ করার জন্য কনডমের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পদ্ধতি যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রচলিত। তবে কনডমের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। যৌনকর্মীদের মধ্যে ১১২ জন (৮২.৯৬%) জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কনডম ব্যবহার করেন। অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে ৩০ জন (২২.২২%) জন্মবিরতিকরণ পিল, ৩১ জন (২২.৯৬%) গর্ভনিরোধক ইনজেকশন, ৭ জন (৫.১৯%) ইমপ্ল্যান্ট এবং একজন আইইউডি ব্যবহার করেন।

সারণি ২১: জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত পদ্ধতি

পদ্ধতি	সংখ্যা	%
কনডম	১১২	৮২.৯৬
পিল	৩০	২২.২২
ইনজেকশন	৩১	২২.৯৬
ইমপ্ল্যান্ট	৭	৫.১৯
আইইউডি	১	০.৭৪
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	১	০.৭৪

জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত পদ্ধতি

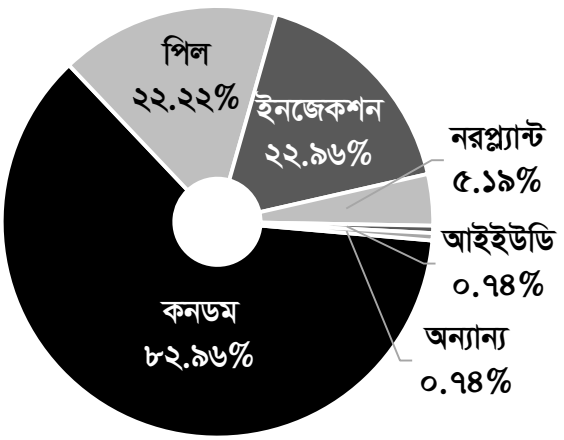

সঠিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ না করার ফলে অনেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তখন তাঁরা ওষুধ খেয়ে বা এমআর (মেন্সট্রুয়াল রেগুলেশন) করে গর্ভপাত ঘটান। এমআর হলো কোনো ভ্রূণ নিজে বেঁচে থাকতে সক্ষম হওয়ার আগেই এটিকে নষ্ট করে মাতৃগর্ভ থেকে বের করে গর্ভধারণের অবসান ঘটানো। বাংলাদেশে ১৯৭৯ সাল থেকে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির আওতায় গর্ভপাতের বিকল্প হিসেবে এমআর পদ্ধতি প্রচলিত। জরিপে অংশগ্রহণকারী যৌনকর্মীদের ৭৭ জন (৫৭.০৪%) গর্ভপাত করিয়েছেন এবং ৫৮ জন (৪২.৯৬%) গর্ভপাত করাননি।

টেবিল ২২: গর্ভপাত

গর্ভপাত	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৭৭	৫৭.০৪
না	৫৮	৪২.৯৬
মোট	**১৩৫**	**১০০**

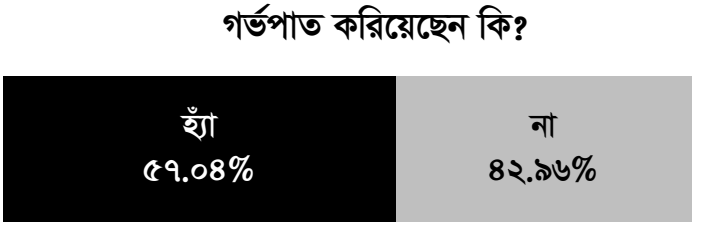

যে ৭৭ জন যৌনকর্মী গর্ভপাত ঘটিয়েছেন তাদের কেউ একবার আবার কেউ একাধিকবার এটি করিয়েছেন। সারণি ২৩-এ দেখা যায়, তিন বা ততোধিকবার গর্ভপাত করিয়েছেন এমন যৌনকর্মীর সংখ্যা ২৬ জন (৩৩.৭৭%)। দুইবার গর্ভপাত করিয়েছেন ২০ জন (২৫.৯৭%) এবং একবার করিয়েছেন ৩১ জন (৪০.২৬%)। গর্ভপাত করানো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে তা মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। যৌনকর্মীদের গর্ভপাত করানোর স্থান নিরাপদ নয়। ২০১৭ সালে ঢাকা শহরে যৌনকর্মীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে একটি গবেষণায় দেখা যায় ২৩.৯% যৌনকর্মী সরকারি হাসপাতালে গর্ভপাতের জন্য যায়। এছাড়া বেসরকারি হাসপাতালে যায় ৩৫.৪%, এনজিও পরিচালিত সেবাকেন্দ্রে যায় ১৫%, বাড়িতে দক্ষ সেবাকর্মীর মাধ্যমে ৯.৭%, ফার্মেসিতে ১৬.৮% এবং ১৫.৬% নিজে, অদক্ষ সেবাকর্মী বা পরিবারের কোনো সদস্যদের মাধ্যমে গর্ভপাত করান (Wahed, Alam, Sultana, Alam and Somrongthong, 2017)। এখানে সহজেই অনুমেয় যে ঢাকা শহরের বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে সরকারি বা বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ঘাটতি আছে সেখানে যৌনকর্মীরা অদক্ষ হাতেই গর্ভপাত ঘটান। অনেকে অনিরাপদ গর্ভপাত করানোর পরে রক্তস্রাবসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগেন।

সারণি ২৩: গর্ভপাত করানোর সংখ্যা

সংখ্যা	সংখ্যা	%
একবার	৩১	৪০.২৬
দুইবার	২০	২৫.৯৭
তিন বা তার অধিক	২৬	৩৩.৭৭
মোট	**৭৭**	**১০০**

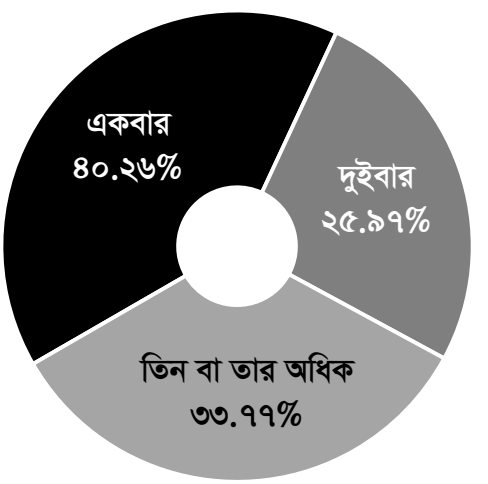

যৌনকর্মীরা চরম স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে বসবাস করেন। তাদের মধ্যে যৌনরোগ ও অন্যান্য ইনফেকসাস বা সংক্রমণজনিত রোগের প্রকোপ বেশি। অপরিণত বা নিতান্ত কিশোরী বয়সে যৌনকর্মে প্রবেশ, বহুসংখ্যক পুরুষের সাথে নিয়মিত যৌনকর্ম এবং যৌনরোগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব তাদের যৌনরোগের প্রধান কারণ। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১১৪ জন (৮৪.৪৪%) এক বা একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বা ভুগছেন। অন্যদিকে কোনো রোগে ভুগেনি ১৫.৫৬% যৌনকর্মী।

সারণি ২৪: রোগ-বালাই

রোগ	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১১৪	৮৪.৪৪
না	২১	১৫.৫৬
মোট	**১৩৫**	**১০০**

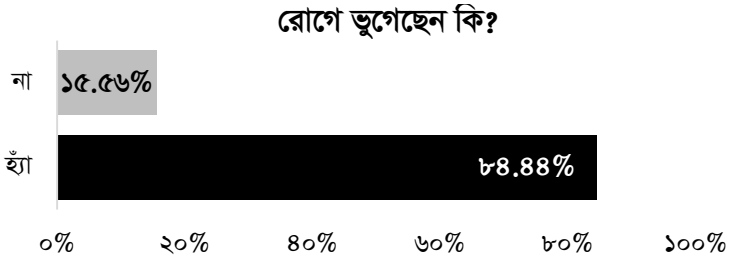

যৌনকর্মীদের রোগের প্রধান কারণ পল্লীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন। অনেকে নিজেদের শরীরকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য শরীর মোটাতাজাকরণ বড়ি 'ওরাডেক্সন' ও স্টেরয়েড ট্যাবলেট সেবন করেন। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যৌনকর্মীকে স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন এইড ২০১০ সালের এক সমীক্ষায় পেয়েছে যে বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ যৌনকর্মী ওরাডেক্সন বা অন্যান্য স্টেরয়েড ট্যাবলেট নিয়মিত সেবন করে (দি ডেইলি স্টার ২০১১)। এখানে উল্লেখ্য যে স্টেরয়েড ট্যাবলেট গবাদি পশু মোটাতাজাকরণের জন্যই ব্যবহার করা হয়। সেড জরিপে অংশ নেওয়া যোনকর্মীদের মধ্যে পাঁচজন স্টেরয়েড ট্যাবলেট সেবনজনিত সমস্যায় ভুগছেন।

যৌনকর্মীদের মধ্যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা তীব্র। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৭৫ জন (৬৫.৭৯%) গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভুগছেন। সাদাস্রাব রোগে ভুগছেন ৭৪ জন (৬৪.৯১%), চুলকানির সমস্যায় ভুগছেন ৩৬ জন (৩১.৫৮%) এবং চর্মরোগে ভুগছেন ১৫ জন (১৩.১৬%) যৌনকর্মী। প্রায় অর্ধেকের মতো (৪৯.১২%) যৌনকর্মী তলপেটে ব্যথাজনিত রোগে ভুগেছেন যা গর্ভপাতজনিত জটিলতার উদাহরণ। যৌনরোগের মধ্যে সিফিলিস ৯ জন (৭.৮৯%), গনোরিয়া ৪ জন (৩.৫১%) এবং এইচআইভি এইডস আক্রান্ত ২ জন (১.৭৫%)। অন্যান্য রোগের মধ্যে হেপাটাইটিস বি ১৯ জন (১৬.৬৭%), জরায়ু ক্যান্সার ১ জন (০.৮৮%), অপুষ্টিজনিত সমস্যা ২৯ জন (২৫.৪৪%), আচিল সমস্যা ১ জন (০.৮৮%), বাগি রোগ ৩ জন (২.৬৩%) এবং যক্ষা রোগে ভুগছেন ১ জন (০.৮৮%)। এছাড়াও ২৩ জন (২০.১৮%) মানসিক সমস্যা এবং ১২ জন (১০.৫৩%) অন্যান্য রোগে ভুগছেন।

সারণি ২৫: রোগের বিবরণ

রোগ	সংখ্যা	%
তলপেটে ব্যথা	৫৬	৪৯.১২
সাদাস্রাব	৭৪	৬৪.৯১
সিফিলিস	৯	৭.৮৯
গনোরিয়া	৪	৩.৫১
চুলকানি	৩৬	৩১.৫৮
চর্মরোগ	১৫	১৩.১৬
আঁচিল	১	০.৮৮
বাগি	৩	২.৬৩
যক্ষা	১	০.৮৮
এইচআইভি বা এইডস	২	১.৭৫
স্টেরয়েড ট্যাবলেট সেবনজনিত সমস্যা	৫	৪.৩৯
অপুষ্টি	২৯	২৫.৪৪
গ্যাস্ট্রিক	৭৫	৬৫.৭৯
জরায়ু ক্যান্সার	১	০.৮৮
হেপাটাইটিস বি/ জন্ডিস	১৯	১৬.৬৭
মানসিক সমস্যা	২৩	২০.১৮
অন্যান্য	১২	১০.৫৩

(যৌনকর্মীদের অনেকেই একাধিক রোগে আক্রান্ত হবার কথা বলেছেন)

রোগের বিবরণ

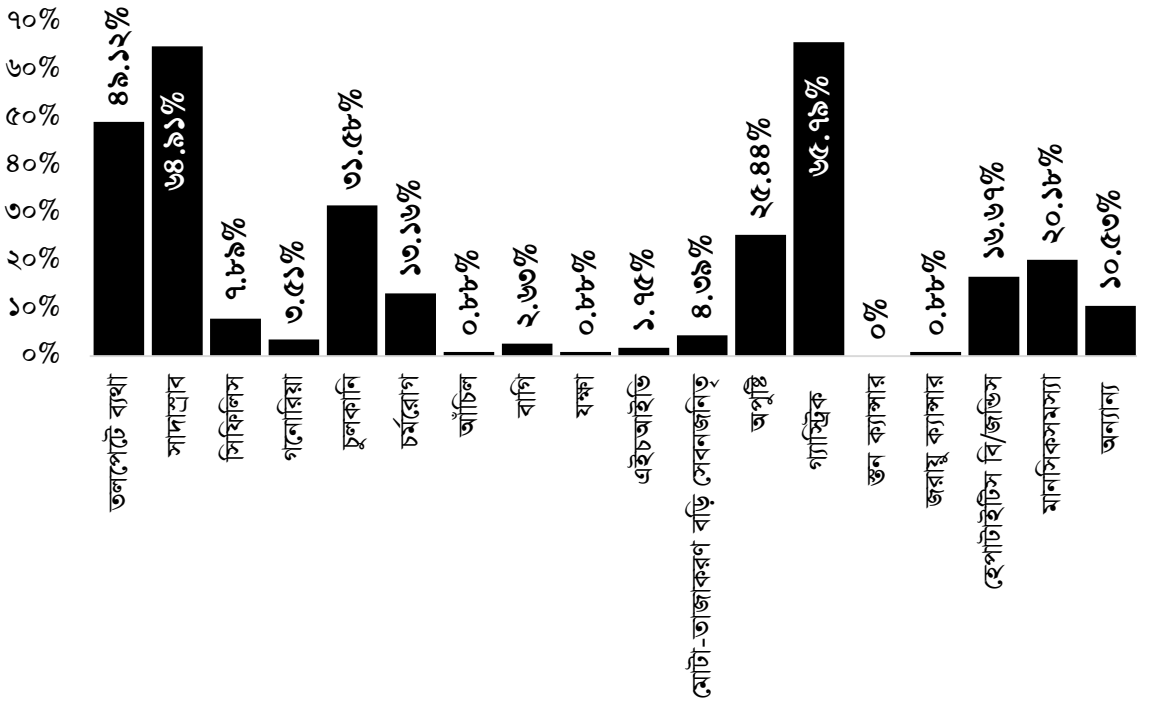

টেবিল ২৬: যৌনপেশা পরিবর্তনের ইচ্ছা

পেশা পরিবর্তন	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১১২	৮২.৯৬
না	২৩	১৭.০৪
মোট	**১৩৫**	**১০০**

যৌনপেশা পরিবর্তনে ইচ্ছুক কি?

যৌনকর্মীদের অধিকাংশই যৌনতা বিক্রির পেশা পরিবর্তন করতে চান। তবে পেশা পরিবর্তনের ব্যাপারে যৌনকর্মীরা উপায়হীন। চাইলেও তাদের পক্ষে পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় যাওয়া সম্ভব হয় না। সমাজের চোখে একবার 'পতিতা' বা 'ভ্রষ্টা' হিসেবে চিহ্নিত হলে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। যৌনকর্মীরাও যৌনকর্ম ছাড়া অন্য কাজে দক্ষ বা পারদর্শী নয়। তাদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন পেশায় নিয়োগ দেওয়া সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠিন। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ১১২ জন (৮২.৯৬%) যৌনপেশা ছাড়তে ইচ্ছুক এবং ২৩ জন (১৭.০৪%) যৌনপেশাতেই থাকতে চায়। যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীরা পল্লীর মধ্যে স্বাধীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাই তাদের আশঙ্কা পল্লীর বাইরের সমাজে গিয়ে তারা খাপ খাওয়াতে পারবে না। স্বাধীন ও সর্দারনি পর্যায়ের যৌনকর্মীরা আমৃত্যু যৌনপেশাতেই থাকতে চান।

সমস্যা বিশ্লেষণ, প্রয়োজন এবং করণীয়

সমস্যা বিশ্লেষণ

হয়রানি ও নির্যাতন: যৌনকর্মীরা সমাজে নিগৃহীত। পেশাগত সুরক্ষা না থাকায় তারা হয়রানি এবং নির্যাতনের শিকার। যৌনপল্লীভিত্তিক, হোটেলভিত্তিক, বাসাবাড়ি ভিত্তিক এবং ভাসমান যৌনকর্মীদের অধিকাংশই তাদের পেশাগত জীবনে পুলিশ, মাস্তান, খদ্দের, রাস্তার দোকানদারদের হাতে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে ৬০ জন স্থানীয় মাস্তানদের হাতে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে চাঁদাবাজি, বিনা টাকায় যৌনকাজ, ধর্ষণ, মারধর, হুমকি এবং দিনের উপার্জিত অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া। ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন তাদের খদ্দেররাও মাস্তানদের উৎপাতের শিকার। এসব হয়রানি মেনে নিয়েই যৌনকর্মীরা কাজ করেন। হয়রানির বিরুদ্ধে অভিযোগ বা প্রতিবাদ করা তাদের জন্য দুঃসাধ্য। মাস্তানদের পরেই রয়েছে পুলিশ। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৫৯ জন বলেছেন তারা একাধিকবার পুলিশী হয়রানির শিকার হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে যৌনকর্মীদের প্রথম অভিযোগ চাঁদাবাজি। চাঁদা না দিলে জোর করে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া বা শারীরিক নির্যাতন এমনকি ধর্ষণের শিকার হতে হয়। যৌনপল্লীর প্রবেশপথ পুলিশের চাঁদাবাজির কেন্দ্র। প্রতিটি প্রবেশ পথের জন্যই নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পুলিশকে দিতে হয়। যৌনপল্লীর কোনো মেয়ে যদি যৌনপল্লীর বাইরে যায় এবং এক সপ্তাহের বেশি অবস্থান করে তাহলে তাকে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে নতুন করে এফিডেভিটও করতে হয়। পুলিশের অন্যান্য হয়রানির মধ্যে রয়েছে জোর করে ভবঘুরে কেন্দ্রে পাঠানো, হোটেলে অভিযান চালিয়ে জেলে পাঠানো, রাস্তায় দাঁড়াতে না দেওয়া এবং যৌনপল্লীতে যে খদ্দের আসে তাদের যৌনপল্লীতে ঢুকতে না দেওয়া।

পুলিশ এবং মাস্তানদের হয়রানি বাদেও যৌনকর্মীরা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে দোকানদার এবং খদ্দের। খদ্দের খোঁজার সময় ভাসমান যৌনকর্মীদের অনেকেই দোকানদারদের গালমন্দ শোনেন। টাকা না দিলে যৌনকর্মীদের রাস্তায় দাঁড়াতে দেয় না বলেও অভিযোগ আছে দোকারদারদের বিরুদ্ধে। খদ্দেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা যে টাকা দেবার কথা বলে যৌনকাজ করে কাজ শেষে সে টাকা দেয় না। যৌনকর্মী টাকা চাইতে গেলে গালমন্দ এমনকি শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হন। ভাসমান যৌনকর্মীদের উপর খদ্দেরদের হয়রানি বেশি। যৌনকর্মীদের সাথে বনিবনা না হলে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া, খারাপ আচরণ করা এবং দলবেঁধে ধর্ষণের অভিযোগও আছে। এরপর রয়েছে দালাল, হোটেলের মালিক এবং ম্যানেজার। হোটেলভিত্তিক যৌনকর্মীরা হোটেলের মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে নিয়মিত লাঞ্ছিত হন। তাদের আয়ের একটি বড় অংশ চলে যায় মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে।

সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: পেশাগত কারণে যৌনকর্মীদের প্রতি সমাজের বেশিরভাগ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। তারা নানা সামাজিক বৈষম্যের শিকার। যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা বন্দীজীবনেই অভ্যস্ত। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যৌনপেশা হারাম বা নিষিদ্ধ। যেকারণে তারা হুজুর ও মাওলানাদের ঘৃণা ও সহিংসতার শিকার হন। যৌনকর্মীদের অভিযোগ হুজুর ও মাওলানা তাদের গালিগালাজ ও শারীরিক অত্যাচার করে। সমাজের মানুষকে একত্রিত করে যৌনকর্মীদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অবদান থাকে। যৌনকর্মীরা চাইলেই এলাকার মানুষের সাথে ধর্ম পালন বা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র নিজস্ব গন্ডির বা যৌনপল্লীর মধ্যে কোনো অনুষ্ঠান হলেই তারা সেখানে যোগদান করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবও তারা নিজেদের মতো করে যৌনপল্লীর মধ্যে পালন করে। যৌনপল্লী উচ্ছেদের ক্ষেত্রে হুজুর ও মাওলানারা সবসময় সক্রিয় থেকেছেন।

স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ না পাওয়াঃ যৌনকর্মীদের মধ্যে যারা সর্দারনির অধীনে কাজ করেন তাদেরকে বাঁধা যৌনকর্মী বা ছুকরি নামে ডাকা হয়। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পুরোটাই নির্ভর করে সর্দারনির উপর। সর্দারনির মর্জি-মাফিক চলতে না পারলে তারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। বাঁধা যৌনকর্মীরা তাদের আয় নিজেরা ভোগ করতে পারে না। তাদের আয়ের পুরোটাই চলে যায় সর্দারনির হাতে। হিজড়া যৌনকর্মীদের মধ্যে যারা গুরুর অধীনে কাজ করে তাদের অবস্থাও বাঁধা যৌনকর্মীদের মতো। গুরুর ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুযায়ী তাদের চলতে হয়।

সন্তানদের ভরণপোষণ ও লেখাপড়াঃ যৌনপেশা যৌনকর্মীদের যেমন বিচ্ছিন্ন করে সমাজ থেকে তেমনি যৌনকর্মীর সন্তানেরাও স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের লেখাপড়া, সমাজের নাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়। যৌনকর্মীর সন্তানদের দেখা হয় তাদের মায়েদের পেশাগত পরিচয়ে। শিশুকাল থেকেই তারা বেড়ে ওঠে সমাজের মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে যাদের সন্তান আছে তারা সন্তানকে দূরে কোথাও রেখে লালন পালন করে। পটুয়াখালী যোনপল্লীতে অনেকে সন্তানকে পরিচিত কারো কাছে দৈনিক টাকার বিনিময়ে রাখে। সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চাইলেও পেশাগত কারণে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে কাজের সময়ে সন্তানকে রাখার নিরাপদ জায়গা থাকে না। যৌনকর্মীর সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা নেই। পিতার পরিচয় না থাকার কারণে এখনো অনেক স্কুলে তাদের সন্তানদের ভর্তি নেয় না। ১৩৫ জন যৌনকর্মীর মধ্যে সন্তান আছে এমন দশজন অভিযোগ করেছেন যৌনকর্মী পরিচয়ের কারণে তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করা যায়নি। যৌনকর্মীদের অভিযোগ মায়ের পরিচয় জানার পরে যৌনকর্মীর সন্তানকে স্কুল থেকে বের করে দেয়ার ঘটনাও আছে। যৌনকর্মীর মেয়ে সন্তানদের বিয়ে দেয়া আরেকটি বড় সমস্যা। যৌনপল্লীতে বেড়ে ওঠা যৌনকর্মীর প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে দেয়া বেশ কষ্টকর ও দুঃসাধ্য বলে মনে করেন অনেক যৌনকর্মী।

পারিবারিক অবহেলাঃ পেশাগত পরিচয়ের কারণে যৌনকর্মীরা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। পরিবারের কেউ যেন যৌনকর্মীর পেশাগত পরিচয় জানতে না পারে সেজন্য তাদের সতর্ক থাকতে হয়। কোনোভাবে জানাজানি হয়ে গেলে তা পরিবারের জন্য অসম্মান বয়ে আনতে পারে। পরিবারের সদস্যরাও অনেক সময় যৌনকর্মীকে ত্যাগ করে পরিবারের সম্মানের জন্য। যৌনকর্মীকে নিজ পরিবারের সদস্য বলে অস্বীকার করে। অনেক পরিবার যৌনকর্মীর কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পয়সা নেয় ঠিকই কিন্তু দিনশেষে অসম্মান ও অবহেলা ছাড়া আর কিছুই জোটে না যৌনকর্মীর জন্য। অনেকে স্বামী-শাশুড়ির মারধর এবং পরিবারের সদস্যদের নির্যাতনের শিকার হন।

মৃতের সৎকারঃ যৌনকর্মীদের অভিযোগ তারা মসজিদ নির্মাণ ও মন্দির নির্মাণের জন্য নিয়মিত চাঁদা দেন। তাদের টাকায় মসজিদ হয়, মন্দির হয়। এতিমখানায় তাদের টাকায় অনেক এতিম ছেলে-মেয়েরা বেঁচে থাকে। কিন্তু কোনো যৌনকর্মীর মৃত্যু হলে মৃতের জানাযা হয়না। যৌনকর্মীদের জন্য এখন আলাদা কবরস্থানের ব্যবস্থা হলেও ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী (জানাযার নামাজ) তাদের দাফনের ব্যবস্থা নেই। মৃত্যুর পরে জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য ইমাম পাওয়া যায়না।

বাসস্থানের সংকটঃ যৌনপল্লী বা যৌনপল্লীর বাইরে যৌনকর্মীদের বাসস্থানের সংকট প্রকট। যৌনপল্লীর আলো-বাতাস চলাচলের অনুপযুক্ত ছোট কক্ষেই তারা জীবন পার করেন। এক কক্ষের মধ্যেই চলে যৌনকাজ এবং সন্তানের লালন-পালন। যশোরের বাবু বাজার ও মাড়ুয়া মন্দির যৌনপল্লীতে যৌনকর্মীদের থাকার জায়গা খুব ছোট। এক রুমে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। এছাড়াও রয়েছে উচ্চ বাড়ি বা কক্ষ ভাড়ার সমস্যা। দেশে যে এগারোটি যৌনপল্লী আছে তার মধ্যে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে ঘরভাড়া বা রুম ভাড়ার পরিমাণ অন্যান্য যৌনপল্লী থেকে অনেক বেশি। এখানে প্রতিটি কক্ষের দৈনিক ভাড়া গড়ে ১০০০ টাকা। বাড়ি ভাড়া, নিজের খরচাপাতি, খাওয়া-দাওয়া, প্রসাধনীর জন্য ব্যয় এবং অন্যান্য খরচাপাতি মিলিয়ে একজন যৌনকর্মীর যা আয় তার পুরোটাই

চলে যায়। অনেকে খরচ মেটাতে না পেরে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যৌনপল্লীর মধ্যে বাড়ির মালিকের দৌরাত্ম্য যৌনকর্মীদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। সময়মতো বাড়ি ভাড়া দিতে না পারলে অনেক সময় যৌনকর্মীদের শুনতে হয় অকথ্য গালিগালাজ। অনেকে শারীরিক নির্যাতনের শিকারও হন। যৌনপল্লীর বাইরে ভাসমান এবং হোটেলভিত্তিক যৌনকর্মীরা বাসাবাড়ি ভাড়া পেতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। অনেকেই পরিচয় গোপন করে বাসা ভাড়া নেন। বাড়ির মালিক যখন তার পরিচয় জানতে পারে তখন তিনি নির্যাতনের শিকার হন এবং প্রায় ক্ষেত্রে তাকে বাসা ছাড়তে হয়। কিছু যৌনকর্মী বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার কথা ভেবে বাড়ি নির্মাণ করেন। তবে এদের সংখ্যা খুব কম।

খাবার পানির সংকট, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার অভাব: যৌনপল্লীগুলোতে খাবার পানির সংকটের পাশাপাশি পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। ড্রেনের ময়লা পানি, দুর্গন্ধ এবং নোংরা পরিবেশের মধ্যেই যৌনকর্মীদের বাস। যশোরের বাবু বাজার ও মাড়ুয়া মন্দির, ফরিদপুরের রথখোলা এবং পটুয়াখালী যৌনপল্লীতে পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে বানিশান্তা যৌনপল্লীতে খাবার পানির সংকট রয়েছে। বর্ষার সময় জোয়ারের পানিতে পটুয়াখালী যৌনপল্লীর সরুপথ তলিয়ে যায়। পানি জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়।

পরিচয় সংকট: যৌনকর্মীরা তাদের সামাজিক জীবনে নানা বৈষম্যের শিকার। সমাজের আর দশজন মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা, উৎসব পালন করা এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। অধিকাংশ যৌনকর্মীই নিজের পেশা সম্পর্কে কাউকে বলতে পারেন না। জানাজানি হলে যৌনকর্মীর জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসবে এই ভয়ে তারা পেশা লুকান। যৌনকর্মীর সন্তানেরাও পরিচয়হীনতায় ভোগেন। পিতার পরিচয় দিতে না পারার কারণে তাদের স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাছাড়া যৌনকর্মীর সন্তান পরিচয় জানাজানি হলে সমাজের মানুষের চোখে ছোট হতে হয়। হিজড়া যৌনকর্মীরাও নিজেদের পরিচয় নিয়ে সঙ্কটে থাকেন। নিজের পরিবার, ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তারা পরিচয় দিতে চান না।

নিরক্ষরতা: যৌনকর্মীদের অধিকাংশই নিরক্ষর। প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পাশ কিছু থাকলেও স্নাতক পর্যায়ের কেউ নেই। যৌনকর্মীদের সন্তানদের মধ্যেও প্রাথমিক পাশ করার পর ঝরে পড়ার হার বেশি। যৌনপল্লীতে বা তার আশেপাশে নেই ভালো কোনো স্কুল। অনেক ক্ষেত্রে স্কুল থাকলেও যৌনপল্লীর মানুষের সেখানে সুযোগ কম। যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি এনজিও কাজ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এসব এনজিও কার্যক্রম সাধারণত প্রকল্প ভিত্তিক এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। দেখা যায় প্রকল্প চলাকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম চললেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

খদ্দের কম: যৌনকর্মীদের অনেকেই মনে করেন খদ্দেররা এখন যৌনপল্লীতে কম আসেন। হোটেল-ভিত্তিক, বাসাবাড়ি-ভিত্তিক যৌনকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যৌনপল্লীর চাহিদা কমে গেছে। তাছাড়া যৌনপল্লীর নোংরা পরিবেশ এবং অবস্থান খদ্দেরদের আকর্ষণ করে না। সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লীটি বন্যার সময় তলিয়ে যায়। তাছাড়া নদী ভাঙ্গনের সমস্যাও আছে। যাতায়াতের সমস্যার কারণে খদ্দেররা এখানে কম আসেন। খদ্দের কম থাকার কারণে যৌনকর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানা দ্বন্দ্ব। ভাসমান যৌনকর্মীদের মধ্যে খদ্দের নিয়ে দ্বন্দ্বের সংখ্যা বেশি। বাইশজন যৌনকর্মী বলেছেন মাঝে মাঝেই খদ্দের নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। শীতকালে যৌনপল্লীতে কাজের সুযোগ কমে যায়।

যৌনরোগ ও সুচিকিৎসার অভাব: যৌনকর্মীরা যৌনরোগ ও অন্যান্য রোগের কারণে দেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী। মরণব্যাধি এইচআইভি বা এইডস সহ নানা জটিল যৌনরোগে তারা আক্রান্ত হন। রোগ সম্পর্কে সচেতনতা এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে তাদের ধারণা কম। জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েও অনেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন না। অনেকে রোগের লক্ষণ দেখেও ডাক্তারের শরণাপন্ন হন না। সরকারি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালে যৌনকর্মীদের যাতায়াত কম। যৌনকর্মী পরিচয়ের কারণে অনেক সময়

তারা হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সঠিক চিকিৎসা পান না। অনেকে পরিচয় লুকিয়ে চিকিৎসা নেন। যৌনকর্মীদের অনেকেই দরিদ্র। জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহন করাও তাদের জন্য কঠিন। অনেকেই অর্থের অভাবে সঠিক চিকিৎসা করাতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন। যৌনকর্মীদের অনেকেই মানসিক সমস্যায় ভোগেন। ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, যৌনপল্লী উচ্ছেদ আতঙ্ক, পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন এবং অন্যান্য কারণে তারা মানসিক টানাপোড়েনে থাকেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ নদীর তীরে গড়ে ওঠা যৌনপল্লীগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, বন্যা, নদী ভাঙ্গন এবং অন্যান্য দূর্যোগের মধ্যে পড়েন। পশুর নদীর ভাঙ্গনের কারণে বানিশান্তা যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। নদীভাঙ্গনের কারণে বেশ কয়েকবার যৌনপল্লীটির স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। স্থান পরিবর্তন করতে হলে অর্থের প্রয়োজন হয়। এই টাকা জোগাতে যৌনকর্মীরা হিমশিম খান। ফরিদপুরের সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লীর অবস্থাও একই রকম। নদী ভাঙ্গনের কারণে যৌনপল্লীর স্থান বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। বন্যা হলে যৌনপল্লীটি পানির নিচে তলিয়ে যায়। তখন খদ্দের আসতে পারে না বলে যৌনকর্মীদের আয় কমে যায়।

মাদকাসক্তিঃ যৌনকর্মীদের অনেকেই মাদকাসক্ত। যৌনপল্লীর ভেতরেই চলে মাদকদ্রব্যের খোলামেলা বেচাকেনা। তবে অনেকেই মাদকদ্রব্যের বিষয়টিকে সমস্যা হিসেবে দেখতে চাননা। খদ্দেরদের মধ্যে অনেকেই আসেন মাদকদ্রব্য সেবন ও যৌনকাজ করার জন্য। ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর অনেকেই মনে করেন মদ না থাকলে যৌনপল্লীতে খদ্দের আসবে না। বানিশান্তা যৌনপল্লীতে আবার গাঁজার বেচাকেনা বেশি। এখানে চারটি গাঁজার দোকান আছে।

যৌনপল্লী উচ্ছেদ আতঙ্কঃ যৌনপল্লীগুলোর অন্যতম সমস্যা উচ্ছেদ আতঙ্ক। যৌনপল্লীর জমি দখল করার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী এবং অন্যান্যরা বেশ তৎপর থাকে। বেশ কয়েকটি যৌনপল্লী উচ্ছেদের শিকার হয়েছে। টানবাজার যৌনপল্লীটি উচ্ছেদের পর এখানকার যৌনকর্মীদের জীবনে নেমে আসে চরম দূর্ভোগ। উচ্ছেদের পর খেয়ে-পড়ে বাঁচার তাগিদে অনেকে ভিক্ষাবৃত্তির পথও বেছে নেয়। অনেকে ভাসমান যৌনকর্মী হয়ে কাজ করেন। পটুয়াখালী যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা বর্তমানে (২০১৯) উচ্ছেদ আতঙ্কে আছেন। উচ্ছেদ হবার পর টাঙ্গাইল যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা তাদের ঘরবাড়ি আবার পুনঃনির্মাণ করেছেন; তবে টাঙ্গাইলে এখন উচ্ছেদ আতঙ্ক আছে।

ঋণঃ যৌনকর্মীদের অনেকেই (৫৫.৭৯%) ঋণগ্রস্ত। বিশেষ করে ময়মনসিংহ যৌনপল্লীতে একজন যৌনকর্মীর মাসিক ব্যয় তার মাসিক আয়কে ছাড়িয়ে যায়। নিজের খরচ মেটাতে অনেকেই বাড়ির মালিক, জমির মালিক, সর্দারনি এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেন। অন্যান্য যৌনপল্লীতেও চড়া সুদে ঋণ দেওয়া এবং নেওয়া প্রচলিত আছে। সময় মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে অনেকেই সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন।

পরিবর্তন

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, অর্থনীতি ও অন্যান্য দিক দিয়ে বাংলাদেশ বেশ এগিয়ে গেছে। তবে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলো উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে আছে। পিছিয়ে পড়া পেশাজীবী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যৌনকর্মীরা তাদের অধিকার আদায়ের দিকে বিগত বছরগুলোতে সামান্য এগোলেও তা আশানুরূপ নয়। দেশের অর্থনীতিতে যৌনকর্মীদের অবদান নিয়ে আলোচনা না হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে যৌনকর্মীরা জাতীয় আয়ে কিছু অবদান রাখেন। দেশে যে এগারোটি যৌনপল্লী আছে এবং এখানে যে ৩,৭২১ জন যৌনকর্মী কাজ করেন তাদের বাৎসরিক আয় ১,৩৩,৮৫,৭০,০০০ (একশ তেত্রিশ কোটি পঁচাশি লাখ সত্তর হাজার) টাকা। যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের সংখ্যা মোট যৌনকর্মীদের একটা ছোট অংশ মাত্র। দেশের এক লাখ যৌনকর্মীর

আয় বিবেচনায় নিলে কেবল যৌনকর্মীদের আয় চার হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। যৌনকর্মীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বাড়ির মালিক, মদ-গাঁজার দোকানের মালিক এবং তাদের পরিচর্যাকারীদের আয় বিবেচনায় নিলে যৌনতা বিক্রি থেকে মোট আয় সাত-আট হাজার কোটিতে দাঁড়াবে। যৌনতা বিক্রির পেশা থেকে এ আয় উল্লেখ করার মতো।

সামাজিকভাবে যৌনকর্মীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং মর্যাদা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব এবং অন্যান্য সভা সেমিনারে তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। একই সাথে যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা এবং কার্যক্রমে তাদের মধ্যে অধিকার চেতনারও বেশ অগ্রগতি হয়েছে। প্রতিটি যৌনপল্লীতেই সেক্স ওয়ার্কাস নেটওয়ার্ক ভূমিকা রাখছে। যৌনকর্মীরা এখন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। একসময় যৌনপল্লীর বাইরে যেতে হলে তাদেরকে খালি পায়ে বের হতে হতো। এখন সে ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। যৌনকর্মীরা জুতা পরেই এখন বাইরে বের হন, বাজার করেন এবং সমাজের নানা কার্যক্রমে অংশ নেন। যৌনকর্মীদের জন্য আলাদা কবরস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও যৌনকর্মীদের দাবীর প্রতিফলন তারা পেয়েছেন।

যৌনকর্মীর সন্তানেরাও শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এনজিও-ভিত্তিক স্কুল এবং সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির কারণে যৌনকর্মীর সন্তানেরা শিক্ষিত হচ্ছে। স্কুলগুলোতে মায়ের পরিচয়ে যৌনকর্মীর সন্তানেরা ভর্তি হচ্ছে। তাদের জন্মনিবন্ধনের সুযোগ বেড়েছে। অনেক যৌনকর্মী আয়মূলক কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘরে বসেই উপার্জন করছেন। এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করছে যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠনগুলো। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। তারা সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট খুলছেন এবং সঞ্চয় করছেন। অনেকে দেশের বাইরেও যাচ্ছেন। সরকারের নিরাপত্তা জাল কর্মসূচির আওতায় তারা কিছু সেবা গ্রহণ করছেন। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে তারা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে। অনেক যৌনকর্মী বলেছেন যৌনকর্মী পরিচয়েও তারা এখন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারেন।

প্রয়োজন ও চাহিদা

আয়মূলক প্রশিক্ষণ: বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার কথা ভেবে অধিকাংশ যৌনকর্মীই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অনেকে প্রত্যাশা করেন সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আয়মূলক কাজের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করবে এবং আয়ের পথ দেখাবে। সেলাইয়ের কাজ বা হাতের কাজ তাদের ভিন্ন উপার্জনের পথ খুলে দেবে।

মূলধন: যৌনকর্মীদের অনেকে চান যৌনপেশা ত্যাগ করে ব্যবসা করতে। বয়স্ক যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বেশি। এক্ষেত্রে তাদের বড় সমস্যা মূলধনের অভাব। মুলধনের অভাবে অনেকেই ব্যবসা করার কথা ভাবলেও তা করতে পারেন না। এক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ও সুদৃষ্টি প্রয়োজন। যৌনকর্মীদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় এসব প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী যৌনকর্মীদের মূলধন সহায়তা দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

সেক্স ওয়ার্কার নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি: যৌনকর্মীদের শক্তি ও সামর্থ্যের মূলে রয়েছে তাদের নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠনসমূহ। যৌনপল্লীর সকল যৌনকর্মীই এসব সংগঠনের সদস্য। এসব সংগঠনে যারা নেতৃত্ব দেন তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন: পেশাগত কারণে যৌনকর্মীরা সমাজে অপদস্ত হন। এর মূলে রয়েছে যৌনকর্মীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ হিসেবে সকলের মতো তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজের মানুষকে যৌনকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। আর দশটা পেশার মতো যৌনপেশাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে।

যৌনকর্মীদের সরকারি সেফটি নেট কার্যক্রমে পূর্ণ অংশগ্রহণ: রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সেফটি নেট কার্যক্রমে যৌনকর্মীদের

অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম রয়েছে দুস্থদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (ভিজিএফ), দুস্থ ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), গ্রাচুইটাস রিলিফ (জিআর), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা), কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা), গভবর্তী মায়ের স্বাস্থ্য কার্ড, দরিদ্রদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা, নারী উন্নয়ন ও উদ্যোক্তাদের সাহায্যের জন্য বিশেষ অনুদান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবৃত্তি, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, জাতীয় পুষ্টিসেবা, কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, জাতীয় আইনগত সেবা, ইত্যাদি। এসব কার্যক্রমে যৌনকর্মীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ জরুরি।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সুরক্ষা একটি অধিকার। যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনিরাপদ যৌনজীবনের জন্য তারা নানা ধরণের যৌনবাহিত রোগে ভোগেন। অনেকে রোগ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে চিকিৎসা করান না। যৌনকর্মীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ। রোগ সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি, সরকারি হাসপাতালে যৌনকর্মীদের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, যৌনপল্লীভিত্তিক চিকিৎসা কার্যক্রম, জরায়ু ক্যান্সার স্ক্রিনিং এবং এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌনরোগ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি।

নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: যৌনপল্লীগুলোর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্কার জরুরি। যৌনপল্লীর নোংরা ঘিঞ্জি পরিবেশেই যৌনকর্মীরা জীবন পার করেন। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, নোংরা পানি এবং অন্যান্য কারণে তারা চুলকানি, চর্মরোগ এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। বর্ষার সময় যৌনপল্লীর সরু রাস্তায় পানি জমে। মশা-মাছি হয়। দূর্গন্ধ ছড়ায়। যৌনপল্লীতে নিরাপদ পানির সংকটও রয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর একসঙ্গে কাজ করা জরুরি।

পেশাগত স্বীকৃতি এবং সকল হয়রানির অবসান: দেশের প্রায় এক লক্ষ নারী যৌনপেশার সাথে যুক্ত। প্রাচীনকাল থেকেই যৌনপেশা প্রচলিত থাকলেও এই পেশাজীবী গোষ্ঠীর পেশার স্বীকৃতি নেই বাংলাদেশে। যৌনকর্মীরা মনে করেন পেশাগত স্বীকৃতি না থাকার কারণেই তারা বেশি করে নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হন। সরকার চাইলেই তাদের পেশাগত স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারে। পেশাগত স্বীকৃতি সমাজে একদিকে যেমন যৌনকর্মীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবে তেমনি তাদের উপর বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়ন কমবে।

তথ্যসূত্র

১) Amanullah, ASM., Purvez, M. A., & Falia, M. L. (2016). Sex Workers Rights are Human Rights: Psychological and Economic Cost of Brothel Eviction in Bangladesh. Dhaka: Manusher Jonno Foundation (MJF).

২) National AIDS/STD Control Programme (NASP). (2016). Mapping Study and Size Estimation of Key Populations in Bangladesh for HIV Programs. Dhaka, Bangladesh: Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare.

৩) The Daily Star, 21 July 2011, Sex workers forced to take harmful drug. Accessed at: https://www.thedailystar.net/news-detail-195013

৪) Wahed T., Alam A., Sultana S., Alam N. and Somrongthong R., (2017) Sexual and reproductive health behaviors of female sex workers in Dhaka, Bangladesh. PLoSONE 12(4): e0174540. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0174540

৫) কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা এবং শিশির মোড়ল। ২০০০। *বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি: জীবনের দামে কেনা জীবিকা*। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

যৌনকর্মীদের নেটওয়ার্ক ও তাদের নিজস্ব সংগঠন

যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দাতাসংস্থা। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো যৌনকর্মীদের নিজেদের আছে তিরিশের মতো সংগঠন। এসব সংগঠনের বেশিরভাগ তৈরি হয়েছে ১৯৯৯ সালে দেশের সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী নারায়ণগঞ্জের টানবাজার উচ্ছেদ হবার পর থেকে। টানবাজার যৌনপল্লী উচ্ছেদের পর আরো বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু যৌনপল্লী উচ্ছেদ হয়েছে। এতে যৌনকর্মীদের মধ্যে সবসময় তাড়া করে উচ্ছেদ আতঙ্ক। দৈনন্দিন জীবনে যৌনকর্মীদের নির্যাতন-নিপীড়নের শেষ নেই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, নিরাপত্তা কোনো কিছুই বলতে গেলে নেই তাদের জীবনে। আধুনিক যৌনদাসী এসব মেয়েদের অধিকার আদায়ে সাহায্য করাই যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলোর প্রধান লক্ষ্য। তবে কাজ করার জন্য যে অর্থ ও দক্ষ জনবল দরকার তা খুব সামান্যই আছে এসব সংগঠনের। আর্থিক সামর্থ্য অর্জন করাও তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এসব সংগঠনের আইনগত অবস্থান দুর্বল। যৌনকর্মীদের ২৯টি সংগঠনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন আছে মাত্র ২টি সংগঠনের। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধন আছে ১৭টি সংগঠনের, সমাজসেবা অধিদপ্তরের ১২টি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধন আছে ২টির। কোনো নিবন্ধন নেই এমন সংগঠন আছে ২টি। অধিকাংশ সংগঠনের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন না থাকায় এরা দাতাসংস্থার সাথে সরাসরি কাজ করতে পারে না। এতোসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এসব সংগঠন যৌনকর্মীদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে।

যৌনকর্মীদের তৈরি ও পরিচালিত ২৯টি সংগঠন সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক-এর সদস্য সংগঠন। যৌনকর্মীদের এসব সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কাজ করে সেক্স ওয়ার্কার'স নেটওয়ার্ক। এসব সংগঠনের ১২টি যৌনপল্লী ভিত্তিক। অর্থাৎ যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীদের নিয়ে এরা কাজ করে। অবশিষ্ট ১৭টি সংগঠন কাজ করে ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে। এর মধ্যে ৪টি ভাসমান হিজড়া যৌনকর্মীদের সংগঠন। দাতা সংস্থার অর্থায়ন না থাকায় বর্তমানে (২০১৮ সাল) যৌনকর্মীদের অধিকাংশ সংগঠনের কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক। সংগঠনের সদস্যরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যেসব কাজ করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রেখে এডভোকেসি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা; পল্লী উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে এডভোকেসি করা, স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে যেতে সহায়তা করা, সরকারি ও বেসরকারি ড্রপ ইন সেন্টারে যেতে সহায়তা করা, অসুস্থ যৌনকর্মীকে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে নেবার ব্যবস্থা করা, যৌনকর্মীর সন্তানদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করা, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনি সহায়তার জন্য আইনি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করা, বিভিন্ন দিবস যেমন, বিশ্ব এইডস দিবস, মানবাধিকার দিবস, যৌনকর্মী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা ইত্যাদি। এসব সংগঠনের অবস্থা ও কাজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক (এসডব্লিউএন)
বাড়ি-২, রোড-৬
পিসিকালচার হাউজিং, শেখেরটেক
মোহাম্মদপুর, ঢাকা
সভানেত্রী: কাজল বেগম
মোবা: +৮৮০১৭২৪০৬০১৮৬
E: swnob2002org@yahoo.com

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই নেটওয়ার্ক যৌনকর্মীদের নিজেদের তৈরি ও পরিচালিত ২৯টি সংগঠনের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। যৌনকর্মীদের ২৯টি সংগঠন এ নেটওয়ার্কের সদস্য সংগঠন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি সারা দেশের ভাসমান, যৌনপল্লী, বাসাবাড়ি-ভিত্তিক, হোটেল-ভিত্তিক এবং হিজড়া যৌনকর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিষ্ঠানটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত (২০১২ সালে)।

১৯৯৭ সালে কান্দুপট্টি যৌনপল্লী, ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী নারায়ণগঞ্জের টানবা-জারসহ নিমতলী, মাগুরা, মাদারীপুর এবং ফুলতলা যৌনপল্লী উচ্ছেদ হয়। উচ্ছেদ হওয়া এসব যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীরা পরবর্তীতে সংগঠিত হয়ে একের পর এক সংগঠন তৈরি করে। এসব সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য তাঁরা এক পর্যায়ে তৈরি করে সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক। সদস্য সংগঠনগুলোর মাসিক চাঁদায় পরিচালিত হয় এই নেটওয়ার্ক।

সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক ২০০২ সাল থেকে বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পরিচালিত বেশ কিছু প্রকল্পে কাজ করেছে। এসব প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানটি যৌনকর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ, এডভোকেসি, সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইনি সহায়তা, এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, সংগঠন তৈরি ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, যৌনপল্লী উচ্ছেদ ঠেকানো, মানবাধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্য রোধ, শিশু সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করেছে। যেসব দাতা সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা ও সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ, অ্যাকশন এইড, কেয়ার বাংলাদেশ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, Red Umbrella, আইসিডিডিআর'বি, ইউএনএইডস, এইচআইভি/এইডস এন্ড এসটিডি এলায়েন্স বাংলাদেশ (হাসাব), ইউনিসেফ এবং সেভ দ্য চিল্ড্রেন। বর্তমানে (২০১৮ সালের জুন থেকে) এ নেটওয়ার্ক ইউনিসেফ এবং ইউএনএইডস-এর অর্থায়নে 'Strengthening governence of Sex Worker's Network and supporting sustaining initiatives' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করছে। যৌনকর্মীদের নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা ও টেকসই করা এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

নির্বাচিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয় সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক। প্রতি দুই বছর পরপর এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক-এর সদস্য সংগঠনসমূহ

যৌনপল্লী ভিত্তিক

মুক্তি মহিলা সমিতি
উত্তর দৌলতদিয়া, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
টেলিফোন: +৮৮০-২-১২৩৪৫৬৭
E: mmsrajbari@yahoo.com
নির্বাহী পরিচালক: মর্জিনা বেগম
মোবা: +৮৮০১৭১২৫২৫৪৭১

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৮০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর (১৯৯৯ সাল) এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে (২০০৯ সাল) নিবন্ধনপ্রাপ্ত। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে এ সংগঠন। মুক্তি মহিলা সমিতি বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পরিচালিত বেশ কিছু প্রকল্পে কাজ করেছে। সেভ দ্য চিল্ড্রেন, আইসিসিডিআর'বি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস), পদক্ষেপ, উল্কা নারী সংঘ-এর সহায়তা ও সহযোগিতায় পরিচালিত এসব প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানটি এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধ, এইচআইভি এইডস আক্রান্তদের চিকিৎসাসেবা, সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, যৌনরোগ সংক্রমণ ও গরু মোটাতাজাকরণজনিত ঔষধ ওরাডেক্সন-এর কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করেছে। বর্তমানে সংগঠনটি কয়েকটি প্রকল্পে কাজ করছে। সেভ দ্য চিল্ড্রেন-এর আর্থিক সহায়তায় যৌনপল্লীর শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে একটি প্রকল্পে কাজ করছে। এ প্রকল্পটি চলছে ২০১১ সাল থেকে। একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে (২০১৮ সালের ১২ মার্চ থেকে শুরু হওয়া) কাজ করছে সংগঠনটি। এছাড়া Seven Monts-America-এর অর্থায়নে পরিচালিত নাইট কেয়ার প্রকল্পে কাজ করছে ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে। এনজিও ফোরাম ও সেভ দ্য চিল্ড্রেন থেকে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সংগঠনটি আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। প্রকল্পের পাশাপাশি সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

জয় নারী কল্যাণ সংঘ
রথখোলা যৌনপল্লী
রেকেস মার্কেট সংলগ্ন
রথখোলা, ফরিদপুর
সভানেত্রী: আলেয়া বেগম
মোবা: ০১৭৬১৭২৫৭৫২
E: jncsfaridpur@gmail.com

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৬০৪ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০০৫ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত রথখোলা যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে এ সংগঠন। এটি সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা এবং এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব) ও পল্লী নারী সংস্থা

(পিএনএস)-এর সহযোগিতায় 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করে ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

অবহেলিত মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা
দৌলতদিয়া যৌনপল্লী
উত্তর দৌলতদিয়া, দৌলতদিয়া ইউনিয়ন
গোয়ালন্দ উপজেলা , রাজবাড়ী
সভানেত্রী: পারভীন সুলতানা
মোবা: +৮৮০১৭১৮৭০৩৬০৫

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৬২০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০০৩ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী দৌলতদিয়া যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে সংগঠনটি। যৌনপল্লীটির ভেতরে সংগঠনটির অবস্থান। এটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা ও বেসরকারি সংস্থা পায়াকট বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় পরিচালিত প্রকল্পে কাজ করে ২০০৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ করা ছিল এ প্রকল্পের লক্ষ্য। পরবর্তীতে বেসরকারি সংস্থা আশা থেকে সংগঠনটি আর্থিক সহায়তা পায় ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপর যৌনকর্মীদের সন্তানদের পড়ালেখার জন্য মহিলা আইনজীবী সমিতি-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পে কাজ করে ২০১৭ সালের জুন থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

বঞ্চিতা সমাজকল্যাণ সংস্থা
৬৩, ৬৪ হাটখোলা রোড
বাবু বাজার, যশোর
সভানেত্রী: নুরুন্নাহার বেগম রানু
মোবা: ০১৭৭২৪৭৩৮৯৩

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৯০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (২০০২ সালে) এবং সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত (২০০৭ সালে)। যশোর জেলা শহরে অবস্থিত বাবুবাজার যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে সংগঠনটি। এটি আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড-এর আর্থিক সহায়তায় সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এইচআইভি এইডস প্রতিরোধে ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেছে। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে পাওয়া বার্ষিক অনুদান ও সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর সকল কার্যক্রম।

জীবনের অধিকার সংঘ
বাগেরহাট যৌনপল্লী, কচুয়া পট্টি
বাগেরহাট সদর উপজেলা, বাগেরহাট
সভানেত্রী: নাসরিন আক্তার
মোবা: ০১৮৬৮৮৪৫২০৫

২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫৫ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০০৭ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। বাগেরহাট যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে এ সংগঠন। ২০০৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা এবং এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব) ও খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা (কেএমএসএস)-এর সহযোগিতায় পরিচালিত 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করে। এ প্রকল্পের পর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর সকল কার্যক্রম।

নারী জাগরণী সংঘ
বানিশান্তা যৌনপল্লী
সাহেবপাড়া, বানিশান্তা বাজার
দাকোপ, খুলনা
সভানেত্রী: রাজিয়া বেগম
মোবা: +৮৮০১৭২১৫৮১৮২৮

২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৯২ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০০৮ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত বানিশান্তা যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীদের সংগঠন। এটি সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড-এর অর্থায়নে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সাল) সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর সকল কার্যক্রম।

সূর্যের হাসি সমাজকল্যাণ সংগঠন
দয়াময়ী মোড়, রাণীগঞ্জ বাজার
জামালপুর সদর, জামালপুর
সভানেত্রী: রেখা বেগম
মোবা: +৮৮০১৭৪৫২২৩৪৬৭
E: shsksjamal@yahoo.com

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০০৮ সাল) এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে (২০১২ সাল) নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি জামালপুর জেলায় অবস্থিত জামালপুর যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা ও এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব)-এর সহযোগিতায় পরিচালিত 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে সংগঠনটি ২০০৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কাজ করে। পরবর্তীতে আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড রোলিং কন্টিনোয়াশন চ্যানেল (আরসিসি প্যাকেজ টু এবং থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সাল) সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

শুকতারা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)
৭৩/১ এ.বি. গুহা রোড
শিববাড়ী, গাঙিনাপাড়, ময়মনসিংহ
সভানেত্রী: লাভলী হোসেন
মোবা: +৮৮০১৭১০৬৮৯১৬৪
E: sks_my@yahoo.com

২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০০৪ সাল) এবং সমবায় অধিদপ্তর থেকে (২০১৭ সাল) নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি ময়মনসিংহ জেলা শহরে অবস্থিত ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা ও এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব)-এর সহযোগিতায় পরিচালিত 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ) 'শীর্ষক প্রকল্পে সংগঠনটি কাজ করে ২০০৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। এছাড়া আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড রোলিং কন্টিনোয়াশন চ্যানেল (আরসিসি প্যাকেজ থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সালে) স্তন ক্যান্সার ও জরায়ু ক্যান্সার রোগীদের নিয়ে পরিচালিত লাইট হাউসের অন্যতম প্রকল্প সিএসসি (চালু হয় ২০১৮ সালের মে মাস থেকে) থেকে সংগঠনটি কিছু আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। নিজস্ব ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে কিছু আয়ের পাশাপাশি সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে সংগঠনের কার্যক্রম।

নারী মুক্তি সংঘ
বিশ্বাস বেতকা (ঢাকা রোড)
কান্দাপাড়া সদর থানা, টাংগাইল
সভানেত্রী: আকলিমা বেগম আঁখি
মোবা: +৮৮০১৭১১২২০৭২১
E: narimuktisangha@yahoo.com

১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৬১১ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০০০ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। সংগঠনটি টাঙ্গাইল জেলা শহরে অবস্থিত কান্দাপাড়া যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। সংগঠনটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেছে এবং বর্তমানেও করছে। এটি কেয়ার বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ ও নারী পাচার রোধ নিয়ে দুইটি প্রকল্পে কাজ করে ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। পাশাপাশি সংগঠনটি National STDs Control Programme (NSP)-এর আওতায় এইচআইভি/এইডস রোধে কাজ করার জন্য এইচআইভি/এইডস টার্গেট ইনটারভেনশন (হাতি) এবং এইচআইভি/এইডস প্রিভেনশন প্রোজেক্ট (হ্যাপপ)-শীর্ষক দুটি প্রকল্পে কাজ করে ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত। এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কেয়ার বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহায়তায় নারী পাচার রোধে পরিচালিত প্রকল্পে কাজ করে ২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা ও এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব)-এর সহযোগিতায় 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করে ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সাল) সংগঠনটি সরকারি প্রকল্প এক্সপান্ডেড

প্রোগ্রাম অন ইমুনাইজেশন (ইপিআই) এবং গ্লোবাল ফান্ড-এর অর্থায়নে সেভ দ্য চিল্ড্রেন-এর সহযোগিতায় লাইট হাউজ কনসোর্টিয়ামের সাথে চারটি ড্রপ ইন সেন্টার পরিচালনায় কাজ করছে। পাশাপাশি ব্রেস্ট ক্যান্সার ও জরায়ু ক্যান্সার রোগীদের নিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লাইট হাউসের একটি প্রকল্পে কাজ করছে। এ প্রকল্পটি চলছে ২০১৮ সালের মে মাস থেকে। প্রকল্পের পাশাপাশি সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেও চলছে এর কার্যক্রম।

শক্তি নারী সংঘ
পুরাতন হাসপাতাল রোড
পটুয়াখালী সদর উপজেলা, পটুয়াখালী
মঞ্জু বেগম, সভানেত্রী
মোবা: ০১৭৫৭৬৭৩০৯১

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০০৬ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত পটুয়াখালী যৌনপল্লীতে কাজ করা যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। পটুয়াখালী যৌনপল্লীর ভেতরে সংগঠনটির অবস্থান। এটি সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড রোলিং কন্টিনোয়েশন চ্যানেল (আরসিসি প্যাকেজ থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা ও এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব)-এর সহযোগিতায় পরিচালিত 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে সংগঠনটি কাজ করে ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

শক্তি উন্নয়ন সংঘ
মাড়ুয়া মন্দির সংলগ্ন
হাটখোলা রোড, বড়বাজার, যশোর
সম্পাদিকা: রানী বেগম
মোবা: +৮৮০১৭০৮০১৯৮৬৮

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠসের সদস্য সংখ্যা ১০৩ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০০৮ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি যশোর জেলায় অবস্থিত মাড়ুয়া মন্দির যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য সংগঠনটি পায়াকট বাংলাদেশ এবং পিএসটিসি-এর সাথে সংগঠনটি ২০০৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেছে। পাশাপাশি এটি আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড রোলিং কন্টিনোয়াশন চ্যানেল (আরসিসি প্যাকেজ টু এবং থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এছাড়া মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা ও পায়াকট বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সাল) সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

পদ্মা নারী সংঘ
সিঅ্যান্ডবি ঘাট
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
সভানেত্রী: আসিয়া বেগম,
মোবা: +৮৮০১৭৩১২৬১৯৪৮

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০০৭ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের সংগঠন। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা এবং এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব) ও পল্লী নারী সংস্থা (পিএনএস)-এর সহযোগিতায় পরিচালিত 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করে ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সাল) সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর সকল কার্যক্রম।

ভাসমানদের নিয়ে কর্মরত

অক্ষয় নারী সংঘ
৪৩ নতুন চাষাড়া, হাজী ব্রাদার্স রোড
জামতলা, নারায়ণগঞ্জ
সভানেত্রী: কাজল বেগম
মোবা: +৮৮০১৭২৪১৭৩৬৮৮, +৮৮০১৬৭৬৯৪৬৭৮০
E: akshaynarishanga@gmail.com, sign.infoo@gmail.com

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এর বাইরে আরো ৩০০ জন যৌনকর্মীর সাথে এ সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে। ১৯৯৯ সালে উচ্ছেদ হওয়া নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী যৌনপল্লীতে যেসব যৌনকর্মী কাজ করতো তাদের অনেকে পরবর্তীতে ভাসমানভাবে কাজ শুরু করে। ভাসমান এসব যৌনকর্মীর হাতেই তৈরি এ সংগঠন। সংগঠনের সদস্যভুক্ত যৌনকর্মীরা বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করে। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (২০০৮ সালে), সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০০৯ সালে) এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত (২০১৫ সালে)। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংগঠনটি ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায়। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর সকল কার্যক্রম।

আলোর মিছিল নারী কল্যাণ সংস্থা
২১৫ হোসনেগঞ্জ, রাজশাহী
সভানেত্রী: সুইটি বেগম
মোবা: +৮৮০১৭২০১৯২৮৩০
E: amnksraj@gmail.com

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১৩০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ১৯৯৯ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। রাজশাহীর বোয়ালীয়া এবং রাজপাড়া থানার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করা ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে সংগঠনটি। এটি কেয়ার বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এইচআইভি এইডস প্রতিরোধে পরিচালিত প্রকল্পে কাজ করে ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর সকল কার্যক্রম।

আলোর প্রদীপ নারী উন্নয়ন সমিতি
মুন্সিপাড়া, জোড়াপুকুর
সৈয়দপুর, নীলফামারী
সভানেত্রী: নাজমা বেগম
মোবা: +৮৮০১৭৪৪৪০৭২১৩

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০১৩ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করা ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে সংগঠনটি। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এইচআইভি এইডস প্রতিরোধে কাজের জন্য সংগঠনটি আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর থেকে সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

বাধন হিজড়া সংঘ
আজহার প্লাজা (২য় ও ৫ম তলা)
ক-৬৬/১ কুড়িল চৌরাস্তা
ভাটারা, ঢাকা
সভানেত্রী: পিংকি
মোবা: +৮৮০১৭১২৭৫৫২৩৭
E: pinky.badhan@yahoo.com

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫৮০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০০৩ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে যেসব ভাসমান হিজরা যৌনকর্মী বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ কাজ করে তাদের নিয়ে কাজ করে। সংগঠনটি ২০০৩ সাল থেকে বিভিন্ন দাতাসংস্থার আর্থিক সহায়তায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ, ড্রপ-ইন-সেন্টার পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে পরিচালিত প্রকল্পে কাজ করেছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে ছিল এইচআইভি বা এইডস প্রতিরাধে কেয়ার বাংলাদেশের ফোর্স সেক্স্যুয়াল ইন্টারকোর্স (এফএসআই) শীর্ষক প্রকল্প যেখানে সংগঠনটি দেশের চারটি বিভাগে (ঢাকা, সিলেট, খুলনা এবং চট্টগ্রাম) ড্রপ ইন সেন্টার পরিচালনা করে। এ প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ২০০৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত। এছাড়াও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তা ও এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়েন্স বাংলাদেশ (হাসাব)-এর সহযোগিতায় 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করে ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত। একই সঙ্গে আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সালে)

সংগঠনটি গ্লোবাল ফান্ড-এর আর্থিক সহায়তা এবং বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-এর সহযোগিতায় একটি প্রকল্পে (২০১৭ সাল থেকে চলমান) এইচআইভি এইডস রোধ নিয়ে কাজ করছে। গ্লোবার ফান্ড-এর অর্থায়নে সংগঠনটি বর্তমানে দুইটি ড্রপ ইন সেন্টার পরিচালনা করছে। প্রকল্পের পাশাপাশি সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে সংগঠনটির কার্যক্রম।

ধূমকেতু নারী কল্যাণ সংঘ
৩৬ শেরেবাংলা রোড
ময়লাপোতা, খুলনা
মারুফা আক্তার, সভানেত্রী
মোবা: ০১৯৪৪৮২০০৪২
E: dnkskhulna@gmail.com

২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩৬০০ (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০১৪ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বিভাগীয় জেলা শহর খুলনার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করা ভাসমান যৌনকর্মীদের সংগঠন। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানটি ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায়। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর সকল কার্যক্রম।

দিনের আলো হিজড়া সংঘ
বাস স্টেশন, শুভ পেট্রোল পাম্প
বিষ্ণু মিয়ার বাড়ী, রাজশাহী
সভানেত্রী: মহনা হিজড়া
মোবা: +৮৮০১৭১৬৭৬০৪৩৫
E: denaralohijra@gmail.com

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (২০০৫ সালে) এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে (২০০৭ সাল) নিবন্ধনপ্রাপ্ত। রাজশাহী জেলার রাজপাড়া ও বোয়ালিয়া থানার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করা ভাসমান হিজড়া যৌনকর্মীরদের সংগঠন এটি। এটি সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে কেয়ার বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পে কাজ করে ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়ন এবং এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব)-এর সহযোগিতায় 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করে ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত। আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। সর্বশেষ কাজ করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-এর সহযোগিতায় Strategic Multilayer Assessment (SMA) শীর্ষক প্রকল্পে (২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত)। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর সকল কার্যক্রম। উল্লেখ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে সংগঠনটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনি সহায়তা পায়।

দূর্জয় নারী সংঘ
আমতলা মসজিদ, আর কে মিশন রোড
গোপীবাগ, ঢাকা
টেলি: +৮৮০-২-৮১৪৩০২৮
সভানেত্রী: রহিমা বেগম
মোবা: +৮৮০১৭১২৫৭৬৩৭৩
E: durjoy.hiv.program@gmail.com,
dns.bd.manusher@gmail.com

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫০০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (২০০১ সাল) এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে (২০০৫ সাল) নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি সারা বাংলাদেশের ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। ঢাকা, খুলনা, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, যশোর, রাজশাহী, জামালপুর, ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগঠনটির কার্যক্রম আছে। সংগঠনের সদস্যভুক্ত যৌনকর্মীরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ভাসমানভাবে কাজ করে।

দুর্জয় নারী সংঘ ২০০২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা ও সহযোগিতায় পরিচালিত বেশ কিছু প্রকল্পে কাজ করেছে। কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ, কেয়ার বাংলাদেশ, ইউনিসেফ, অ্যাকশন এইড, ডানিডা ডেনমার্ক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, সেভ দ্য চিলড্রেন এবং আইসিসিডিআর'বি-এর অর্থায়নে পরিচালিত এসব প্রকল্পে সংগঠনটি সক্ষমতা বৃদ্ধি, এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, নারী নির্যাতন রোধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করেছে। এছাড়াও National STDs Control Programme (NSP)-এর আওতায় এইচআইভি এইডস প্রতিরোধে সংগঠনটি কাজ করেছে। ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সংগঠনটি ২৬টি জেলায় ৫৪টি ড্রপ ইন সেন্টার পরিচালনা করে। ২০১৬ সাল থেকে সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। বর্তমানে সংগঠনের মাদার একাউন্ট থেকে কিছু অর্থ এবং সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

গোমতী নারী কল্যাণ সংঘ
ধর্মপুর (রাণীর বাজার)
কোতয়ালী, কুমিল্লা
সভানেত্রী: শিরিন আক্তার
মোবা: +৮৮০১৭৮১৭৩৭১৯২

২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩১১ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০১২ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি কুমিল্লা জেলার সদর, সদর দক্ষিণ, চৌদ্দগ্রাম, চান্দিনা এবং বুড়িচং উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করা ভাসমান যৌনকর্মীদের সংগঠন। এটি সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। বর্তমানে (২০১৮ সাল) সদস্যদের মাসিক চাঁদা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকার অনুদান এবং সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

জীবনের আলো সংঘ
২৬৭/১/এ, দক্ষিণ পীরেরবাগ
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
সভানেত্রী: শাহনাজ বেগম
মোবা: +৮৮০১৮১৯৪০৪৮৫০

২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০১৫ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি ঢাকার ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। সংগঠনের সদস্যরা ঢাকার সংসদ ভবন এলাকা, মিরপুর-২, মিরপুর-১০, মিরপুর-১১, বেড়িবাঁধ, বসিলা, উত্তরা, কুড়িল বিশ্বরোড ও ফার্মগেট এলাকায় কাজ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত সংগঠনটি কোনো দাতাসংস্থার আর্থিক সহায়তা পায়নি। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

মেঘলা নারী সংঘ
মমিন মেনশন (৪র্থ তলা), ফরিদপুর
সম্পাদিকা: মিনা বেগম
মোবা: +৮৮০১৮৭২১৫০০৬০

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০০৮ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি ফরিদপুর জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করা ভাসমান এবং হোটেল ভিত্তিক যৌনকর্মীদের সংগঠন। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা এবং এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব) ও শাপলা মহিলা সংস্থা (এসএমএস)-এর সহযোগিতায় পরিচালিত 'প্রোমোটিং রাইটস অব দ্য এক্সট্রিম সোশ্যালি এক্সক্লুডেড পুওর পিপল (প্রিসেপপ)' শীর্ষক প্রকল্পে কাজ করে ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত। এছাড়া এটি আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

পরশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
২৭০/১ ঘোড়াপীর মাজার
স্টেশন রোড, রংপুর
সভানেত্রী: রাহেলা বেগম,
মোবা: +৮৮০১৭৭৪৩৫৬২৯২

২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৮৫ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০১৬ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি উত্তরাঞ্চলীয় বিভাগীয় জেলা শহর রংপুরের কোতয়ালী থানার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করা ভাসমান যৌনকর্মীদের সংগঠন। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড-এর অর্থায়নে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

সচেতন সমাজসেবা হিজড়া সংঘ
১২৭, উত্তর মান্দা
ইন্দিরা পার্ক, ঢাকা-১২১৪
সভানেত্রী: ইভান আহমেদ কথা
মোবা: +৮৮০১৭১৪৫৩৯০৫৭
E: katharidoy@gmail.com

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১৮৬ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি ঢাকা জেলার উত্তর মান্দা এলাকার হিজড়া যৌনকর্মীদের সংগঠন। সংগঠনের সদস্যরা ঢাকার খিলগাঁও, গোড়ান, বাসাবো, কমলাপুর, মুগদা, মান্দা, মানিকদিয়া, মানিকনগর ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় কাজ করে। এটি অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহায়তায় ও সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক-এর সহযোগিতায় পরিচালিত ক্যাম্পেইনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ ওরাডেক্সন-এর কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করে ২০০৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড-এর রোলিং কন্টিনোয়াশন চ্যানেল (আরসিসি প্যাকেজ টু এবং থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে সাংগঠনিক সক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সহায়তা পায় ২০১৮ সালের মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সালে) ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট (ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট)-এর অর্থায়নে একটি প্রকল্পে কাজ করছে সংগঠনটি। পাশাপাশি সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম। উল্লেখ্য সংগঠনটি নিজস্ব উদ্যোগে স্বল্প পুঁজিমূলক তিনটি কর্মসংস্থান পরিচালনা করছে। একটি বিউটি পার্লার, একটি কফির দোকান এবং একটি বুটিকস শোরুম। এগুলোতে পনেরো জনের মতো হিজড়া কাজ করে।

সন্ধি নারী সংঘ
বাড়ি ৪১, রোড নং ১, মাহাদিভীলা
মেজরটিলা, সিলেট
সভানেত্রী: ফরিদা
মোবা: ০১৭৩১১১৪৯৮৪

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই নেটওয়ার্ক। ২০১৮ সালের হিসাব অনুসারে এ নেটওয়ার্কের সদস্য সংগঠন ২৯টি। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০১২ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত।

এটি সিলেট জেলার ভাসমান যৌনকর্মীদের সংগঠন। সংগঠনের সদস্যরা সিলেট জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করে। এটি সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড রোলিং কন্টিনোয়াশন চ্যানেল (আরসিসি প্যাকেজ টু এবং থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

স্বপ্ন নারী উন্নয়ন সংঘ
৭৫৯/বি, রেলওয়ে কলোনী
আইস ফ্যাক্টরি রোড, চট্টগ্রাম
সভানেত্রী: বেবী বেগম
মোবা: ০১৭৭৫২২২৭৩৪

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১৭০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। এটি চট্টগ্রাম জেলার ভাসমান যৌনকর্মীদের একটি সংগঠন। সংগঠনের সদস্যরা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মেট্রোপলিটন থানা কোতোয়ালী, ডবলমুরিং, বায়েজীদ বোস্তামী এবং বন্দর থানার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করে। এটি সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড রোলিং কন্টিনোয়াশন চ্যানেল (আরসিসি প্যাকেজ থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

স্বনির্ভর মহিলা সংস্থা (শো)
নবাব সুপার মার্কেট (২য় তলা)
বাস স্ট্যান্ড, মানিকগঞ্জ
নির্বাহী পরিচালক: আলেয়া আক্তার লিলি
মোবা: +৮৮০১৮১৬৬৫৭৭৩২, +৮৮০১৬৭৭৭৮৫১১৫
E: showshg@gmail.com

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০০৬ সাল) এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে (২০১২ সাল) নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি মানিকগঞ্জ জেলার সদর, সাটুরিয়া এবং শিবালয় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করা ভাসমান যৌনকর্মীদের সংগঠন। সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে সংগঠনটি বিভিন্ন দাতাসংস্থার আর্থিক সহায়তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পরিচালিত বেশ কিছু প্রকল্পে কাজ করেছে। ইউএনএফপিএ, মুসলিম এইড-ইউকে, ইউএনএইডস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এইচআইভি/এইডস অ্যান্ড এসটিডি এলায়ান্স বাংলাদেশ (হাসাব), আইসিডিডিআর'বি পরিচালিত এসব প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল ২০০৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সাল) সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

সুস্থ জীবন
শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪
সভানেত্রী: পপি হিজড়া
মোবা: +৮৮০১৭১৮৫২৭৮৯৭
E: sjibon@agnioline.com

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৬০০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০১০ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। এটি ঢাকার মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, কমলাপুর রেল স্টেশন, সায়েদাবাদ ও ধলপুর এলাকায় কাজ করা ভাসমান হিজড়া যৌনকর্মীদের সংগঠন। এটি সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিডিডিআর'বি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড রোলিং কন্টিনোয়াশন চ্যানেল (আরসিসি

প্যাকেজ থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এছাড়া ফিম্যাল সেক্স ওয়ার্কারস বা এফএসআই প্রকল্পের মাধ্যমে এইচআইভি এইডস রোধ এবং দুটি ড্রপ ইন সেন্টার (ঢাকা ও ধামরাই) পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা পায় ২০০০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে (২০১৮ সালে) গ্লোবাল ফান্ড-এর অর্থায়নে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-এর সহযোগিতায় পরিচালিত একটি প্রকল্পে কাজ করছে সংগঠনটি। এ প্রকল্পের আওতায় এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ ও দুটি ড্রপ ইন সেন্টার পরিচালনায় কাজ করছে এ সংগঠন। প্রকল্পটি ২০১২ সাল থেকে চলমান। এর পাশাপাশি সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর অন্যান্য কার্যক্রম।

উল্কা নারী সংঘ
৪৪৫ মীর হাজারীবাগ, ওয়ার্ড নং ৮৭
ডেমরা, ঢাকা-১০০৪
সভানেত্রী: আমেনা বেগম
মোবা: ০১৭১-০৪৩২২৬

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন (২০১৮ সালের হিসাব)। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ২০০৩ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। ১৯৯৭ সালে ঢাকা জেলার নবাবপুর এলাকায় অবস্থিত কান্দুপট্টি যৌনপল্লীটি উচ্ছেদ হলে সেখানে কাজ করা যৌনকর্মীরা পরবর্তীতে রাস্তায় ভাসমানভাবে কাজ শুরু করে। উল্কা নারী সংঘ সেসব ভাসমান যৌনকর্মীদের সংগঠন। সংগঠনের সদস্যরা ঢাকার যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, হাইকোর্ট, সদরঘাট, ভিক্টোরিয়া পার্ক, মাতুয়াইল এবং সায়েদাবাদ এলাকায় কাজ করে। এটি বাংলাদেশ ওমেন'স হেলথ কোয়ালিশন (বিডব্লিউএইচসি)-এর আর্থিক সহায়তায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করে ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। পরবর্তীতে এটি কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহায়তায় এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করে ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত। এরপর আইসিডিডিআরবি-এর মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড (আরসিসি প্যাকেজ থ্রি) থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এরপর সংগঠনটিতে কোনো দাতাসংস্থার অর্থায়ন নেই। সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলছে এর কার্যক্রম।

শিশুদের জন্য আমরা
বাড়ি-৭১, রোড-১৬
সুনিবিড় হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
সভানেত্রী: হাজেরা বেগম
মোবা: +৮৮০১৭১২৩৭১১৯৬
E: hazerabegum71@gmail.com

২০১০ সালের ১৩ জুলাই ১০-১২ জন যৌনকর্মীর সন্তান এবং পথশিশুকে নিয়ে যাত্রা শুরু এ সংগঠনের। বর্তমানে (২০১৮ সালে) এখানে ৩৫ জন শিশু আছে। সংগঠনটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০১২ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা একসময়ের ভাসমান যৌনকর্মী হাজেরা বেগম। যৌনকর্মীদের সন্তান ও পথশিশুদের মানসিক বিকাশ, সুরক্ষা, আবাসন ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এ সংগঠন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত সংগঠনটি কোনো দাতাসংস্থার আর্থিক সহায়তা পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সাংবাদিক, এনজিওকর্মীসহ অন্যান্যদের ব্যক্তিগত অনুদান ও সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে সংগঠনটি। উল্লেখ্য এটি সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক-এর সদস্য সংগঠন নয়।

যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় নানা প্রতিষ্ঠান যৌনকর্মী এবং পাচারের শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করে। দেশী প্রতিষ্ঠানের বাইরে দাতা সংস্থা এবং বিদেশী নানা প্রতিষ্ঠানও যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে। যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজের আগ্রহ তৈরি হয় মূলত ১৯৯৯ সালে দেশের বৃহত্তম যৌনপল্লী নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও পার্শ্ববর্তী নিমতলী যৌনপল্লী উচ্ছেদের পর থেকে। এ দুইটি যৌনপল্লী থেকে কমবেশি ছয় হাজারের মতো যৌনকর্মী উচ্ছেদ এবং পরবর্তীতে আরো উচ্ছেদ ও উচ্ছেদ আতঙ্ক ঘিরে মানবাধিকার কর্মী, উন্নয়ন সংগঠন ও দাতাদের মধ্যে যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করার উৎসাহ দেখা দেয়।

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার উচ্ছেদের পর প্রথমেই যৌনকর্মীদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয় দেশী-বিদেশী মানবাধিকার সংগঠনসমূহ। এসময় থেকে একদিকে যেমন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনসমূহ কিছু আগ্রহ দেখায় তেমনি যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠনও গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যায় যৌনকর্মীদের মধ্যে। যৌনপল্লী ও যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এমন বার্তাই প্রচার করা হয়। সংবাদমাধ্যমও এসময় বেশি বেশি খবর প্রচার করে। যৌনপল্লী ও যৌনকর্মী উচ্ছেদ আতঙ্ক এখনো আছে। তবে যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠনের আর্থিক সক্ষমতা কম হলেও তারা একত্র হয়ে যৌনকর্মীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত নানা সংগঠন ও সংস্থাসমূহও তাদের পাশে আছে। তবে যৌনকর্মীদের সাহায্যের জন্য প্রকল্প সহযোগিতা আগের থেকে কমে গেছে।

যৌনকর্মীদের অধিকার নিয়ে যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠন এবং সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক-এর পাশাপাশি আরো যেসব বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে, কথা বলে এবং গবেষণা করে তাদের মধ্যে অন্যতম ইউনিসেফ, ইউএনএইড, ইউএনডিপি, সেভ দ্য চিলড্রেন, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ, অ্যাকশন এইড, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), পায়াকট বাংলাদেশ, লাইট হাউজ, নারীপক্ষ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ইত্যাদি।

যৌনকর্মীরা যৌনপল্লী ও রাস্তায় যে পরিবেশে কাজ করে তাতে তাদের মধ্যে নানা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। তাদের বড় স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলোর মধ্যে অন্যতম এইডস বা এইচআইভি ও যৌনবাহিত নানা রোগ। যেসব প্রতিষ্ঠান যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে সাহায্য করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইউএনএফপিএ, লাইট হাউজ, সেভ দ্য চিল্ড্রেন এবং ব্র্যাক।

শিক্ষায় যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানেরা অনেক পিছিয়ে। যৌনকর্মীদের সন্তানদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এদের মধ্যে ইউনিসেফ, সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস), সেভ দ্য চিল্ড্রেন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, অ্যাকশন এইড, অপরাজেয়

বাংলাদেশ, পায়াকট বাংলাদেশ, কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেএসএস), শাপলা মহিলা সংস্থা অন্যতম। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি কিছু প্রতিষ্ঠান যৌনকর্মীদের জন্য ড্রপ-ইন সেন্টার (ডিআইসি) পরিচালনা করে। লাইট হাউজ ঢাকায় ১৩টিসহ মোট ২৭টি ড্রপ-ইন সেন্টার চালায়। কারিতাস বাংলাদেশ চার-পাঁচটি ড্রপ-ইন সেন্টার পরিচালনা করে। সেভ দ্য চিল্ড্রেন-এরও একটি ড্রপ-ইন সেন্টার আছে। যৌনকর্মীরা ড্রপ-ইন সেন্টারে সকাল থেকে স্নান করতে, থাকতে ও ঘুমাতে পারে। কিন্তু রাতে থাকতে পারে না। ড্রপ-ইন সেন্টারে একজন যৌনকর্মী বছরে একবার এইচআইভি টেস্ট করার সুযোগ পায়। কোথাও এইচআইভির সন্ধান পাওয়া গেলে সেখানে বছরে একাধিকবার এইচআইভি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়। ড্রপ-ইন সেন্টারের পাশাপাশি সীমিত সংখ্যক সেফহোম আছে যৌনকর্মীদের সন্তানদের জন্য। এর মধ্যে একটি পরিচালনা করে রাজবাড়ী-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)। কেকেএস-এর সেফ হোমের অবস্থান দৌলতদিয়া যৌনপল্লীর পাশেই। যতদূর জানা গেছে যৌনকর্মীদের সন্তান এবং শিশু যৌনকর্মীদের জন্য কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড-এর একটি জায়গা আছে। চাহিদার তুলনায় ড্রপ-ইন সেন্টার ও সেফ হোম খুবই কম বলে জানিয়েছে যৌনকর্মীদের নেতৃবৃন্দ।

যৌনকর্মীদের সন্তানরা আগের থেকে বেশি স্কুলে যাচ্ছে। তবে তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ আরো বাড়ানো দরকার। যৌনকর্মীদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতাও বাড়ছে। যৌনকর্মীদের নিয়ে কে কী করছে তার পটভূমি ও আরো বিস্তারিত জানার জন্য সেড প্রকাশিত কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা ও শিশির মোড়লের লেখা দু'টি বই—বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি: জীবনের দামে কেনা জীবিকা এবং সেক্স ওয়ার্কারস ইন বাংলাদেশ: লাইভলিহুড এট হোয়াট প্রাইজ (ইংরেজি) দেখতে পারেন। নীচে যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা।

বেসরকারি দেশী প্রতিষ্ঠান

১। অপরাজেয় বাংলাদেশ
সিলভার গার্ডেন, ৪১-৪৫, রূপনগর এক্সটেনশন
বাইশটেকী, মিরপুর-১৩
ঢাকা-১২১৬
ফোন: +৮৮০-২-৯০২১২৬১-৬৩
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯০২৯৫৫৬
ই-মেইল: info@aparajeyo.org
ওয়েব: www.aparajeyo.org

২। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
২/১৬, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০-২-৮১০০১৯২, ৮১০০১৯৫, ৮১০০১৯৭
মোবা: +৮৮০১৭১৪০২৫০৬৯
ফ্যাক্স:+৮৮-০-২-৮১০০১৮৭
ই-মেইল: ask@citechco.net
ওয়েব: www.askbd.org

৩। আশার আলো সোসাইটি (এএএস)
বাড়ী # ১৩, রোড # ০৬, ব্লক # খ
পিসিকালচার হাউজিং, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: ০১৭১২৫২১৩১২
ফোন: +৮৮০২-৯১৩৩৯৬৮
ই-মেইল: asharalosociety@gmail.com
ওয়েব: asharalo.org.bd

৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওমেন লয়ার্স এসোসিয়েশন (বিএনডব্লিউএলএ)
মনিকো মীনা টাওয়ার
৪৮/৩, পশ্চিম আগারগাঁও (২য়-৮ম তলা)
ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০-২-৮১১২৮৫৮, ৯১৪৩২৯৩
ই-মেইল: bnwla@hrcmail.net
ওয়েব: www.bnwlabd.org

৫। বাংলাদেশ ওমেন'স হেলথ কোয়ালিশন (বিডব্লিউএইচসি)
বাড়ী # ৮০৯, রোড নং # ০৩ (৩য় তলা)
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩১৬৮১-২
ই-মেইল: ed.bwhc@gmail.com
ওয়েব: www.bwhc.org.bd

৬। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৯৯, কাকরাইল (৩য় ও৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০২৯৩৩৯৮৯৮, ৯৩৫৬৮৬৮, ৫৮৩১৬০৪১
মোবা: +৮৮০১৭৯০০৪২৯১২
আইনি সহায়তার জন্য হেল্পলাইন: +৮৮০১৭৭১৪৪৪৬৬৬
ই-মেইল: info@bandhu-bd.org
ওয়েব: www.bandhu-bd.org

৭। কারিতাস বাংলাদেশ
২, আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৮০-২-৪৮৩১৫৪০৫-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৪৮৩১৪৯৯৩
ইমেইল: cbgeneral@caritasbd.org, info@caritasbd.org
ওয়েব: www.caritasbd.org

৮। এইচআইভি/এআইডিএস অ্যান্ড এসটিডি এলাইন্স বাংলাদেশ (এইচএএসএবি)
বাড়ী-৬৬ (১ম তলা)
এপার্টমেন্ট-বি-১, রোড-৫, ব্লক-সি
মনসুরাবাদ হাউজিং, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১৩২৭০৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৫৭৪৮৫
ই-মেইল: hasab@bdmail.net
ওয়েব: www.hasab.org

৯। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জিকে)
মির্জানগর, আশুলিয়া
সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
মোবাইল: +৮৮০১৭১১৫৩৬১৮৩
ই-মেইল: gkhealth.org@gmail.com
ওয়েব: www.gonoshasthayakendra.com

১০। ইনসিডিন বাংলাদেশ
৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড
ঢাকা-১২০৭
মোবা: +৮৮০১৭১৩০০১৬৬০
ওয়েব: incidinb.org

১১। কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)
রেড ক্রিসেন্ট প্লাজা (৩য় তলা)
১ নং বেড়াডাঙ্গা
রাজবাড়ী সদর উপজেলা
মোবা: +৮৮০১৭১১৮৪৯৩৪০
ই-মেইল: fakirkks@gmail.com

১২। কেকেএস সেফহোম
দৌলতদিয়া, গোয়ালন্দ
রাজবাড়ী
মোবা: +৮৮০১৭৩০৯১২২৭৮
ই-মেইল: anindakks@yahoo.com

১৩। জাগরণি চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ)
৪৬ মুজিব সড়ক

যশোর-৭৪০০
ফোন: +৮৮-০৪২১৬৮৮২৩
ফ্যাক্স: +৮৮-০৪২১৬৪২৮২
ই-মেইল: jcjsr@ymail.com
ওয়েব: jcf.org.bd

১৪। জাগ্রত যুব সংঘ
৩৫/৮, টিবি ক্রস রোড
খুলনা-৯১০০
ফোন: +৮৮০৪১৭৩১০১৩
মোবাইল: +৮৮০১৭১২৮৬২১১৫
ফ্যাক্স: +৮৮০৪১৭৩০১৪৭
ই-মেইল: jjsinformation@gmail.com
ওয়েব: www.jjsbangladesh.org

১৫। লাইট হাউজ
বীনা কানন (লেভেল-৪)
বাড়ী-৩, রোড-১৭, ব্লক-ই
বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: +৮৮-০২-৮১৪২৪০৬
মোবা: +৮৮০১৯১৪৪৯৬৩১৭
ফ্যাক্স: +৮৮০৫-৬৯৩৮৭
ই-মেইল: info@lighthousebd.org
ওয়েব: www.lighthousebd.org

১৬। খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা (কেএমএসএস)
৩৬, শের-ই-বাংলা রোড, খুলনা
ফোন: +৮৮০-৪১-৭২১০৭৯
মোবা: +৮৮০১৭১১৮১৪৫৮২
ই-মেইল: info@kmssbd.org
ওয়েব: www.kmssbd.org

১৭। মেরী স্টোপস বাংলাদেশ
বাড়ী # ৬/২, কাজী নজরুল ইসলাম রোড
ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০২-৫৮১৫২৫৩৮
ই-মেইল: mscs@mariestopesbd.org
ওয়েব: https://mariestopes.org/where-we-work/bangladesh/

১৮। মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ (এমএবি)
১৩৮/ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২৯১৩৬৫৭০
ই-মেইল: info@muktoakashbd.com
ওয়েব: www.muktoakashbd.org

১৯। নারীপক্ষ
র‍্যাংগস নীলু স্কয়ার
রোড-৫/এ, বাড়ি নং ৭৫
সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি আ/এ
ঢাকা-১২০৯
মোবা: ০১৮১৯২৪০০৬৮
ফোন: ০২৯১২২৪৭৪, ০২৫৮১৫৩৯৬৭
জি.পি.ও বক্স: ৭২৩
ই-মেইল: naripokkho@gmail.com
ওয়েব: www.naripokkho.org.bd

২০। পায়াকট বাংলাদেশ
৪৯/১ বাবর রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০-২-৫৮১৫০১৫৯
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯১০৩৭৮১
ই-মেইল: piactbangladesh@yahoo.com
ওয়েব: www.piactbangladesh.org

২১। পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ী # ৫৪৮, রোড # ১০
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৯১২৮৮২৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১৩৭৩৬১
ই-মেইল: padakhep@padakhep.org, info@padakhep.org
ওয়েব: www.padakhep.org

২২। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
গ্রীন ভ্যালী, ফ্ল্যাট ২এ, ১৪৭/১ (৩য় তলা)
গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬

ইমেইলঃ sehd@sehd.org
ওয়েবঃ www.sehd.org

২৩। সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইইপি)
বাড়ী-০৫, রোড-০৪, ব্লক-এ
সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোনঃ +৮৮০২-৮০৩২২৪৩
ইমেইলঃ info@seep.org.bd
ওয়েবঃ www.seep.org.bd

২৪। সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস)
প্রধান কার্যালয়ঃ এসএসএস ভবন,
ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
ফোনঃ (+৮৮)০৯২১-৬৩১৯৫, ৬৩৬২২
ই-মেইলঃ info@sss-bangladesh.org
ওয়েবঃ www.sss-bangladesh.org

২৫। শাপলা মহিলা সংস্থা (এসএমএস)
মমিন মেনশন (৩য় তলা)
পুরাতন বাস স্ট্যান্ড
গোয়ালচামট
ফরিদপুর-৭৮০০
ফোনঃ ০০৮৮-৬৩১৬৫৬৪০
মোবাঃ ০১৭১২২২৫৬৪৯
ইমেইলঃ shapla_sms@yahoo.com
ওয়েবঃ www.shaplasangstha.org

২৬। আইসিডিডিআর'বি
৬৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ +৮৮০ (০) ২-৯৮২-৭০০১-১০
ফ্যাক্সঃ (+৮৮০২) ৯৮২৭০৭৫, ৯৮২৭০৭৭
জিপিও বক্সঃ ১২৮
ই-মেইলঃ info@icddrb.org
ওয়েবঃ https://www.icddrb.org/

২৭। এলায়েন্স ফর কোঅপারেশন অ্যান্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (এসিএলএবি)
৮/১৩, ব্লক-সি

তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০-২-৮১২৯৪০০
মোবা: +৮৮০১৯১১৩৪৯১১৮
ই-মেইল: tarikul_1964@yahoo.com
ওয়েব: www.aclab-bd.org

২৮। ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দ্য রুরাল পুওর (ডিওআরপি)
৩৬/২, পূর্ব শেওড়াপাড়া
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: +৮৮০-২-৮০৩৪৭৮৬
মোবা: +৮৮০১৭০০৭০৮১১০
ই-মেইল: info@dorphd.org
ওয়েব: www.dorpbd.org

২৯। নারী মৈত্রী
৭৭/বি, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া (৩য় তলা)
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
ফোন: +৮৮০২-৯৩৫৬৫৭৩
ই-মেইল: nmhq@bracnet, narimaitree@gmail.com
ওয়েব: www.narimaitree.com

৩০। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮-০২-৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd
ওয়েব: www.blast.org.bd

৩১। সাজেদা ফাউন্ডেশন
অটবি সেন্টার, ৬ষ্ঠ তলা
প্লট নং ১২, ব্লক সিডব্লিএস (সি), গুলশান সাউথ এভিনিউ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন: +৮৮০২-৯৮৯০৫১৩, ৯৮৫১৫১১
ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯৮৬৩১৬৫
ই-মেইল: inquiry@sajidafoundation.org
ওয়েব: www.sajidafoundation.org

৩২। বনফুল
২১৫ খানজাহান আলী রোড
খুলনা
টেলিফোন: ০৪১-৭২১৩১৪

৩৩। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ী-২২, রোড-৪, ব্লক-এফ
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮০-২-৫৫০৪০৯৯১-৪
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৫০৪০৯৯৫
ই-মেইল: info@manusher.org
ওয়েব: www.manusherjonno.org/home/

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

১। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ
বাড়ী এসই (সি) ৫/বি (পুরাতন ৮)
রোড ১৩৬, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন: +৮৮ (০২) ৫৫০৪৪৮৫১-৭
ফ্যাক্স: +৮৮ (০২) ৫৫০৪৪৮৫
ই-মেইল: aab.mail@actionaid.org

২। কেয়ার বাংলাদেশ
রাওয়া কমপ্লেক্স (লেভেল ৭-৮)
ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬
ফোন: +(৮৮০) ২৯৮৮৯০০৯, ৯৮৮৯০৭৩, ৯৮৮৯১২২
ফ্যাক্স: +(৮৮০) ২৯৮৮৯০৪১
ই-মেইল: bgdinfo@care.org
ওয়েব: www.carebangladesh.org

৩। কনসার্ন ওর্য়াডওয়াইড বাংলাদেশ
বাসা ১৫ (এসডব্লিউডি), রোড ৭
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৮৮০২-৮৮১৮০০৯
ওয়েব: https://www.concern.net/where-we-work/bangladesh

৪। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)
১৯ তলা, আইডিবি ভবন

আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর
ফোন: +৮৮০২-৫৫৬৬৭৭৮৮
ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯১৮৩০৯৯
ই-মেইল: registry.bd@undp.org
ওয়েব: www.bd.undp.org

৫। অক্সফাম
রাওয়া কমপ্লেক্স, লেভেল-৮ (দক্ষিণ দিক)
ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬
ফোন: +৮৮০-২-৫৮৮১৩৬০৭-৮
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮৮১৩৬০৯
ওয়েব: www.oxfam.org/bangladesh

৬। সেভ দ্য চিল্ড্রেন
বাড়ী নং সিডব্লিউএন (এ) ৩৫, রোড নং ৪৩
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: +৮৮-০৯৬১২৫৫৫৩৩৩
ই-মেইল: info.bangladesh@savethechildren.org
ওয়েব: https://bangladesh.savethechildren.net/

৭। ইউনিসেফ
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স
১, মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা
ই-মেইল: infobangladesh@unicef.org
ওয়েব: https://www.unicef.org/bangladesh/en

৮। ইউএনএইডস
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স
লেভেল ৫
১, মিন্টু রোড,
রমনা, ঢাকা
ই-মেইল: KhanS@unaids.org
ওয়েব: https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/bangladesh

৯। ইউএনএফপিএ
আইডিবি ভবন (১৬ তলা)
ই/৮-এ, বেগম রোকেয়া স্মরণী
ঢাকা-১২০৭

ফোন: +৮৮০২-৮১৪১১৪৩
ওয়েব: https://bangladesh.unfpa.org/en

১০। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
আবেদীন টাওয়ার
৩৪ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ
বনানী
ঢাকা-১২১৩
টেলিফোন: ৮৮১৩৫৫৫-৭, ৮৮১৫৫১৫-৭
ওয়েব: www.wvi.org/bangladesh

১১। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ী-১৪, রোড-৩৫, গুলশান ২
ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২-৯৮৬০১৬৭, ৮৮২৬২০৯, ৮৮১৭৫৮৯
ই-মেইল: plan.bangladesh@plan-international.org
ওয়েব: https://plan-international.org/bangladesh

যৌনকর্মীদের মুখে নিজেদের কথা

‘মরলে যেন জানাযা হয়’

—পারু

আমার নাম পারু। বাড়ি উত্তরাঞ্চলের এক জেলায়। সংসারে আমরা তিন ভাইবোন। আমি ছিলাম মেজো। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত স্কুলে পড়েছি। বাবার সাথে মাঠে কাজ করতাম। সংসারে অভাব ছিল। সুখও ছিল। আমার যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স তখন দেশেরই এক লোক কাজ দেবে বলে আমাকে দিনাজপুরে নিয়ে আসে। তারপর সে আমাকে যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দেয়। সেখানে খুব অত্যাচার করত। পালিয়ে আমি এক সেমাই মিলে কাজ নেই। সেই মিল মালিকও বিয়ের আশ্বাসে আমার সাথে খারাপ কাজ করতে চায়। আমি সেখান থেকে ঐ রাতেই পালিয়ে রেল স্টেশনে চলে আসি।

কিন্তু এখানেও স্টেশনের কিছু ছেলে জোর করে আমাকে হোন্ডায় উঠিয়ে নেয়। আমি হোন্ডা থেকে ঝাঁপ দিয়ে চিৎকার করলে তারা আমাকে ফেলে রেখেই চলে যায়। ঐ অবস্থায় এক ব্যাংক ম্যানেজারের বাসায় আশ্রয় পাই। কিন্তু ওনার পরিবারের লোকের চাপে থাকতে না পেরে আমি আবার শহরের যৌনপল্লীতে চলে আসি। সেখান থেকে একসময় যশোর যৌনপল্লীতে এসে দুই তিন বছর কাজ করি। ঐ পাড়া উচ্ছেদ হলে এই দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে এসে আজ ১৭ কী ১৮ বছর ধরে কাজ করছি।

এখানে আসার পর প্রথম দু’তিন বছর আয় কম হতো। হাতে টাকা থাকতো না, সর্দারনী নিয়ে যেত। এখন আমি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা আয় করি। কিছু টাকা জমাই সমিতিতে। আমাদের মুক্তি মহিলা সমিতির নির্বাহী কমিটির কর্মচারী সদস্য আমি।

আমাদের এখানকার প্রধান সমস্যা হলো পানি, বিদ্যুৎ এবং মৃত্যুর পর জানাযা। প্রতিদিন একটা বাল্ব জ্বললে ৫ টাকা, টিভি ৩ টাকা, রেডিও ২ টাকা আর ফ্যান চললে ১০ টাকা দিতে হয়। আগে প্রতিদিন ১৮ টাকা দিলেই চলতো। এখন বিদ্যুতের লাইন আনতে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা লাগে। তারপর আছে মাসে মাসে মিটার ভাড়া। টিউবয়েলের পাশেই ল্যাট্রিন। গোসলের কাজ ছোট একটু জায়গার মধ্যেই সারতে হয়। বৃষ্টি নামলে ঘরে ময়লা, কাদা, পানি জমে যায়। একটা ড্রেন করে দিলে ময়লা পানি ক্ষেতের মধ্যে চলে যেত। কিন্তু মালিক কান দেয় না।

কোনো যৌনকর্মী মরে গেলে মাওলানা বলেন, “জানাযা হইব না, তোরা পাপ কাজ করছস।” এ পর্যন্ত একজনেরও জানাযা, কবর হয়নি। দুই বছর আগে আমরা কবর স্থানের জায়গা পেয়েছি, তবে তা আলাদা। সমাজের গোরস্থানে আমাদের জায়গা নেই। তবে এখন আমরা স্যান্ডেল পরে বাজারে যেতে পারি, মাথায় কাপড়ও দিতে পারি।

দৌলতদিয়ার এই পল্লীতে ৬০০ ঘরে প্রায় দুহাজার মেয়ে কাজ করে। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গা থেকে ‘মা’ একটি মসজিদ উঠাব, মাদ্রাসা করব, স্কুল হবে’ বলে লোকেরা টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু স্কুলে তো আমাদের ছেলেমেয়েদের জায়গা হয় না। আমাদের সাথে স্থানীয় লোকেরা এখন ভাল ব্যবহার করে, সাহায্য করে। চাঁদাবাজি, মাস্তানি কমেছে। খদ্দেররা এখন আগের চেয়ে সচেতন হয়েছে। কাজের সময় সহযোগিতা করে, অত্যাচার কম করে। কনডম নিতে বললে রাজি হয়। আমরা নিজেরা প্রতিবছর রক্ত পরীক্ষা করাই। এইচআইভি/এইডস-এর বিপদ সম্বন্ধে জানছি। ঝুঁকি নেই না, সর্তক থাকি।

জীবনটাকে প্রতিদিন আমরা বাজারের দামে কেনাবেচা করি। তাই মূল্যটা আমরা ভালই টের পাই। সবকিছুর দাম বাড়ছে কিন্তু আমাদের দাম বাড়েনি। আমরা অস্থায়ী বলে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধাও পাই না যে অন্য কিছু করব।

আমি মুক্তি মহিলা সমিতিতে কাজ করি ২০০২ সাল থেকে। এখানে বয়স্ক শিক্ষা, জীবন দক্ষতা ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকল্পে যৌনকর্মীরা অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। আমি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বাচ্চাদের খেলাধূলা, ছড়া শেখানোর কাজ করি সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। তারপর সমিতির কালেকশন, মোটিভিশনের কাজ করি এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত। তারপর চলে অন্যান্য কাজ।

অনুলিখন: দেবাশীষ মজুমদার (সূত্র: আমাদের কথা, যৌনকর্মীদের মুখপত্র, আগস্ট ২০০৬)

একাকিত্বের জীবন আমার

—কথা

আমি হিজড়া হলেও সবসময় মেয়ে হয়ে চলাফেরা করতে ভালো লাগে। বাসায় আমার হিজড়া পরিচয় কেউ জানে না। আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীরা যাতে আমার এই হিজড়াসুলভ আচরণ ও পরিচয় জানতে না পারে সে জন্য তাদের সামনে ছেলে পরিচয়ে থাকতে হয়। তখন আমার ভীষণ কষ্ট লাগে কিন্তু কিছু করার উপায় নেই।

আমি ইভান আহমেদ কথা। পেশায় আমি একজন নৃত্যশিল্পী। ১০ জুলাই আমার জন্ম দিন। আমার গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরে। মা-বাবা, দুই ভাই এবং চার বোন নিয়ে বিরাট পরিবার আমাদের।

ছোটকাল থেকেই ছেলেদের সাথে খেলাধুলা এবং চলাফেরা করতাম। ছেলে বন্ধুদের সাথেই স্কুলে যেতাম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে হঠাৎ আমার শরীরের পরিবর্তন লক্ষ করি। বুঝতে পারি আমার শরীরের গঠন অন্য কোনো ছেলে বা মেয়েদের মতো নয়। তখন থেকেই আলাদাভাবে জীবন গড়ার চিন্তা শুরু করি।

পড়ালেখায় ভালো ছিলাম বলে কষ্ট করে হলেও প্রথমে ঢাকা মতিঝিল মডেল হাই স্কুল থেকে এসএসসি এবং পরে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করি। দুই জায়গাতেই আমার আচরণ নিয়ে ছাত্র বন্ধুরা নানারকম হাসি ঠাট্টা এবং টিটকারি মারতো। তাদের আরচণের জবাব না দিয়ে নিরবে সব সহ্য করতাম। যদিও সেই সময় খুব কষ্ট লাগতো আমার।

যখন আমি বুলবুল ললিত কলা একাডেমির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তখন কলকাতা থেকে সাধারণ এবং লোকনৃত্যের উপর প্রথম পুরস্কার পাই। একই সময় আমি শিশু একাডেমির 'রুপালী তারার মেলা' নামে একটি সংগঠনের প্রশিক্ষক হিসাবে নৃত্য শিখাতাম। কিন্তু ছাত্রীদের অভিভাবকরা বলতে লাগলেন যে, আমাদের টিচারটার স্বভাব এবং আচরণ হিজড়াদের মতো। তখন রাগে এবং অপমানে শিশু একাডেমির চাকরি ছেড়ে দিই। সেখান থেকে এসে 'কথা-কলি শিশু কিশোর সংগঠন' নামে আলাদা একটি নৃত্যের স্কুল খুলি। সেখানেই নিজে স্বাধীনভাবে ছাত্রীদের নৃত্য শিখাতাম। দেশের বরেণ্য নৃত্য শিল্পী মুনমুন আহমেদের সাথে একটি সংগঠনের প্রশিক্ষক হিসাবে ১৬ মাস কাজ করেছি।

যৌনকাজ করতে গিয়ে নারী যৌনকর্মীদের মতো হিজড়াদের নানারকম স্বাস্থ্য সমস্যা ঝুঁকি দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের এ সমস্যা নারী কর্মীদের তুলনায় মারাত্নক হয়। কিন্তু এসব সমস্যার প্রতিকারের জন্য তেমন কোনো সংস্থা এগিয়ে আসে না। এসব কথা ভেবেই কেয়ার নামক সংস্থায় এইডস/এইচআইভি প্রোগ্রামে ৬ বছর কাজ করি।

হিজড়াদের নিয়ে কোনো মানবাধিকার সংস্থা কাজ করে না। তাই নিজেদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'সচেতন শিল্পী সংঘ' নামে একটি সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করি। তারা আমাদের অধিকার এবং সচেতনতা প্রদানের জন্য নানারকম প্রশিক্ষণ দেয়। এই সংগঠন বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত। বর্তমানে আমি এই সংগঠনের সভাপতি। এই সংগঠনের মোট সদস্য ৪৫৫ জন। সংগঠনের ২০ জন শিল্পী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম নাচের প্রোগ্রামে যেমন বিয়ে বা গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে যায়। সেখানে ধ্রুপদী, লোক এবং সাধারণ নৃত্য প্রদর্শন করা হয়।

হিজড়াদের প্রতিনিয়ত নানারকম যৌন নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। আমার ওপর যৌন নিপীড়নের একটা ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। একদিনের ঘটনা, যেদিন মিলেনিয়াম রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বাধন নামে একটি মেয়েকে কিছু বখাটে যুবক লাঞ্ছিত করে। সেই রাতেই বাংলা একাডেমির সুইপার কলোনিতে কয়েকজন স্টুডেন্ট আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর আমাদেরকে কলোনির সিঁড়িতে নিয়ে তিনজন ছেলে তাদের সাথে যৌনকাজ করতে বলে। আবার বলে, তোদের সাথে বেল্ট পিটা দিয়ে যৌনকাজ করতে ভালো লাগে। জানিস না ভিলেনরা নায়িকাদের কীভাবে মারে। আমরা আজকে তোদের ছিড়াবিড়া করে খামু। তখন আমি বললাম আপনাদের দেখতে মনে হয় ভালো ঘরের ছেলে কিন্তু আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন কেন? তখন ওরা বলে, "চুপ কর বেশি কথা শুনতে চাই না। যা করবার কইছি তাই করবি।" এভাবেই প্রতিনিয়ত নানারকম তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। জানি না কবে এ থেকে রেহাই পাবো। ('হিজড়া' শব্দটি যদিও আমার পছন্দের নয় তবুও এখানে ব্যবহার করছি পাঠকের সুবিধার্থে। আমি হিজড়া শব্দটিকে গালি হিসাবে গণ্য করি। বস্তুত নারী ও পুরুষের মাঝামাঝি প্রকৃতির মানুষকে 'তৃতীয় প্রকৃতি'র মানুষ বলাই শ্রেয়)।

অনুলিখন: সুবোধ এম বাস্কে (সূত্র: আমাদের কথা, যৌনকর্মীদের মুখপত্র, আগস্ট ২০০৬)

টীকা-টিপ্পনী

বাবু বা ভেড়ুয়া : যৌনকর্মীদের পছন্দের ও নিয়মিত খদ্দের। বাবুদের বসবাস সাধারণত যৌনপল্লীর বাইরে। তবে কেউ কেউ যৌনপল্লীতেও বসবাস করে। বাবুদের সাথে যৌনকর্মীদের সম্পর্ক আবেগ ও ভালবাসার। যৌনকর্মীদের আপদে-বিপদে বাবুরা সাহায্য করে। কখনো কখনো তারা যৌনকর্মীদের আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাবু বা ভেড়ুয়ার সমস্ত খরচ যৌনকর্মীরাই বহন করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাবুও তার পছন্দের যৌনকর্মীর সব খরচ বহন করে। সেক্ষেত্রে যৌনকর্মীটি শুধু তার পছন্দের বাবুর সাথেই থাকে।

বাঁধা যৌনকর্মী বা ছুকরি: যৌনপল্লীতে কাজ করা এক শ্রেণির যৌনকর্মী হলো বাঁধা যৌনকর্মী। যেসব নবীন যৌনকর্মী (অধিকাংশই শিশু ও কিশোরী) দালালের খপ্পড়ে পড়ে যৌনপল্লীতে সর্দারনির কাছে বিক্রি হয় তারাই বাঁধা যৌনকর্মী। এসব যৌনকর্মী সর্দারনির অধীনস্ত। যৌনপল্লীতে বাঁধা যৌনকর্মীদেরকে ছুকরি নামে ডাকা হয়। নিজেদের আয় ও চলাফেরার উপর ছুকরিদের কোনো দখল বা স্বাধীনতা নেই, সর্দারনিরা এদের আয়-রোজগারের মালিক। বিনিময়ে সর্দারনি ছুকরিদের ভরণপোষণ, প্রসাধনী, ঘরভাড়া ও অন্যান্য খরচ বহন করে। সাধারণত সর্দারনির অধীনে থেকে কাজ করার মধ্য দিয়ে যৌনপল্লীতে একজন যৌনকর্মীর জীবন শুরু হয়। একজন ছুকরিকে সর্দারনির কাছ থেকে স্বাধীন বা মুক্ত হতে গেলে কয়েক বছর সময় লাগে। তবে স্বাধীন হতে গেলে প্রায় সময়ই ছুকরিকে সর্দারনির শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

সর্দারনি: যৌনপল্লীতে যারা বাঁধা যৌনকর্মী বা ছুকরি খাটায় তারাই যৌনপল্লীর সর্দারনি। সর্দারনিরা একসময় যৌনকর্মী ছিলেন। বয়স হয়ে যাওয়ায় তারা যৌনপেশা চালিয়ে যেতে না পেরে ছুকরি খাটিয়ে চলেন।

দালাল: মেয়ে সংগ্রহকারী যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে নতুন মেয়ে সংগ্রহ করে যৌনপল্লীর সর্দারনিদের কাছে বিক্রি করে। ভাসমান যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে দালাল বলতে বুঝায় তাদের যারা যৌনকর্মীদের খদ্দের সংগ্রহ করার কাজ করে। দালাল পুরুষ বা নারী যেকেউই হতে পারে।

বাড়িওয়ালী: যৌনপল্লীর বাড়িগুলো যারা চালান তারাই বাড়িওয়ালী। কিছু যৌনপল্লীতে বাড়ী বা কক্ষের মালিক যৌনকর্মী নিজে। আবার এমনও আছে যৌনপল্লীর বাড়ির মালিক বহিরাগত কেউ, যৌনকর্মীরা তাদের কাছ থেকে লীজ নিয়ে সেগুলো চালাচ্ছেন। লীজ নেয়া যৌনপল্লীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো কোনো যৌনপল্লী সরকারি জমির উপর স্থাপিত। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এসব জমি নিয়ন্ত্রণ করে এবং এককালীন বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা সে জমি যৌনপল্লীর বাড়িওয়ালীদের কাছে লীজ বা ভাড়া দেন। বাড়িওয়ালী সর্দারনিও হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

স্বাধীন যৌনকর্মী: এরা কোনো সর্দারনির অধীনস্ত নয়। দৈনিক কতজন খদ্দের নিবে বা নিবে না তা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। স্বাধীন যৌনকর্মীদের অনেকে একসময় ছুকরি ছিল। সর্দারনির অধীনে কয়েক বছর কাজ করার পর তাঁরা এক পর্যায়ে স্বাধীন যৌনকর্মী হয়। স্বাধীন যৌনকর্মীরা যৌনব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়।

সিরিয়াল: সিরিয়াল হচ্ছে সমিতির আদলে যৌনকর্মীদের দলগত সঞ্চয় ও ঋণ নেবার ব্যবস্থা (একটি দলের সদস্য ২০ থেকে ৪০ জনের মতো)। প্রতি মাসে একবার সিরিয়াল বসে। এখানে সবাই একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা করে। সেই টাকা লটারির মাধ্যমে একজন পাবে। দলের একজন সদস্য একবার লটারিতে অংশ নিতে পারবে যে পর্যন্ত না সবাই টাকা পাবে।

বাংলাদেশের যৌনপল্লী ও যৌনকর্মী
হালনাগাদ চিত্র ২০১৮

পেশা হিসেবে যারা যৌনকর্ম বেছে নেন বা যৌনকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হন তারা সমাজে শুধু বিচ্ছিন্নই নন, হত্যাসহ নানা নির্যাতন, অবহেলা, প্রতারণা ও নিগ্রহের শিকার হন দৈনন্দিন জীবনে। এরাই আধুনিক দাস। একবার এ পেশায় ঢুকে গেলে বের হবার আর কোনো রাস্তা সাধারণত থাকে না।

দেশের টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট এবং পটুয়াখালী জেলার এগারোটি যৌনপল্লীতে কাজ করে ৩,৭২১ জন যৌনকর্মী (২০১৮ সালের হিসাব)। তবে ভাসমান, বাসাবাড়ী এবং হোটেলে কাজ করা যৌনকর্মীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—নব্বই হাজারের কাছাকাছি। এ রিপোর্ট যৌনপল্লীতে কর্মরত এবং ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে। সেড ২০১৭-২০১৮ সালে এগারোটি যৌনপল্লী এবং ভাসমান যৌনকর্মীদের উপর জরিপ চালিয়েছে। জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হলো এ রিপোর্টে। যৌনপল্লীগুলোর হালনাগাদ চিত্র এবং যৌনকর্মীদের সাধারণ সমস্যা, সমাজে তাদের নাজুক অবস্থান, প্রয়োজন ও চাহিদা অনুধাবন করতে এ রিপোর্ট সহায়ক হবে।

বর্ষায় নিমজ্জিত ফরিদপুরের সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৪৩৩৯-৩-৪
ISBN: 978-984-94339-3-4
মূল্য: ১০০ টাকা US$5

EUROPEAN UNION · SEHD Society for Environment and Human Development · PPRC Power and Participation Research Centre · Oikoumene CCDB · GBK গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র GRAM BIKASH KENDRA · ICCO COOPERATION